বণ্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কে মার্কস ও রলসঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

মোঃ রফিকুল ইসলাম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২০১০

Dhaka University Institutional Repository

বণ্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কে মার্কস ও রলসঃ একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা

মোঃ রফিকুল ইসলাম

৪৪৮৮৯২

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

Dhaka University Library
448892

দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০১০

Dhaka University Institutional Repository

B
RB
335.401
95B
c.2

Dhaka University Institutional Repository

স্বীকৃতিপত্র

উচ্চতর গবেষণা ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে পথিকৃতের নিদর্শন স্থাপন করেছে। ইতিমধ্যে দর্শন বিভাগের শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে বেশ কয়েকটি উচ্চতর ডিগ্রী সম্পন্ন হয়েছে। যাবতীয় ব্যস্ততার মধ্যেও বর্তমান গবেষণায় আমার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে অধ্যাপক ড.এ কে.এম হারুনার রশীদ গবেষণার প্রতিটি পর্যায়ে অপরিসীম ধৈর্য্য সহকারে সহযোগিতা করেছেন এবং মূল্যবান পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে আমাকে গবেষণা সম্পন্ন করতে সক্ষম করেছেন। তিনি প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় তাঁর মূল্যবান সময় দিয়েছেন। অধ্যাপক ড. এ.কে. এম হারুনার রশীদের কাছে আমি আমার ঋণ ও গভীর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

বিভাগীয় শিক্ষক ড. প্রদীপ কুমার রায় ও মিসেস রাশিদা আখতার খানম গবেষণায় আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন এবং গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ে অনুপ্রেরণা,উৎসাহ ও মূল্যবান দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আমি তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের রীনা রানী সরকার আমাকে যে সহযোগিতা করেছেন এ জন্য তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার পিতামাতা, বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীদের অনেকে নানাভাবে আমাকে প্রেরণা দিয়েছেন ও সহায়তা করেছেন। আমি তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপণ করছি।

মোঃ রফিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

বর্তমান গবেষণাটি একটি মৌলিক কাজ। গবেষণায় অন্যান্য সূত্র থেকে যা কিছু গ্রহণ করা হয়েছে তা অভিসন্দর্ভে যথাযথভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভটির আংশিক বা পূর্ণাঙ্গ কোন অংশই ডিপ্লোমা অথবা ভিন্ন কোন ডিগ্রীর জন্য অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা হয়নি।

ড. এ. কে. এম হারুনার রশীদ
তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোঃ রফিকুল ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ রয়েছে এবং এগুলোর প্রত্যেকটা এক একটা স্বতন্ত্র মূল্যবোধ হিসেবে কাজ করে । এ সব মূল্যবোধের কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে ন্যায়ের ধারণা । অন্যান্য মূল্যবোধগুলোকে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উপাদান বলা যেতে পারে । বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ন্যায় । ন্যায়ের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করতে গেলে সেখানে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয় । ন্যায় কথাটিকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছেন । যেমন - প্লেটো ন্যায়ের এক ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন আবার সাম্প্রতিককালে রলস অন্য ধরনের সংজ্ঞা দিয়েছেন । তাছাড়া ন্যায়ের ধারণা একটি পরিবর্তনশীল ধারণা । সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ন্যায়ের অর্থও পরিবর্তিত হচ্ছে । অতীতে যা ন্যায় ছিল বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে তা অন্যায়ে পরিনত হয়েছে ।

বর্তমান অভিসন্দর্ভটির প্রথম অধ্যায়ে ন্যায়পরতার স্বরূপ এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন দার্শনিকের মত উপস্থাপন করা হয়েছে। এখানে দেখা যায় যে, সভ্যতার অগ্রগতির সাথে তাল রেখে মানুষ সামাজিক কর্মকান্ডকে নৈতিক মানদন্ডের আলোকে ব্যাখ্যা করতে শুরু করেছে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে দার্শনিকদের মধ্যে নীতিদর্শনকে সমাজে বিদ্যমান সমসাময়িক সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই সময় থেকেই ন্যায়পরতার ধারণাকে বিচারমূলক ও বিশ্লেষণী নীতিদর্শনের ধারায় বিবেচনা শুরু হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বণ্টনমূলক ন্যায়ের স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। বন্টনের প্রশ্নটি মূলত অর্থনীতির বিষয়। সম্পদ ও আয়ের সমবন্টনের মাধ্যমে অর্থনেতিক বৈষম্য দূর করাই হচ্ছে বণ্টনমূলক ন্যায়ের মুলকথা। বন্টনমূলক ন্যায়ের কেন্দ্রীয় বিষয় যেহেতু বণ্টন তাই বন্টনের নৈতিক ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়পরতার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বণ্টনমূলক ন্যায়ে ব্যক্তির যৌক্তিক পছন্দের ব্যাপার থাকে। তাই ব্যক্তি স্বাধীনতার ধারণা ও সামাজিক সমতার বিষয়টি বণ্টনমূলক ন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়ে বন্টমূলক ন্যায় সম্পর্কে মার্কসের মত উপস্থাপন করা হয়েছে। মার্কস নিজে বন্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করেছেন কিনা তা নিয়ে মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। তাদের একদল মনে করেন, মার্কসবাদের মধ্যে বণ্টন ন্যায়ের তত্ত্ব রয়েছে। কেউ কেউ আবার মনে করেন, মার্কস নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে কিছু বলেননি। মার্কস যে বণ্টন নীতির কথা বলেছেন তার পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, মার্কসের মধ্যে বণ্টন নৈতিকতার ধারণা বিদ্যমান ছিল।

চতুর্থ অধ্যায়ে বন্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কে রলসের মত তুলে ধরা হয়েছে। সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তার মীমাংসার পথ হিসেবেই তিনি বণ্টনমূলক ন্যায়ের কথা বলেছেন। তিনি ন্যায় সম্পর্কিত চিরায়ত উপযোগবাদী মতবাদকে খন্ডন করেন এবং কান্টের নৈতিক সমতার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে বন্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কে মার্কস ও রলসের মতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। তারা উভয়েই সামাজিক সমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মার্কস বিপ্লবের মাধ্যমে সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। অন্যদিকে রলস নৈতিক সমতার ধারণার সাহায্যে সামাজিক সমতা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তবে তাঁদের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল মানবকল্যাণ।

সমকালীন রাষ্ট্রদর্শনে বণ্টনমূলক ন্যায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। এখানে নৈতিকতার উৎস অনুসন্ধান করে যথার্থ ন্যায়পরতার ধারণার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণের চেষ্টা করা হয়েছে। সাম্প্রতিকালের নীতিদার্শনিকরা সমাজ কাঠামোর বিশ্লেষণের মাধ্যমে সামাজিক দ্বন্দ্বের মীমাংসার যে চিন্তা করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

ভূমিকা এক-দুই

প্রথম অধ্যায়

পৃষ্ঠা নং

ন্যায়ের ধারণা **১-১৯**

১. 'ন্যায়' প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ ১-২

২. নৈতিক দৃষ্টিকোন এবং নৈতিক শিক্ষা ৩-৪

৩. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় ৪-১০

৪. ন্যায়পরতা বিষয়ক কতিপয় দার্শনিক চিন্তা ১১-১৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

বন্টনমূলক ন্যায়ের স্বরূপ **১৯-২৬**

১. বন্টনমূলক ন্যায় ১৯-২২

২. উৎপাদন ও বন্টনের সম্পর্ক ২২-২৪

৩. বন্টনমূলক ন্যায় ও স্বাধীনতার ধারণা ২৪-২৬

তৃতীয় অধ্যায়

বন্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা **২৭-৬৪**

১. বিভিন্ন মার্কসবাদী চিন্তা ২৭

২. চিরায়ত মার্কসবাদীদের মত ২৮-৪২

৩. পশ্চিমা মার্কসবাদীদের মত ৪২-৫৯

৪. মার্কসের নিজস্ব মত ৬০-৬৪

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বন্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কে রলসের মত	**৬৫-৭৫**
১. রলসের বন্টনমূলক ন্যায়তত্ত্ব	৬৫-৬৮
২. ন্যায়পরতার দুটি নীতি	৬৮-৬৯
৩. স্বাধীনতা ও সমতার ধারণা	৬৯-৭১
৪. বন্টনমূলক ন্যায় ও চুক্তিতত্ত্ব	৭১-৭৩
৫. স্বচ্ছতার মানদন্ড হিসেবে ন্যায়পরতা	৭৩-৭৫

পঞ্চম অধ্যায়

তুলনামূলক পর্যালোচনা	**৭৬-৮৬**
১. মতবাদের স্পষ্টতা	৭৬-৭৭
২. নৈতিকতার মানবিক অর্থ	৭৭-৭৯
৩. সমতার ধারণার ভিন্ন অর্থ	৭৯-৮০
৪. মানবিক স্বাধীনতার ধারণা প্রতিষ্ঠা	৮০-৮২
৫. পুঁজিবাদের অবস্থান	৮২-৮৬
গ্রন্থপঞ্জি	**৮৭-৯৩**
প্রবন্ধসমূহ	**৯৪-৯৫**

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ন্যায়ের ধারণা

১.'ন্যায়' প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ

বিষয়বস্তু, চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও স্বরূপগত দিক থেকে ন্যায়পরতার সমস্যাটি বিতর্কিত, দীর্ঘ আলোচিত ও অদ্যাবধি অমীমাংসিত। ন্যায়পরতার সমস্যাটি মূলত ব্যক্তি ও সমাজ এ দুটি অতীব জটিল ও নানাবিধ অর্থে ব্যবহৃত বিষয় থেকে উদ্ভূত এবং এই বলয়েই আবর্তিত। বিতর্কের গতিপ্রকৃতি এখানে বহুধাবিভক্ত ও প্রাসঙ্গিক নানা বিবেচ্য বিষয়ে বিস্তৃত। তবে নৈতিকতার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে আমাদের অনুসৃত ধারনার একটি সাধারণ রেখা শুরু থেকেই উপস্থিত করলে সম্ভাব্য অপ্রাসঙ্গিক উদ্ভূত পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচা যেতে পারে।

নৈতিকতার বিষয়বস্তুকে যদি আমরা 'অবজেক্ট' বলে ধরে নেই, তাহলে অনায়াসে বলা যায়- বাস্তবতার সকল প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ অনুভব ও উপলব্ধি হচ্ছে তার সারার্থ। ব্যবহারিক অর্থে বাস্তবতাকে আমরা প্রকৃত পৃথিবী ও তৎসংলগ্ন সকল মানবীয় অভিজ্ঞতা বলে নির্দেশ করতে পারি। এই অভিজ্ঞতার সীমারেখাকে আরো দীর্ঘায়িত ও বিস্তৃত করা যেতে পারে। সামাজিক সম্পর্কের ফসল হিসেবে যৌক্তিক ও অনিবার্যভাবে ব্যক্তিকে এই অভিজ্ঞতার বাহক বা 'সাবজেক্ট' হিসেবে নির্দেশ করতে হয়। নৈতিক অভিজ্ঞতার বাহক হিসেবে ব্যক্তিকে নির্দেশের সময় তার জটিল অন্তর্গত প্রকৃতির কথা অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। এই জটিল প্রকৃতিতে ব্যক্তির নির্দিষ্ট মনোজৈবিক সংহতি ও তার জৈব সামাজিক সংহতির সাথে সাথে তার সামাজিক সম্পর্কে অংশীদারীত্বের কথাও বলা হচ্ছে। বাস্তবতার সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক যাই হোক না কেন- এই দুইয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের সার্বিক প্রকাশকেই আমরা নৈতিকতা বলে অভিহিত করে থাকি।

নৈতিকতা বা সমাজে গৃহীত সাধারণ নীতিমালা যেহেতু দীর্ঘ সময়ের সামাজিক সম্পর্কের ফসল তাই এর একটি যৌক্তিক চরিত্র আছে। নৈতিকতা সর্বদাই সামাজিকভাবে এক প্রকার যৌথ দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করে থাকে। ব্যক্তির নিজস্ব ভূমিকা দ্বারা এর চরিত্র প্রভাবিত হয় বা। নৈতিকতা প্রধানত ব্যক্তিকে আশ্রয় করে প্রকাশিত হলেও, সামাজিক দায়িত্বের প্রতি ব্যক্তির অসম্মতি জ্ঞাপনের

Dhaka University Institutional Repository

হাতিয়ার হিসেবেও এটি কার্যকরী হতে পারে। আবার অসুন্দর ও অনৈতিক যে অর্থে সমার্থক, সুন্দর ও নৈতিক সে অর্থে অভিন্ন। নৈতিকতার তাৎপর্য হচ্ছে যা কিছু ভাল বা সুন্দর তা গ্রহণ আর যা খারাপ বা অসুন্দর তার প্রত্যাখ্যান।

নৈতিকতা বা নৈতিক ব্যবহারের আদৌ কোন সামাজিক চেহারা আছে কিনা, এক সময় এটাই ছিল তুমুল বিতর্কের বিষয়। কান্টের[১] মতো ভাববাদী চিন্তাবিদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, নৈতিকতার একটি সার্বভৌম ও নিজস্ব চরিত্র আছে। প্রকৃত অর্থেই নৈতিকতার এক প্রকার a prori[২] মৌলতা আছে। প্রতিটি ব্যক্তি নিজেই এই মৌলতা নির্ণয় করে এবং ব্যক্তির নৈতিক ব্যবহারে বাইরের উপাদানের প্রভাব অনুপস্থিত। কান্ট নৈতিকতার সার্বভৌম অস্তিত্বের কথা বললেও, কোনভাবেই তার আপেক্ষিকতার কথা বলেন নি। কার্ণাপ ও আয়ারের মতো আধুনিক নিউপজিটিভিষ্টরা মনে করেন- কোনটি নৈতিক কোনটি অনৈতিক, কোনটি সঠিক কোনটি ভ্রান্ত, এমন কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা যায় না। কারণ কার জন্য নৈতিক বা অনৈতিক- এখানে সে প্রশ্নটি জড়িত। এখানে স্পষ্টভাবেই সামাজিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নৈতিক ব্যবহারের গুণাগুণ নির্ভর করে ফলাফলের সার্বিক মূল্যায়নের উপর। নৈতিক ব্যবহার সর্বদাই একটি ধনাত্মক কার্যকলাপের সমার্থক।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, নৈতিকতা মূলত একটি সামাজিক প্রশ্ন। নৈতিকতাকে কোন শাস্ত্রীয় অর্থে গ্রহণ না করে যদি নিয়মবদ্ধ নীতিমালার অর্থে গ্রহন করা হয় তাহলে দেখা যায় এই ধারণাটির একটি আদর্শগত দিক আছে। এই আদর্শগত দিকটি মুখ্যত শুভ- অশুভ, কল্যাণ-অকল্যাণ, মানবিক-অমানবিক এই জাতীয় সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচিত বিপরীত ফলবাহী প্রশ্নসমূহের সার্বিক মূল্যায়নের চেষ্টা করে। এ প্রশ্নগুলো দৃশ্যতই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ফলাফল হিসেবে সমাজকে অংশত অথবা সর্বতোভাবে প্রভাবিত করে।

---

[১] অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইমানুয়েল কান্ট প্রকৃতিবাদী দাস নৈতিকতা ও মধ্যযুগীয় ঐশ্বরিক নৈতিকতার বিরোধিতা করে বিশুদ্ধ বুদ্ধির ওপর নৈতিকতাকে দাঁড় করান। তিনি মানুষকে উপায় বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে জোরালো উক্তি করেন। 'মানুষ নিজেই নিজের উদ্দেশ্য, কখনোই উপায় নয়' - কান্ট এই যুক্তির মাধ্যমে উদার নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করেন। দ্রষ্টব্যঃ Galvano Della Volpe, *Rousseau and Marx*, (London: Lawrence and wishart, 1987), P.78.

[২] Immanual Kant, *Critique of Pure Reason*, Trans. J.M.D. Mieklejohn, (London: Everyman's Library, 1943), PP. 25-26 & 30-32.

Dhaka University Institutional Repository

২. নৈতিক দৃষ্টিকোন এবং নৈতিক শিক্ষা

নীতিবিদ্যার উদ্দেশ্য নৈতিক শিক্ষা দান নয় । দৈনন্দিন জীবনে মানুষ নানা প্রকারে ও নানা মাধ্যমে কিছু সাধারণ নৈতিক জ্ঞান অর্জন করে থাকে এবং এ জাতীয় শিক্ষা লাভের জন্য নীতিবিদ্যার অধ্যয়ন আদৌ অপরিহার্য, এমনকি প্রয়োজনীয়ও নয়। যুক্তিবিদ্যার কাজ যেমন যুক্তিক্ষমতা অর্পন করা নয়, ঠিক তেমনিভাবে নীতিবিদ্যার কাজও মানুষকে নীতিজ্ঞানে দীক্ষিত করা নয়। যুক্তিবিদ্যার জ্ঞান না থাকলেও মানুষ যেমন তার প্রয়োজনবোধে কর্ম ও আচরণের সপক্ষে যুক্তি প্রয়োগ করার ক্ষমতা রাখে, তেমনি নীতিবিদ্যা বা নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন না করেও মানুষ নীতিবান হওয়ার ক্ষমতা রাখে। কান্ট বলেন, "সৎ ও শুভ , প্রকৃত জ্ঞানী ও সজ্জন হবার জন্য আমাদের কি করা উচিত, তা জানার জন্য বিজ্ঞান বা দর্শনের প্রয়োজন হয় না।"[৩] নীতিবিদ্যার মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে হিতাহিত জ্ঞান দান করা নয়; 'সদা সত্য কথা বলিবে' জাতীয় কোন নৈতিক অনুশাসন প্রনয়ণ করাও নয় ; মানুষ যাতে প্রচলিত নৈতিক অনুশাসন অনুসরণ করে চলে সে বিষয়ে সতর্ক করাও নয়। প্রকৃতপক্ষে, "নীতি বিদ্যার কাজ মানুষের আচরণকে নৈতিক ভাষায় বিচার করা এবং প্রচলিত নীতিবিশ্বাসগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখা , - নীতিজ্ঞান বা হিতোপদেশ দান করা নয় "[৪]

প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, মানুষের আচরণকে 'ভাল', 'ন্যায়', 'অন্যায়' জাতীয় শব্দ প্রয়োগ করে বিচার করা নীতিবিদ্যার কাজ। এ দৃষ্টিকোন থেকে, আইনগত বিচারের সাথে নীতিসংক্রান্ত বিচারের অনেক জায়গায় মিল আছে। যখন কোন মানুষের আচরণকে আমরা নিন্দা করি, তখন আমাদের মনে একটা আদর্শ বা নৈতিক মাপকাঠি বিদ্যমান থাকে, সে আদর্শ যতই অলিখিত বা অস্পষ্ট হোক না কেন, মনে অনুরূপ কোন মাপকাঠি না থাকলে কোন কাজকে বা ব্যক্তিকে ভাল বা মন্দ আখ্যা দেয়া যায় না, কিংবা ন্যায় - অন্যায় বলে বিচার করাও যায় না । তাই নৈতিক ভাষায় মানুষের আচরণের বিচার বা মূল্যায়ন করা ছাড়াও, এ বিচারের পটভূমিকা হিসেবে যে নীতি, আদর্শ ও মৌলিক বিশ্বাস কাজ করে তাদের বর্ণনা ও আলোচনা করাও নীতিবিদ্যার আর একটি দিক। অবশ্য, শুধু যে বিভিন্ন দার্শনিক প্রদত্ত নৈতিক আদর্শের বিশ্লেষণ নীতিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, - তা বলা অন্যায়। প্রচলিত ও সুপরিচিত ভাষায় নীতিবিদ্যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে William Lillie

---

[৩] শেখ আবদুল ওয়াহাব, *কান্টের নীতিদর্শন*, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২) , পৃ. ১৩৬ - ১৩৭

[৪] শেখ আবদুল ওয়াহাব ,*বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন* , (ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬), পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

বলেন,"নীতিবিদ্যা সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণ সম্পর্কীয় মানমূলক এক বিজ্ঞান।"[৫]তাই যদি হয়, তাহলে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আচরণের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নীতিবিদ্যার এক অপরিহার্য আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। চরিত্র, আচরণ, কাজ, ইচ্ছা, এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক, অভিপ্রায়ের সাথে এগুলোর কার্যকারণ সম্পর্ক - এ সমস্তই জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার আলোচ্য বিষয়। এ প্রসঙ্গে A. J. Ayer বলেন, "জ্ঞানের শাখা হিসেবে নীতিবিদ্যাকে মনোবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞানের শাখা থেকে বেশি কিছু নয় বলেই মনে হয়"[৬] তা যদি হয়, তাহলে নীতিবিদ্যাকে দর্শনের একটা শাখা বলে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ থাকে না ; কেননা যে আকারে নীতিবিদ্যা সচরাচর পরিচিত ও যে বিষয়বস্তুর মধ্যে নীতিবিদ্যার আলোচনা সীমিত - সেগুলো একান্তভাবেই বিজ্ঞানমুখী ।

৩. সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়

ন্যায় সম্পর্কিত আলোচনায় দেখা যায় যে, ন্যায়ের একটি আদর্শগত দিক রয়েছে এবং একটি বস্তুগত দিক রয়েছে। আদর্শগত দিকটি হলো মূল্যায়নধর্মী আর বস্তুগত দিকটি সমাজের বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত। রাষ্ট্রীয় আইন বা আইনের শাসনের ধারণার উপর বস্তুগত দিকটি প্রতিষ্ঠিত। এই বস্তুনিষ্ঠ বা বস্তুগত অর্থাৎ বাস্তব দৃষ্টিকোন থেকে যদি ন্যায়কে দেখা হয় তবে ন্যায়ের তিনটি ধারণা পরিলক্ষিত হয় - সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক। এই তিনটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কিত অর্থাৎ একটির আলোচনা করতে গেলে আরেকটির আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবেই চলে আসে। তবে যত ধরনের ন্যায়ের কথাই বলা হোক না কেন তার সবগুলোই সামাজিক ন্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

সামাজিক ন্যায়

ন্যায়পরতার ধারণা মূলত একটি সামাজিক বিষয়। সমাজ বিচ্ছিন্ন বা সমাজ নিরপেক্ষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে নৈতিকতার প্রশ্ন অর্থহীন। রবিনসন ক্রুশোর মত সমাজ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন নৈতিকতার প্রশ্ন আসে না। কুর্ট বেয়ার এর মতে, নৈতিকতা কেবল সমাজের মধ্যেই সম্ভব। তিনি বলেন, "সমাজের বাইরে মানুষের জন্য এসব নিয়ম পালনের, অর্থাৎ নৈতিক হবার কোনো কারণ নেই। অন্যকথায়,

---

[৫] William Lillie, *An Introduction to Ethics*, Mathuen & Co. , London, 1966, PP. 1-2
[৬] A. J. Ayer, *Language ,Truth, and logic*, Victor Golliancz, London, 1964, P. 112

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের বাইরে ভাল ও মন্দের পার্থক্য চোখে পড়ে না।"[৭] জন রলসও ন্যায়পরতার ধারণাকে কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বিবেচনা করেন । রলসের মতে "---আমি ন্যায়পরতাকে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের একটি গুণ হিসেবে বিবেচনা করি---"[৮] ন্যায়পরতার ধারণাকে রলস সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করেন। চার্লস রিড এর মতে, ন্যায়পরতা হলো একটি সামাজিক প্রপঞ্চ, যেখানে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক পরস্পরের সাথে কি ধরণের সম্বন্ধে জড়িত তা বিবেচনা করা হয়। তাই সমাজ ব্যতীত নৈতিকতার প্রসঙ্গটি আসে না ।[৯] W. D. Hudson এর মতে, সমাজ হলেই নৈতিকতার বিষয়টি অনিবার্যভাবে আসে না। তিনি মনে করেন, কুর্ট বেয়ার সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজের জন্য নৈতিকতার প্রয়োজনের কথা বলেন ।[১০] একইভাবে ডেভিড হিউম ন্যায়পরতাকে জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় একটি বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, "--- জনসাধারণের উপযোগীতার দিকটিই ন্যায়পরতার মুখ্য বিষয়---"[১১] এ সকল দার্শনিক চিন্তায় ন্যায়কে সমাজ সম্পর্কিত বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে ।

ন্যায়পরতার মূল বিষয় হলো সমাজে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ককে কতকগুলো নৈতিক মানদন্ডের ভিত্তিতে বিবেচনা করা। সামাজিক ন্যায়ের মূল ব্যাপারটা হলো ব্যক্তি স্বার্থের উপর যৌথ স্বার্থের প্রাধান্য বা ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে সামাজিক স্বার্থকে গুরুত্বপূর্ণ করে দেখা। কাজেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানেই ব্যক্তি স্বার্থের সাথে সমষ্টির স্বার্থের একটি সমন্বয় বা ভারসাম্যাবস্থা থাকা। এখানে সমাজের বৃহত্তর মঙ্গলের জন্য ব্যক্তি স্বার্থের কিছু ছাড় দিতে হয়। সামাজিক ন্যায়ের মধ্যে একেবারে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বার্থ থেকে শুরু করে, সমাজের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, দূর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি যাবতীয় সামাজিক অশুভ দিকগুলো দূর করে সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বার্থ পর্যন্ত রক্ষা করতে হবে। তবে এক্ষেত্রে উন্নত দেশ এবং অনুন্নত দেশের ধারণার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উন্নত দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে সাধারণত ব্যক্তির অধিকার বা সমতাকে বোঝায়। কারণ উন্নত দেশে দূর্ভিক্ষ, দারিদ্র, মহামারী ইত্যাদি বিষয়গুলো নেই বললেই চলে। কিন্তু অনুন্নত দেশে দারিদ্র, নিরক্ষরতা, দূর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদি বিষয় থেকে সমাজকে মুক্ত করা এক বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ। যেকোন অনুন্নত

---

৭ Kurt Baier, "Why Should We Be Moral?" , *Choice and Action*, Charles L. Reid (ed), New York : Macmillian Publishing Co. , Inc. , 1981, P. 20

৮ John Rawls, "Ethics and Social Justice", *Great Traditions in Ethics*, 5th ed., Ethel M. Albert et. Al. (eds.), Belmont : Wadsworth Publishing Company, 1984, P. 367

৯ Charles L. Reid, "Ethics, Society and Individuals", *Choice and Action*, P. 14

১০ W. D. Hudson , *Modern Moral Philosophy*, (London : The Macmillan Press Ltd., 1981), P. 278

১১ Henry D. Aiken (ed) *Hume's Moral and Political Philosophy*, (New york : Hafner Publishing Company, 1984), P. 185

Dhaka University Institutional Repository

বা পশ্চাৎপদ দেশের মূল সমস্যা হচ্ছে দুর্বল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। কাজেই এইসব দেশে সামাজিক ন্যায়বিচার হলো এসব বিপর্যয় থেকে সমাজকে মুক্ত করা। অর্থাৎ অনুন্নত দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে যে বৈষম্য বা অসমতা বিদ্যমান তা দূর করাই সামাজিক ন্যায়ের ধারণার অন্তর্ভূক্ত। কাজেই সমাজের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য আছে অর্থাৎ পুঁজি গুটিকতক লোকের হাতে কুক্ষিগত-এই ধরনের অর্থনৈতিক শোষণ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে। কাজেই সামাজিক ন্যায়ের ধারণা আমাদেরকে একটি কল্যাণমূলক সমাজ বা রাষ্ট্রের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে ।

এই সামাজিক ন্যায়ের ধারণা সমাজতন্ত্রের মধ্যে অর্থাৎ কার্ল মার্কস এর চিন্তায় দেখা যায়। মার্কস অবশ্য ন্যায় কথাটি ব্যবহার করেননি। পরবর্তীতে এই কল্যাণমূলক সমাজের ধারণা উদারপন্থীদের মতবাদ হিসেবে পরিচিতি পায়। সাম্প্রতিককালে এদেরকে নব্য উদারপন্থী বলা হয়। রলস এর ন্যায়তত্ত্বে এই ধরনের কল্যানমূলক রাষ্ট্রের ধারণা পাওয়া যায়। তবে উন্নত বিশ্বের সমান অধিকারের ধারণা এবং সামাজিক ন্যায়ের ধারণার মধ্যে এক ধরনের বিরোধ দেখা যায় বলে অনেকে মনে করেন। A. M. Maclead তাঁর "Equality of opportunity, some ambiguities in the ideal" প্রবন্ধে সামাজিক ন্যায়ের সমালোচনা করে বলেন, সুযোগের সমতার যে ধারণা তার মধ্যে দ্ব্যর্থকতা রয়েছে। তিনি মনে করেন, সুবিধা মানে হলো কোন কিছু করার, হওয়ার বা পাওয়ার সুবিধা। অর্থাৎ এমানে ব্যক্তিস্বার্থ জড়িত। কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থের কারণে কেউ যদি কিছু পেতে চায় বা হতে চায় তাহলে অবশ্যই অন্যের ক্ষতি হবে এবং এক্ষেত্রে কিছুতেই সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়।

আবার F. A. Hayek তাঁর Law, Legislation and Liberty গ্রন্থে বলেন, সমতা ব্যাপারটির প্রধান সমস্যা হলো মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিক পার্থক্য রয়েছে। এই প্রাকৃতিক পার্থক্যের কারণেই এক এক জন মানুষ এক এক ধরনের কাজ করবে এবং পৃথক পৃথক সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে। কাজেই প্রাকৃতিক পার্থক্যকে যদি আমরা স্বীকার করি তাহলে সামাজিক ন্যায়ের ধারণা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়ের ধারণা অর্থবহ হয়। কিন্তু একটি উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়ের ধারণা অর্থহীন। কারণ উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত নয়। কাজেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা ব্যক্তিস্বার্থে পরিচালিত যে ব্যবস্থা সেখানে সামাজিক ন্যায় অর্থহীন।

Dhaka University Institutional Repository

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, Maclead এবং Hayek এই দুইজন নেতিবাচক উদারপন্থীই সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে গ্রহণ করেননি। তারা প্রধানত সমাজতন্ত্রকে আক্রমন করেছেন। সমাজতন্ত্রের মূল বক্তব্য হলো ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে সমষ্টির স্বার্থ। অর্থাৎ সামাজিক মুক্তির জন্য সমষ্টির স্বার্থ ব্যক্তিস্বার্থের উর্দ্ধে থাকবে। কাজেই রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতা চলে যাবে বা সমাজটা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হবে। নেতিবাচক উদারপন্থীরা এই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ধারণার বিরোধিতা করেছেন। তারা মনে করেন, এই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত সর্বাত্মকবাদী ব্যবস্থা তৈরি করবে যেখানে রাষ্ট্র ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করবে। আবার সাম্প্রতিককালের একজন রাষ্ট্র দার্শনিক Robert Nozic ও এই ধরনের সমালোচনা করেছেন । তাঁদের মতে, রাষ্ট্রই সবকিছুর নিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় থাকলে সেখানে ব্যক্তির স্বকীয়তা বলে কিছু থাকে না। এই কারণেই তারা সামাজিক ন্যায়ের ধারণাকে গ্রহণ করতে চাননি।

অর্থনৈতিক ন্যায়

সামাজিক ন্যায়ের ধারণাই অর্থনৈতিক ন্যায়ের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত অশুভ বা খারাপ দিক রয়েছে সেগুলো দূর করাই হলো অর্থনৈতিক ন্যায়ের মূল লক্ষ্য। তবে সামাজিক ন্যায়ের অশুভ দিকগুলোই হলো অর্থনৈতিক ন্যয়ের অশুভ দিক। সুতরাং অর্থনৈতিক ন্যায় হলো সামাজিক ন্যায়ের একটি অনুসিদ্ধান্ত। অর্থনৈতিক ন্যায় বলতে শোষণ থেকে মুক্তি এবং জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টনকে বোঝায়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ন্যায় হলো অর্থনীতির মধ্যে যে সমস্ত অশুভ দিক রয়েছে সেগুলো অপসারণ বা দূর করা। যেমন পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিক শ্রেণীর শোষণই হলো অর্থনৈতিক অশুভ দিক এবং এই ধরনের অর্থনৈতিক অশুভ দিকগুলোকে দূর করাই হলো অর্থনৈতিক ন্যায়।

আবার আজকের দিনে স্বাধীনতার ধারণাটি কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়, অর্থনৈতিক ধারণা হিসেবেও এটি পরিচিতি লাভ করেছে। কারণ আজকের যুগে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থহীন। অর্থাৎ আমার মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যদি স্বাধীনতা না থাকে বা সম্পদ ভোগ করার স্বাধীনতা না থাকে, তবে ঐ স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই। এ জন্যই আজকের যুগে স্বাধীনতার ব্যাপারটি কেবলমাত্র রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত নয়, অর্থনীতির সাথেও সম্পর্কিত। কাজেই অর্থনৈতিক ন্যায় মানেই হলো অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা বা প্রতিষ্ঠা করা।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বলতে বোঝায় অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে বৈষম্য আছে তা দূর করা। মানুষে মানুষে যে অর্থনৈতিক পার্থক্য রয়েছে সেই পার্থক্য দূর করাই হলো অর্থনৈতিক ন্যায়ের মূল কথা। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ন্যায়ের ধারণার মধ্যে সাধারণের কল্যান বা মঙ্গল নিহিত রয়েছে এবং মানুষের কল্যান এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া সম্ভব নয়। এ জন্যই সাধারণ মানুষের কল্যানের জন্য জাতীয় অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত বা পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে। জাতীয় অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত বা পুনর্বিন্যস্ত করার অর্থ হলো জাতীয় সম্পদের সুষম বন্টনের ব্যবস্থা করা যাতে সেখানে মানুষে মানুষে অর্থনীতির ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে তা কমে আসে।

অর্থনৈতিক ন্যায়ের ধারণাটি সমাজতন্ত্রের মধ্যেই প্রথম আসে। অবশ্য যারা সমাজতন্ত্রের ধারক ও বাহক তারা প্রচলিত অর্থে ন্যায়ের ধারণাকে বা নৈতিকতাকে গ্রহণ করেন না। তারা মনে করেন, প্রচলিত নৈতিকতা হচ্ছে মানুষে মানুষে যে বৈষম্যমূলক বা শোষণমূলক ব্যবস্থা সমাজে বিদ্যমান আছে সেই ব্যবস্থাকে বজায় রাখার জন্য কিছু কিছু আদর্শ সমাজের মধ্যে প্রচলন করা। এই ধরনের আদর্শ সংস্কারধর্মী। এ ধরনের আদর্শ হচ্ছে কতগুলো ন্যায় অন্যায়ের ধারণা যেগুলো প্রচলিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত কতগুলো মূল্যবোধ। এজন্য তারা এগুলো বর্জন করেছেন। কিন্তু তারপরেও লক্ষ্যনীয় যে, সমাজতন্ত্রের ধারণার মধ্যে অর্থনৈতিক ন্যায়ের ধারণাটি মূলত অর্থনৈতিক কারণে। ফলে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মধ্যে শ্রেণীতে শ্রেণীতে যে বৈষম্য বা রাজনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বৈষম্য তৈরী হয়েছে সেটা রোধ করার জন্য একটি বন্টনমূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। কিন্তু যারা ব্যক্তিগত সম্পদের মালিক তারা এই কাজে হাত দিবে না। তাই এই সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তন করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে যার যার যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং সেই অনুযায়ী ভোগ করবে। এভাবেই বন্টনের প্রশ্নটি আসে।

তবে সাম্প্রতিককালের যে সমস্ত রাষ্ট্র দার্শনিক বা অর্থনৈতিক চিন্তাবিদ রয়েছেন তারা এক ধরনের কল্যানমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। আর এই কল্যানমূলক রাষ্ট্রের কথা যারা বলেন তারাও অর্থনৈতিক ন্যায়ের প্রশ্নটি নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ কেবলমাত্র সমাজতন্ত্র নয়, পরবর্তীকালে নব্য উদারতাবাদী বা কল্যানমূলক রাষ্ট্রের পক্ষে যে সমস্ত চিন্তাবিদ ছিলেন তারাও এই ধরনের অর্থনৈতিক ন্যায়ের কথা বলেছেন যদিও তারা উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে কথা বলেছেন। তবে ন্যায়ের ক্ষেত্রে নব্য উদারতাবাদী ও মার্কসবাদীদের চিন্তার মধ্যে পার্থক্য আছে। যারা নব্য

Dhaka University Institutional Repository

উদারতাবাদী তারা সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা রাখতে চান। Hobbes, Locke, Rousseau, Mill – এই ধরনের চিরায়ত উদারতাবাদী চিন্তাবিদদের মতে, ব্যক্তি মালিকানা থাকবে এবং সেখানে কিছু বাধ্যবাধকতা থাকবে। কিন্তু মার্কসবাদীরা সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে চান। ব্যক্তি মালিকানার জায়গায় সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সেখানে নতুন এক ধরনের ব্যবস্থার কথা আসবে এবং সেটা হলো বিপ্লবের মাধ্যমে সমতাভিত্তিক নতুন সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। মার্কসবাদী চিন্তা অনুযায়ী, অর্থনৈতিক ন্যায় তখনই প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব যখন সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ ঘটবে এবং সেখানে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর উদারতাবাদীদের মতে, অর্থনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই যখন সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানা থাকবে এবং জনগনের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে কিছু কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকবে রাষ্ট্রের হাতে।

তবে মার্কসবাদী এবং উদারতাবাদী উভয় ধরনের চিন্তার ক্ষেত্রেই কিছু অন্তর্নিহিত দুর্বলতার কথা বলা হয়ে থাকে। যেমন উদারতাবাদীরা বলেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে এবং সেখানে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ যদি থাকে তবে সেখানে ব্যক্তি অধিকার কিছুটা হলেও ক্ষুন্ন হয়। ফলে এটি গণতান্ত্রিক সমাজের মূলনীতি বিরোধী হয়ে যায়। আবার মার্কসবাদীরা বন্টনের যে সূত্র দিয়েছেন তার সমালোচনা করে অনেকে বলেন, যদি বলা হয় প্রত্যেকে তার কাজ অনুযায়ী পাবে তাহলে যে কাজ করবে সে পাবে আর যে কাজ করতে পারবে না বা কাজ করতে অক্ষম সে পাবে না। এই বিষয়টিকে তারা অমানবিক বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে ব্যাপারটি তা নয়। কারণ সমাজতন্ত্রের চূড়ান্ত পর্যায়ে প্রত্যেকে কাজ করবে যোগ্যতা অনুযায়ী এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রই মানুষের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।

রাজনৈতিক ন্যায়

রাজনৈতিক ন্যায়ের মূলকথা হলো একটা উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি অঙ্গীকার। রাজনৈতিক ন্যায় বলতে বোঝায় রাজনীতির ক্ষেত্রে অবাধ ও নিরপেক্ষ অংশগ্রহণ। যেমন, নির্বাচনে যে ভোটাধিকারের কথা বলা হয়- প্রত্যেক ব্যক্তির ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা বা গনতান্ত্রিক অধিকার আছে। কেউ চাপিয়ে দেবে না, কেউ আরোপ করবে না এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের যে ব্যাপার সেটাই হলো ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অধিকার। ব্যক্তির যে রাজনৈতিক অধিকার এবং রাজনীতির প্রতিটি ক্ষেত্রে তার স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ করার অধিকারটা প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানেই হচ্ছে

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। যেহেতু আমরা জানি, উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানে হচ্ছে জনগণের সরকার অর্থাৎ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এখানে সরকার গঠন করবে এবং এইভাবে জনগণের আশা-আকাংখা, জনগণের চিন্তা-চেতনা প্রতিফলিত হবে এই প্রতিনিধিদের দ্বারা। ফলে এখানে রাষ্ট্রীয় যে নীতি তা নির্ধারিত হবে জনগণের মত অনুযায়ী অর্থাৎ প্রতিটি ব্যক্তির এখানে রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। এই যে ব্যক্তির রাজনৈতিক মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠিত হওয়া মানেই হচ্ছে রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া। রাজনৈতিক ন্যায় বলতে বোঝায় ব্যক্তি অধিকার, ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির মত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্যক্তির রাজনৈতিক অধিকার হলো রাজনৈতিক ন্যায়ের মূল কথা। এখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষণ করা। ব্যক্তির অধিকার সংরক্ষিত হলেই আমরা বলবো যে, রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ব্যক্তির অধিকার বা ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্নটি থাকে বলে রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির একটা দায়িত্ব থাকে। এখানে রাষ্ট্রের যেকোন বিষয়ে ব্যক্তির অসন্তোষ প্রকাশ করার বা প্রতিবাদ করার অধিকার যেমন রয়েছে, তেমনিভাবে রাষ্ট্রের কিছু কিছু ব্যাপারে তার দায়িত্বও রয়েছে। যেমন, অনেক দেশে বিরোধী দল কোন একটা ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভ করে, এটা তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। আবার রাষ্ট্রের প্রতি প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কিছু দায়-দায়িত্বও আছে। রাষ্ট্রের সংবিধানের প্রতি তাদের অনুগত থাকতে হবে। ব্যক্তি অধিকার, স্বাধীনতা, কর্তব্য - এগুলো রাজনৈতিক ন্যায়ের বিষয়। একটা উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে রাজনৈতিক ন্যায়ের মূল লক্ষ্য। আর উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানে হচ্ছে যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা, ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠা করার ব্যবস্থা আছে। উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে সাম্য, স্বাধীনতা, মানবাধিকার এই বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠা করা এবং রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা। যদি রাষ্ট্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই আমরা বলবো যে, সেখানে রাজনৈতিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসলে রাজনৈতিক ন্যায় মূলত উদারপন্থীদের ন্যায়। মার্কসবাদীরা কেবলমাত্র রাজনৈতিক ন্যায়ের কথা না বলে এর সাথে সাথে অর্থনৈতিক ন্যায়ের কথাও বলেন। আমার রাজনৈতিক স্বাধীনতা আছে কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নেই, অর্থাৎ সম্পদের ক্ষেত্রে কোন অধিকার নেই - তাহলে সেই স্বাধীনতার কোন মূল্য নেই।

Dhaka University Institutional Repository

৪. ন্যায়পরতা বিষয়ক কতিপয় দার্শনিক চিন্তা

দার্শনিক চিন্তাচেতনার সাথে ন্যায়ের ধারণাটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিভিন্ন দার্শনিক স্ব স্ব দৃষ্টিকোন থেকে ন্যায়পরতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। ন্যায়পরতা বিষয়ক বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা পর্যালোচনা করলে সেগুলোর প্রত্যেকটিতেই তৎকালীন সমাজব্যবস্থার চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠে। সমাজে বিদ্যমান ক্রিয়াশীল ধারণা এবং সেগুলোর যথার্থতা মূল্যায়ন সব দার্শনিকের চিন্তায়ই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। নিম্নে কতিপয় দার্শনিকের ন্যায়পরতার ধারণা তুলে ধরা হলো -

প্লেটোর ধারণা

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর *রিপাবলিক* গ্রন্থ হতে ন্যায়পরতা বিষয়ক তাঁর মত সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। ন্যায়পরতা বিষয়ক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সমাজের মানুষকে তিনটি শ্রেনীতে ভাগ করেছেন - শাসক, সৈন্যবাহিনী ও উৎপাদক। এই বিভাজনের মানদন্ড হিসেবে তিনি গ্রহন করেছিলেন জ্ঞান, সাহস ও সংযমকে। কারও দ্বারা অন্যের কোন কাজে হস্তক্ষেপ না করাকেই তিনি ন্যায় বলে মনে করেন। তিনি বলেন, "প্রকৃতি যাকে যে কাজের জন্য উত্তমরূপে তৈরি করেছে সে সেই কাজই সম্পাদন করবে। আমি বলব ঃ এই নীতিই হচ্ছে ন্যায়।"[১২] তিনি যথার্থ ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর মতে, যথার্থ ন্যায়ভিত্তিক সমাজের শাসনকর্তা হবেন তিনিই যিনি প্রজ্ঞার আলোকে শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করবেন। তৎকালীন গ্রীক নগররাষ্ট্রে অর্ধেকেরও বেশি মানুষ ছিল দাস। তাদের কোন প্রকার রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। প্রকৃতপক্ষে, প্লেটো দাস ব্যবস্থাকে একটি নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন। দাস সমাজে বিদ্যমান শ্রম বিভাজনকে প্লেটো তার ন্যায়তত্ত্বে যৌক্তিক মর্যাদা দেয়ার চেষ্টা করেন। প্লেটো বলেন, "প্রত্যেক নাগরিক আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করে, অপরের কর্তব্যে হস্তক্ষেপ করে না-শ্রমের সেই বিভাগ ন্যায়েরই প্রতিরূপ।"[১৩] তৎকালীন দাস ভিত্তিক সমাজে বিদ্যমান শ্রম-বিভাজন নীতিকে প্লেটো যেভাবে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমান করার চেষ্টা করেছেন, তাতে মনে হয় তিনি তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে দিয়ে শাসক শ্রেণীর রাজনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ক্রসম্যান (Crossman) বলেন, প্লেটোকে আমরা আইওনীয় মুক্ত চিন্তার বিরূদ্ধে দাস শোষণের সংকীর্ণতাবাদী

---

[১২] *প্লেটোর রিপাবলিক*, সরদার ফজলুল করিম অনূদিত, (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ঢাকা, ১৯৮৮), পৃ. ২০৬
[১৩] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩

Dhaka University Institutional Repository

ধ্বংসোন্মুখ নগররাষ্ট্রের শাসক শ্রেণীর স্বার্থে একটি রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।"[১৪] প্লেটোর চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি আগে থেকেই মানুষের মধ্যে কতগুলো প্রাকৃতিক বৈষম্য ধরে নিয়ে দাস সমাজকে যৌক্তিকতা দিতে চেয়েছেন। দাস সমাজ ব্যবস্থার নৈতিক ভিত্তির কথা বলে তিনি সে ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ভলকভ বলেন, "নৈতিক গুণাবলীকে প্লেটো দাস সমাজ ব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা রক্ষার নিশ্চয়তা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন---"[১৫] ন্যায়পরতার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্লেটো পদ্ধতিগতভাবে ব্যক্তির গুণাবলীকে ভিত্তি করে সমাজ ও ইতিহাসে প্রবেশ করেন। ন্যায়পরতার ধারণার উৎসকে তিনি আত্মগতভাবে ব্যক্তির মধ্যে খুঁজেন এবং ন্যায়কে মানুষের অন্তরের ব্যাপার, তার যথার্থ আত্মার ব্যাপার[১৬] বলে মনে করেন। প্রকৃতপক্ষে, প্লেটোর ন্যায়পরতার ধারণা ছিল দাস-মালিক শ্রেণীর পক্ষের নৈতিকতা। সুতরাং বলা যেতে পারে, প্লেটো ন্যায়পরতার যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন তা একান্ত ই আত্মগত ও প্রাকৃতিক।

এরিস্টটলের ধারণা

এরিস্টটল তাঁর *পলিটিকস্* এবং *Nicomachean Ethics* এ ন্যায়পরতা বিষয়ক তাঁর মত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। *পলিটিকস্* গ্রন্থে বিবৃত ন্যয়পরতার ধারণায় তিনি দাস সমাজকে যৌক্তিকতা প্রদান করতে গিয়ে উত্তমের শাসনের কথা বলেন। দাস ব্যবস্থাকে তিনি অন্যান্য প্রাকৃতিক নিয়মের ন্যায় একটি স্বাভাবিক ব্যাপার বলে মনে করেন। এরিস্টটলের মতে,"... কারুর আদেশ দান করা উচিত এবং অপর কারুর আদেশ মান্য করা উচিত --- বস্তুত: কতগুলি সৃষ্টি জন্ম থেকেই এভাবে বিভক্ত : এদের এক অংশ শাসনের জন্য, অপর অংশ শাসিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট।"[১৭] এরিস্টটল শাসক শ্রেণীকে সমাজের উত্তম শ্রেণী এবং নারী ও দাস শ্রেণীকে অধম হিসেবে অভিহিত করেছেন। নারী ও দাসদের কোন স্বাধীন সত্তার কথা তিনি স্বীকার করেননি। প্রকৃতির দোহাই দিয়ে স্বাধীন নাগরিক থেকে দাস শ্রেণীকে পৃথক করতে গিয়ে তিনি বলেন, "--- প্রকৃতি স্বাধীন নাগরিকের দেহ দাসের দেহ থেকে পৃথকভাবে গঠন করেছে।"[১৮] এরিস্টটল মনে করেন, সমাজের কিছু মানুষ জন্মায় সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে আর কিছু মানুষ জন্মায় দাস হয়ে। এটা সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক ব্যাপার। দাস

---

[১৪] R. H. S. Crossman, *Plato Today,* (London : George Allen & Unwin Ltd., 1963), P. 84
[১৫] F. M. Volkov, et. Al. (eds), *Ethics,* (Moscow : Progress Publishers, 1989), p. 11
[১৬] *প্লেটোর রিপাবলিক*, পৃ. ২২৩
[১৭] *এরিস্টটলের পলিটিকস্* , অনুবাদ, সরদার ফজলুল করিম, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩), পৃ. ১৩
[১৮] *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

শ্রেণীকে তিনি 'কর্ম সম্পাদনী হাতিয়ার' বলে বিবেচনা করেন। সম্পদ সংগ্রহের উপায় হিসেবে লুণ্ঠন ও যুদ্ধের মাধ্যমে দাস শিকারকে তিনি প্রকৃতি নির্দিষ্ট ন্যায় যুদ্ধ বলে মনে করেন। এরিস্টটলের মতে, প্রকৃতি নির্দিষ্ট ভিন্নতা অনুযায়ী রাজনৈতিক ক্ষমতা, সামাজিক মর্যাদা ও সুযোগের যথার্থ বন্টনই হচ্ছে ন্যায়পরতা এবং উত্তমের শাসনই যথার্থ ন্যায়। প্রাকৃতিকভাবে স্বাধীন নাগরিক, পরিবারগত আভিজাত্য, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক কর্তৃত্ব, নীতি নির্ধারণী অবস্থান - এ সবকেই এরিস্টটল দেখেছেন উত্তম নাগরিকের বৈশিষ্ট্য হিসেবে।

Nicomachean Ethics এ এরিস্টটল যে ন্যায়পরতার কথা বলেছেন তা *পলিটিকস* গ্রন্থে বর্ণিত ন্যায়পরতার ধারণা থেকে ভিন্ন নয়। এরিস্টটল বলেন, "--- ন্যায়পরতা হচ্ছে সদগুণের সর্বোচ্চ পর্যায় --- ন্যায়পরতা হচ্ছে একমাত্র গুণ যেখানে অন্যের ভাল-মন্দের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়, কারণ এটি অন্যের সাথে সম্পর্কিত, এখানে দেখা হয় কিসে অন্যের ভাল হয়, তা শাসকেরই হোক বা সমাজের সাধারণ সদস্যের হোক।"[১৯] এরিস্টটল সুখকেই ন্যায়পরতার ভিত্তি হিসেবে দেখেন। তাঁর মতে, ন্যায়পরতা হলো তাই যা সুখ প্রদান করে।[২০] এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আমি আমার 'নীতিকথায়' যে ন্যায়কে ব্যাখ্যা করেছি তার সঙ্গে এই ন্যায় অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত নীতি হচ্ছে এক, অর্থাৎ ন্যায় মানুষের সাথে সম্পর্কিত এবং সমানের জন্য সমান সমতা থাকতে হবে"[২১] সমাজের সবাইকে অবশ্য তিনি সমান বলে মনে করেননি। কারন তিনি মনে করেন, সমাজের কিছু মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বাধীন আর কিছু মানুষ দাস হিসেবে জন্মায়। তিনি কেবল সমানের জন্য সমান নীতি অনুসরণের কথা বলেন। অর্থাৎ তাঁর মতে, যারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর তাদের নীতিও হবে ভিন্ন ভিন্ন, আর সমশ্রেণীভুক্তদের জন্য যেকোন নীতি সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। ন্যায়পরতার আলোচনা করতে গিয়ে এরিস্টটল মানুষের মধ্যে যে প্রাকৃতিক ভিন্নতার কথা বলেছেন, তার ভিত্তিতে তিনি আসলে তৎকালীন সমাজে বিদ্যমান শ্রম বিভাজন নীতিকেই ন্যায্যতা প্রদান করতে চেয়েছেন। মানব প্রকৃতির প্রাকৃতিক ভিন্নতার যুক্তি দিয়ে তিনি দাস সমাজ ব্যবস্থাকে নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। প্রাকৃতিক কারণে মানুষে মানুষে গুনাবলীর পার্থক্য আছে এ যুক্তি দিয়ে দাস ব্যবস্থার সমর্থনে এরিস্টটল নৈতিকতাকে শাসক শ্রেণীর পক্ষে ব্যবহার করেছেন। প্লেটোর

---

[১৯] Aristotle, *Nicomachean Ethics,* Trans, Trence Irwing, (Indiana : Hackett Publishing Company Inc,1985), P. 119

[২০] *Ibid,* P. 118

[২১] *এরিস্টটলের পলিটিকস্* , অনুবাদ, সরদার ফজলুল করিম, (ঢাকা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩), পৃ. ১৩৪

Dhaka University Institutional Repository

মতোই এরিস্টটল ব্যক্তির গুনাবলী থেকে সমাজ ইতিহাসে প্রবেশ করেন এবং সামাজিক সম্পর্ককে প্রতিষ্ঠিত করতে চান ন্যায়পরতার ভিত্তিতে।

হিউমের ধারণা

হিউম ন্যায়পরতাকে ব্যক্তির স্বাধীনতা ও অনিবার্যতার সাথে বিশেষভাবে সঙ্গতিপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছেন। হিউম মনে করেন, মানুষের কোন কাজের নৈতিক মূল্যায়নের জন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা অপরিহার্য বিষয়। প্রকৃতির রাজ্যে কার্য ও কারণের মধ্যে যে নিয়মানুবর্তিতা দেখা যায়, মানুষের আচরণের ক্ষেত্রেও সে নিয়মানুবর্তিতার কথা অস্বীকার করা যায় না। হিউমের মতে, যেখানে কর্মের স্বাধীনতা নেই সেখানে মানুষের আচরণের কোনো নৈতিক গুণও নেই ; আর এ আচরণকে প্রশংসা বা নিন্দা করারও কোনো প্রশ্ন উঠে না। নৈতিকতার মর্যাদা লাভ করতে হলে যেকোন কর্ম বা আচরণকে ব্যক্তির অন্তর্চরিত্র, চিন্তাবেগ ও ভাবাবেগ থেকে উদ্ভূত হতে হবে।[২২] হিউম বলেন, ন্যায়পরতা অনুভূতির কোন ব্যাপার নয়, এটা একান্তভাবেই বুদ্ধিদীপ্ত। বুদ্ধি একটি বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক ব্যাপার; কর্মের সাথে এর কোন যোগ নেই। মানব আচরণকে প্রভাবিত করা বুদ্ধির কাজ নয়। হব্‌সের মতো হিউম মনে করেন যে, নৈতিকতা মনের স্বাভাবিক অবস্থা নয়, কৃত্তিম অবস্থা। সেজন্য ন্যায়পরতার ধারণা বুদ্ধি দ্বারা নয়, সাময়িক পরিস্থিতি ও সামাজিক প্রথা দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। সামাজিক পরিস্থিতি মানুষের মনে এক ধরনের স্বার্থ চিন্তার সৃষ্টি করে এবং এ স্বার্থ সংরক্ষণের লক্ষ্যে মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রথার প্রচলন হয়। হিউম বলেন, আত্মস্বার্থের প্রয়োজনেই মানুষ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলে এবং আত্মস্বার্থই ক্রমশ জনস্বার্থের রূপ লাভ করে। আত্মস্বার্থ ও জনস্বার্থের মধ্যে যখনই বিরোধ দেখা দেয়, তখনই বন্টনের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। হিউমের মতে, পরার্থপরতা ও ন্যায়পরতাকে মানুষ অনুমোদন করে এজন্য যে, এর কারণেই মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়।

কান্টের ধারণা

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট মনে করেন, ব্যবহারিক বুদ্ধি থেকেই যাবতীয় নৈতিক কর্মকান্ডের উৎপত্তি হয় । তিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধির উপর ন্যায়পরতাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর ন্যায়পরতার ধারণায় প্রকৃতিবাদী দাস নৈতিকতা এবং মধ্যযুগীয় ঐশ্বরিক নৈতিকতার

---

[২২] David Hume, *Essayes moral, political and Literary*, Vol. 3&4, (ed.) T. H. Green and T.H. Grose, (Aalen : Scientia Verlag, 1964).

Dhaka University Institutional Repository

বিরোধিতা করেন। কান্ট মনে করেন, যথার্থ নৈতিক আচরণ একটি সার্বিক সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সূত্রের নির্দেশ এরকম : "এমন নিয়মানুসারে কাজ কর, যে নিয়মকে তুমি একটি সার্বজনীন নিয়মে পরিণত করতে ইচ্ছা করতে পার ।"[২৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তির আধিপত্য ও বুর্জোয়া সমাজের স্বাধীন ব্যক্তির ধারণা দ্বারা কান্ট প্রভাবিত ছিলেন এবং উদারনৈতিক গনতন্ত্রকে তিনি সমর্থন করতেন। ব্যক্তি স্বার্থের জন্য একজন মানুষ আরেকজনকে উপায় হিসেবে ব্যবহার করবে, তিনি এ ধারণার বিরোধী ছিলেন। 'মানুষ নিজেই নিজের উদ্দেশ্য কখনই উপায় নয়', কান্ট এই যুক্তির মাধ্যমে উদার-নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করেন।[২৪] কর্তব্যের বশবর্তী হয়ে কর্ম সম্পাদনকেই কান্ট নৈতিক বলে বিবেচনা করেন। কান্ট বলেন, কোন কাজের পেছনে সদিচ্ছা না থাকলে সে কাজকে কর্তব্য বোধ ও যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলা যায় না। সদিচ্ছাকেই তিনি নৈতিকতার প্রাণকেন্দ্র বলে মনে করতেন। ব্যক্তি-ভিত্তিক কর্মনীতির পরিবর্তে কান্ট সার্বজনীন নৈতিকতার কথা বলেন। কান্ট মনে করেন, বুদ্ধি থেকেই সার্বজনীন নৈতিকতার উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার কোন ভূমিকা নেই। বিশুদ্ধ বুদ্ধির মাধ্যমেই সার্বজনীন নৈতিক আইন তৈরি করা সম্ভব বলে তিনি মনে করেন। কান্ট বলেন, "--- যুক্তিবৃত্তির মধ্যেই যাবতীয় নৈতিক ভাবের উৎস ও উৎপত্তি, এবং নৈতিক ভাব ও সত্যগুলি একান্ত ভাবেই অভিজ্ঞতামুক্ত।"[২৫] মানুষে মানুষে প্রাকৃতিক পার্থক্যের কথা বলে প্লেটো ও এরিস্টটল যে ধরনের ন্যায়পরতার কথা বলেন কান্ট তা প্রত্যাখ্যান করেন। কান্ট ইচ্ছার আত্মনিয়ন্ত্রণকে নৈতিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ ও নৈতিকতার সামগ্রিক গঠনকে স্বাধীনতার ধারণার উপর দাঁড় করান। কোন কার্যকারণ সম্পর্ক এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। স্বাধীনতা বাহ্যিক কোন নিয়ন্ত্রণকারী ব্যতিরেকেই কার্যকরী হতে পারে বলে তিনি মনে করেন। কান্ট মানুষের স্বাধীনতাকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন এবং যুক্তি দিয়েই ন্যায়পরতাকে আবিষ্কার ও বাস্তবায়ন করতে চান।

বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে কান্ট নৈতিকতার যে অভিজ্ঞতাপূর্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা একান্তই আত্মগত। কান্টের উদ্দেশ্য ছিল, সব যুগের, সব মানুষের এবং সব অবস্থার পক্ষে উপযোগী নৈতিকতার প্রচার। তিনি যে সার্বজনীন নৈতিক আইনের কথা বলেছেন বাস্তবে তা প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কারণ মানব সমাজের ইতিহাসে বিভিন্ন সময়ে নৈতিকতা বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার

---

[২৩] *Metaphysics of Morals,* P. 48, (trans. Abbot, Kant's Theory of Ethics, 5th ed. , P. 39)
[২৪] Galvano Della Volpe, *Rousseau and Marx,* (London : Lawrence and Wishart, 1987), P. 78
[২৫] *কান্টের নীতিদর্শন,* শেখ আবদুল ওয়াহাব অনূদিত, পৃ. ২২০

Dhaka University Institutional Repository

সমাজে যেহেতু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাস সেহেতু সবাই একই সার্বজনীন নৈতিকতার অনুসারী হতে পারে না। শ্রেণী বিভক্তির কারনে তাদের স্বার্থ ও নৈতিকতা পৃথক পৃথক। বাস্তবে প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি পেশা, প্রতিটি শ্রেণী, প্রতিটি সমাজের নিজস্ব নৈতিক আদর্শ রয়েছে। কান্ট বাস্তব ইতিহাস বিবেচনায় না এনেই নৈতিকতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। নৈতিকতাকে বাস্তবতার আলোকে না দেখে তিনি নৈতিকতার উৎস অনুসন্ধান করেছেন। অভিজ্ঞতার জগৎকে তিনি তাঁর নীতি অধিবিদ্যায় নাকচ করে দেন। এ কারণেই কান্টের নৈতিকতা বুদ্ধি ও যুক্তির জগতে সীমাবদ্ধ এবং তা বাস্তব ফল প্রদানে অক্ষম ।

হেগেলের ধারণা

হেগেল *The Philosophy of Right* গ্রন্থে ন্যায়পরতা বিষয়ক তাঁর মত তুলে ধরেন। তিনি ইতিহাসকে চিন্তার যৌক্তিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেন।[২৬] নৈতিকতাকে বাস্তব ইতিহাসে রূপায়ণের ক্ষেত্রে তিনি নৈতিক স্বাধীনতার সামাজিক বাস্তবায়নের কথা বলেন। অধিকার দর্শনের অলোচনায় হেগেল অধিকারের ধারণাগত ও বাস্তব মূর্তায়ন-এ দুটি দিককে একত্রে অধিকার বিষয়ক দার্শনিক বিজ্ঞানের কাজ হিসেবে চিহ্নিত করে বলেন, "দার্শনিক নীতিবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো অধিকারের ধারণা অর্থাৎ অধিকারের ধারণার সাথে সাথে তার বাস্তবায়ন।"[২৭] হেগেল নৈতিকতার প্রত্যয়গত দিকের চেয়ে এর সামাজিক ও বস্তুগত দিকের উপর গুরুত্ব দেন। হেগেলের মতে, নৈতিকতা বা অধিকারের মর্মবস্তু হলো স্বাধীনতা। তিনি স্বাধীনতার বাস্তবায়নকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। এ কারণে তিনি মনে করেন, মালিকানার মধ্য দিয়েই বিমূর্ত স্বাধীনতা বাস্তব হয়ে উঠে। হেগেল বলেন, মানুষ বস্তুকে নিজের করে না পেলে স্বাধীনতাকে বাস্তব করে তুলতে পারে না। কোন কিছুকে মানুষ যখন নিজের করে পায় তখনই আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি ঘটে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, অধিকারের বিষয় হলো বস্তু এবং বস্তুর উপর মানুষের অধিকার। বস্তুর উপর অধিকার বাস্তবায়ন সম্পত্তির আকারেই ঘটে। এ কারণেই হেগেল বলেন, "--- অধিকারের চরম বাস্তবতা যেটাকে মানুষ অন্য সবকিছুর উর্দ্ধে স্থান দেয় তা হলো সম্পদ, যা কিনা অধিকারের সর্বোত্তম মানদন্ড।"[২৮] হেগেল বস্তুর উপর ব্যক্তির প্রত্যক্ষ অধিকারের কথা বলেন। কারণ এভাবেই কেবল বিমূর্ত স্বাধীনতা বাস্তবতা

---

[২৬] G. W. F. Hegel, *The Philosophy of History*, (Chicago : William Benton Publisher, Encyclopaedia Britannica, 1952), Vol. 46, PP. 156-157

[২৭] G. W. F. Hegel, *The Philosophy of Right*, trans, T. M. Knox, (Chicago: William Benton Publisher, Encyclopaedia Britannica, 1952), Vol. 46, PP. 9

[২৮] *Ibid*, P. 23

Dhaka University Institutional Repository

পায়। তাঁর মতে, অধিকার বাস্তবায়িত হয় ব্যক্তিগত মালিকানার মধ্য দিয়ে। কাজেই সম্পত্তি হচ্ছে ব্যক্তির স্বাধীনতাকে বাস্তবে রূপায়নের প্রথম ধাপ। কিন্তু ইচ্ছা প্রথমত একজন ব্যক্তির ইচ্ছা, তাই এটা হলো একক ইচ্ছা। হেগেলের মতে, সম্পত্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তির লক্ষ্য হলো একক ইচ্ছা এবং সে কারণে সম্পত্তি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে বাধ্য। ব্যক্তিগত ইচ্ছা, অধিকার, স্বাধীনতা, পরিতৃপ্তি প্রভৃতি কথা বলে হেগেল মূলত ব্যক্তিগত মালিকানাকে ন্যায্যতা দিতে চেয়েছেন। নৈতিক জীবন বলতে তিনি স্বাধীনতার বিকাশকে বুঝিয়েছেন, যে স্বাধীনতার বিকাশ ঘটে আত্মসচেনতার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। তিনি বলেন, এ বিকাশ ঘটে পর্যায়ক্রমে।

হেগেল বাস্তব ইতিহাসে চিন্তার মূর্তায়নের প্রথম স্তর হিসেবে দেখেন পরিবারকে। সন্তান উৎপাদন ও বিকাশের মধ্যে দিয়ে একটা পরিবার অস্তিত্ব হারায় এবং গঠিত হয় নতুন পরিবার। দ্বিতীয় স্তরে নাগরিক সমাজে ব্যক্তি পরিবারের গন্ডি পেরিয়ে সামাজিক সম্পর্কে আসে এবং প্রভিযোগিতায় লিপ্ত হয়। প্রতিযোগিতামূলক ব্যক্তিস্বার্থ দ্বারা এই নাগরিক সমাজ পরিচালিত হয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার এবং তা অর্জনের জন্য তীব্র প্রতিযোগিতার ফলে সমাজে স্বাধীনতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। স্বার্থপরতা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা থেকে সৃষ্ট নৈরাজ্যের কারণে সমাজে কোন যৌক্তিক ও সার্বজনীন নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। এ কারণে হেগেল ব্যক্তিস্বার্থ ও প্রতিযোগিতার সম্পর্কের উর্ধ্বে অবস্থানরত প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাষ্ট্রের কথা বলেন। তিনি বলেন, নাগরিক সমাজ নিজেই নিজের লক্ষ্য হতে পারে না। কারণ ব্যক্তিস্বার্থকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের অবসান নাগরিক সমাজে সম্ভব হয় না। তাঁর মতে, কেবল রাষ্ট্রেই যুক্তির মাধ্যমে সবকিছুকে বিচার করা সম্ভব এবং এখানেই আমরা সবকিছুর একটা সমন্বিত রূপ পাই। কাজেই রাষ্ট্রেই নৈতিক চিন্তার বাস্তবায়ন সম্ভব। হেগেল বলেন, "নৈতিক ধারণাবলীর বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্র হচ্ছে রাষ্ট্র--- রাষ্ট্র হচ্ছে পরমভাবে যৌক্তিক ---"[২৯]

Herbert Marcuse হেগেলের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, "---হেগেল তাঁর অধিকার কেন্দ্রিক নীতিচিন্তায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাকে একটা আধিবিদ্যক ন্যায্যতা প্রদান করতে চেয়েছেন।"[৩০] হেগেল আসলে পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিগত মালিকানার ধারণাকে একটি নৈতিক ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চেয়েছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় স্বার্থের দ্বন্দ্বকে নাগরিক সমাজ কাঠামোর

---

[২৯] *Ibid*, P. 80

[৩০] Herbert Marcuse, *Reason and Revolution*, 2nd ed. (London: Routledge & Kegan Paul, 1986), P. 189

Dhaka University Institutional Repository

মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করে তিনি বিরোধ নিরসনের উপায় হিসেবে শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে নৈতিক মর্যাদা দিতে চেয়েছেন। তিনি নৈতিকতার ধারণার ভিত্তি হিসেবে ধরে নেন চিন্তা ও স্বাধীনতার ধারণাকে এবং চেতনার ধারণার মাধ্যমে সমাজ ইতিহাসে প্রবেশ করেন। তাই হেগেলের নৈতিক চিন্তার পদ্ধতি ভাববাদী। হেগেল মূলতঃ তাঁর অধিকার কেন্দ্রিক ন্যায়পরতার ধারণায় পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা, আত্মস্বার্থের কারণে সামাজিক বিরোধ এবং এ সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বকে ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন।

ন্যায়পরতা বিষয়ক উপরোক্ত আলোচনার আলোকে আমরা বলতে পারি যে, একটি নির্দিষ্ট সময় থেকে ন্যায়ের ধারণা বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্ককে নৈতিক মর্যাদা দিতে চেয়েছে। ফলে তা তৎকালীন সমাজের আধিপত্যশীল শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করে। প্লেটো এবং এরিস্টটল তাদের ন্যায়পরতার ধারণায় দাস সমাজে বিদ্যমান দাস-মালিক সম্পর্ককেই নৈতিক ন্যায্যতা দিতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস বলেন, "রাষ্ট্রের উৎপাদনমূলক নীতিস্বরূপ, প্লেটোর *রিপাবলিক* - এ যতটুকু শ্রম বিভাজন আলোচিত হয়েছে, তা মিসরীয় বর্ণ প্রথারই এথেন্সীয় ভাবরূপ ---"[৩১] কান্ট ব্যক্তির স্বাধীনতার ধারণাকে রূপদান করেছেন তার ন্যায়পরতা বিষয়ক মতবাদে। হেগেল আত্মস্বার্থ কেন্দ্রিক পুঁজিবাদী সমাজের ব্যক্তি মালিকানার ধারণাকে নৈতিক আধিবিদ্যক ন্যায্যতা দিতে চেয়েছেন। হেগেল নাগরিক সমাজে বিদ্যমান বিরোধের নৈতিক সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছেন নৈতিক ভাবের বাস্তব রূপায়ন হিসেবে কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রে। ন্যায়পরতা বিষয়ক বিভিন্ন দার্শনিক চিন্তা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁরা নৈতিকতার যথার্থ উৎসকে বিবেচনা না করেই, ন্যায়পরতার ধারণা দিয়ে সামাজিক সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। প্লেটো ও এরিস্টটল যেভাবে মানুষের প্রাকৃতিক ভিন্নতার কথা বলেন, পদ্ধতিগতভাবে তা প্রকৃতিবাদী আত্মকেন্দ্রিকতা। হিউম নৈতিকতাকে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর নির্ভরশীল করে তুলেছেন। কান্ট বিশুদ্ধ যুক্তি থেকে উৎপাদিত যে ন্যায়ের কথা বলেন তা বিমূর্ত, যুক্তিবাদী ও অপ্রায়োগিক। হেগেল চিন্তা ও স্বাধীনতার ধারণা থেকে নৈতিকতার উদ্ভবের কথা বলেন। এ কথা স্পষ্ট যে, গতানুগতিক চিন্তায় দার্শনিকেরা উৎপাদন সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে ন্যায়পরতার ধারণা গঠন করেননি। তাঁরা ন্যায়পরতার ধারণা দিয়ে সামাজিক বাস্তবতাকে নির্ধারণ করতে চেয়েছেন এবং নৈতিকতাকে সমাজ উৎস নিরপেক্ষ একটি স্বাধীন বিষয় হিসেবে বিবেচনা করেন। সুতরাং বলা যেতে পারে, ন্যায়পরতার ধারণা সমাজের আধিপত্যশীল শ্রেণীর ধারণা যা সমাজের বাস্তব অবস্থাকে আড়াল করে বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত বলে দাবি করেছে।

---

[৩১] কার্ল মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড - ১, অংশ - ১, (মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮), পৃ. ৪৫১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়
বন্টনমূলক ন্যায়ের স্বরূপ

১.বন্টনমূলক ন্যায়

সমাজের একটি কেন্দ্রীয় নৈতিক অবধারণ হচ্ছে ন্যায়। মানুষের কাজের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে গিয়ে দর্শন ও নীতিশাস্ত্রে বিভিন্ন ধরনের তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। বন্টনমূলক ন্যায়তত্ত্ব এমনি একটি তত্ত্ব। বন্টনমূলক ন্যায় হচ্ছে এক ধরনের ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক ন্যায়। সম্পদ এবং আয়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে, জাতিতে-জাতিতে এক ধরনের বৈষম্য তৈরি হয়। এই বৈষম্য দূর করার জন্য সমবন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এটি করতে হবে ব্যবহারিকভাবে। বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণার উদ্ভব হয় তখনই যখন কতিপয় সত্তার উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধিতা দেখা যায়। এ সত্তা ব্যাক্তিসত্তা হতে পারে, আবার সামাজিক সত্তাও হতে পারে।

এরিস্টটল হচ্ছেন প্রথম দার্শনিক যার রাষ্ট্রচিন্তা ও নৈতিকতার ধারণার মধ্যে বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণা পাওয়া যায়। খুব স্পষ্টভাবে না হলেও তাঁর চিন্তার মধ্যে সম্পদ ও আয়ের সমবন্টনের ধারণা রয়েছে। এরিস্টটল তাঁর *Nicomachean Ethics*[১]- এ ন্যায়কে ব্যাপক ও সংকীর্ণ দুটি অর্থে ব্যবহার করেন এবং এর বহু ধরনের অর্থ ও ব্যবহার দেখান। সুখকেই তিনি ন্যায়পরতার ভিত্তি বলে মনে করেন। তাঁর মতে, ন্যায়পরতা তাই যা সুখ প্রদান করে। তিনি ন্যায়পরতার বহু ধরনের ব্যবহার দেখিয়েছেন। যেমন- সমতা হিসেবে ন্যায়, সমবন্টন হিসেবে ন্যায়, আইনসম্মত হিসেবে ন্যায়, গুণ বা যোগ্যতা অনুযায়ী প্রাপ্তি হিসেবে ন্যায় ও করণীয় অনুযায়ী প্রাপ্তি হিসেবে ন্যায় ইত্যাদি। বৃহত্তর অর্থে এগুলোকে অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বলা যায়।

এরিস্টটল *Nicomachean Ethies* এর পঞ্চম পুস্তকে ন্যায়পরতাকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করেছেন- বন্টনমূলক-ন্যায় ও প্রতিশোধমূলক-ন্যায়।[২] বন্টনমূলক ন্যায় বলতে তিনি সামাজিক সম্প্রদায়ের মধ্যে লভ্য সুযোগ-সুবিধা বন্টনকে বুঝিয়েছেন। প্রতিশোধমূলক ন্যায় বলতে তিনি

---

[১] Aristotle, *Nicomachean Ethics*, Trans. Trence Irwing, (Indiana: Hackett Publishing Company Inc. 1985), P. 119

[২] Aristatle, *Nicomachean Ethics*, A commentary by H.H Joachim (ed) D.A. REES, (Oxford, the clerendon Press, 1962.), P. 136.

Dhaka University Institutional Repository

আঘাত কিংবা অন্যায় বিনিময়ের প্রতিবিধানকে বুঝিয়েছেন। এরিস্টটলের এই বিভাজনকে কেন্দ্র করেই ন্যায়পরতার প্রধান দুটি ভাগ বর্তমান সময় পর্যন্ত চলে আসছে। একটি হলো বন্টনকেন্দ্রিক সামাজিক ন্যায়পরতা, যার দ্বারা সমাজের মধ্যে বসবাসকারী ব্যক্তিসমূহের দায়িত্ব পালন ও লভ্য সুবিধার বন্টনকে বোঝায়। অপরদিকে আইনগত-ন্যায়পরতা, বা অন্যায় ক্রিয়ার প্রতিবিধান হিসেবে শাস্তির সাথে সম্পর্কিত।

আমাদের আলোচ্য বিষয় বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণা। এই বন্টনমূলক ন্যায়কে কেন্দ্র করেই সামাজিক ন্যায়পরতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত। এর মূল বিষয় হলো দায়িত্ব পালন বা কাজ অনুযায়ী লভ্য সুবিধার বন্টন। এ প্রসঙ্গে ক্যাম্পবেল বলেন, " ...সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সুযোগ-সুবিধা ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতাসমূহের সুসম বন্টনের মধ্যে দিয়েই ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠিত ..."[৩] ফ্রাঙ্কেনা মনে করেন, বন্টন ন্যায়পরতা হলো ভাল ও মন্দের ন্যায়সঙ্গত বন্টন।[৪] ন্যায়পরতা সম্পর্কে যে বিভিন্ন ধরনের মানদন্ডের কথা বলা হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে- ১. গুণ বা যোগ্যতা, ২. মানব সত্তাকে সমতার ভিত্তিতে বিবেচনা করে ভাল ও মন্দের সম-বন্টন, ৩. প্রয়োজন অথবা সামর্থ্যের অথবা উভয়ের ভিত্তিতে জনসাধারণকে বিবেচনা করা। একইভাবে হেয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়ের ভিত্তি হিসেবে লভ্য ফলাফল ও ক্ষতির ন্যায্য বন্টনকেই বুঝেছেন।[৫] বন্টনমূলক ন্যায়ের কেন্দ্রীয় বিষয় যেহেতু বন্টন তাই বন্টনের নৈতিক ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়পরতার প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বন্টনের এই নৈতিক ভিত্তিই বন্টনকে একটি নৈতিক প্রসঙ্গে হিসেবে উপস্থাপিত করে এবং এ জন্যই তাকে একটি নৈতিক সমস্যা হিসেবে বিবেচনায় নিতে হয়।

বন্টনমূলক ন্যায়ের কেন্দ্রীয় অবস্থানে রয়েছে অর্থনৈতিক ন্যায়। কারণ বন্টনের প্রশ্নটি হলো অর্থনীতির প্রশ্ন। কাজেই সম্পদ ও আয়ের সমবন্টনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করাই হচ্ছে বন্টনমূলক ন্যায়ের মূলকথা। যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী, পণ্য বা সেবা দুষ্প্রাপ্য এবং যা পরস্পর বিরোধী আকাঙ্খার জন্ম দেয় সেগুলোর সুষম বন্টনের ব্যবস্থাটিই হলো বন্টনমূলক ন্যায়। বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণাটি আবার Variables এর সাথে যুক্ত। Variables বলতে এখানে পরিবর্তনশীল দ্রব্যকে বোঝায়। পরিবর্তনশীল দ্রব্যগুলো আবার দুই ধরনের। যথা- প্রত্যক্ষ পরিবর্তনশীল দ্রব্য ও পরোক্ষ

---

[৩] Tom Campbell, *Justice*, (Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1988), P.19
[৪] W.K Frankena, *Ethics*, P.49
[৫] R.M. Hare, *Moral Thinking*, (London: Clarendon Press, 1981), P. 161.

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তনশীল দ্রব্য। প্রত্যক্ষ পরিবর্তনশীল দ্রব্য হলো সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে নৈতিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনশীল দ্রব্য। অর্থ্যাৎ নৈতিক মূল্যায়ন প্রত্যক্ষভাবে যেসব পরিবর্তনশীল দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল সেগুলোকে বলা হয় প্রত্যক্ষ পরিবর্তনশীল দ্রব্য বা নৈতিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনশীল দ্রব্য সামগ্রী। আর বন্টনমূলক ন্যায় সরাসরি নৈতিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনশীল দ্রব্যের সাথে সম্পর্কিত। এ প্রসঙ্গে S.C. Kolm বলেন, " বন্টনমূলক ন্যায়ের পক্ষে যুক্তি দিয়ে বলা যায় যে, এটি পুরোপুরিভাবে পরিবর্তনশীল দ্রব্যের প্রকৃতি দ্বারা বৈশিষ্টমন্ডিত, এগুলো মনে হয় সরাসরিই নৈতিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক।"[৬] অর্থ্যাৎ বন্টনমূলক ন্যায় নির্ধারিত হয় প্রত্যক্ষভাবে নৈতিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনশীল দ্রব্যের প্রকৃতি দ্বারা। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে নৈতিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনশীল দ্রব্য বন্টনমূলক ন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। প্রত্যক্ষ পরিবর্তনশীল দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য যেসব পরিবর্তনশীল দ্রব্য, যা পরোক্ষভাবে নৈতিক মূল্যায়নের উপর নির্ভরশীল সেগুলো হলো পরোক্ষ পরিবর্তনশীল দ্রব্য। প্রত্যক্ষভাবে নৈতিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনশীল দ্রব্যগুলো অবিরোধমূলক অথবা সমান- এ দুই ধরনের হতে পারে।

যেখানে কোন বিরোধিতা থাকবে না সেটা হলো অবিরোধমূলক। অবিরোধমূলক পরিবর্তনশীল দ্রব্যগুলো আবার দুই ধরনের হতে পারে। প্রথমত, অবিরোধমূলক বলতে আমরা বুঝি এমন অবস্থা যেখানে কোন পরস্পরবিরোধী স্বার্থের উদ্ভব ঘটে না বা পরস্পর বিরোধিতার দ্বন্দ্ব থাকে না। কাজেই আমরা বলতে পারি, কোন ব্যক্তি বা কোন সামাজিক সত্তা বা কোন গোষ্ঠীকে কোন একটি বা একাধিক উপকরণ বেশি দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, অন্যকে তার থেকে বঞ্চিত করা বা অন্যকে কম দেওয়া। যেমন- ব্যক্তিস্বাধীনতা, নাগরিক অধিকার, প্রার্থনা বা উপাসনা করার অধিকার, স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার, সম্পত্তি অধিকারে থাকা বা রাখা, ভোট দেওয়া- এগুলো একজনকে বেশি দেওয়া মানে অন্যদেরকে কম দেওয়া নয়। দ্বিতীয়ত- প্রত্যক্ষভাবে নৈতিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনশীল দ্রব্যগুলো যে কেবলমাত্র ব্যক্তি সত্তার ক্ষেত্রেই থাকে তা নয়, এর একটি সামাজিক লক্ষ্য বা একটি সার্বিক লক্ষ্য থাকে। জাতীয় ক্ষমতা, সামাজিক কল্যাণ- এই ধারণাগুলোর একটি সার্বিক লক্ষ্য থাকে। কাজেই প্রত্যক্ষভাবে নৈতিক দিক থেকে প্রাসঙ্গিক পরিবর্তনশীল দ্রব্য কেবলমাত্র ব্যক্তিসত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, সার্বিক লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও এগুলো প্রযোজ্য। আর সমতার ধারণাটি হলো যৌক্তিক ধারণার অনুরূপ। অর্থ্যাৎ এখানে সমতার ধারণাটি যৌক্তিকতার ক্ষেত্রে

---

[৬] Distributive Justice', *A Companion to Contemporary Political Philosophy*, (ed) R.E. Goodin and P. Pettit P.438

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতার মূল্য আরোপ করে বা সমতার ধারণা কাজ করে যৌক্তিকতার একটি শর্ত হিসেবে। যেমন- আমাদের সামনে অনেকগুলো বই আছে। এগুলো থেকে আমাদের প্রত্যেককে একটি করে বেছে নিতে হবে। এই বেছে নেবার ক্ষেত্রে প্রত্যেকের পছন্দের পেছনে এক ধরনের যৌক্তিকতা কাজ করে। ব্যক্তির সামনে যখন অনেকগুলো বিকল্প থাকে তখন সে সেগুলো থেকে তার পছন্দ ও প্রয়োজন অনুযায়ী একটি বেছে নেবে এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সমতার ধারণাটি কাজ করে ব্যক্তির যৌক্তিক পছন্দের শর্ত হিসেবে।

২.উৎপাদন ও বন্টনের সম্পর্ক

সাধারণত বন্টন বলতে বোঝায় সম্পদের ভাগাভাগি। এই ভাগাভাগির ক্ষেত্রে অবশ্যই কোন নীতি বা মানদন্ড অথবা কোন পূর্বনির্ধারিত চুক্তি কাজ করে। বন্টন প্রক্রিয়ার যেকোন পর্যায়ে যেকোন ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে পারে। কাজেই সেক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবে পুনর্বন্টনের কথাটি চলে আসে। অর্থ্যাৎ যে কাজটি পূর্বে যথাযথভাবে করা হয়নি তা পুনরায় করতে হবে। কোন বন্টন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপিত হলে সেখানে বন্টনের নীতি বিবেচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হয়। এখন প্রশ্ন হলো বন্টনের নীতিটি কি বা বন্টনের নীতিটি কিভাবে নির্ধারিত হয়। বন্টনের নীতি বিভিন্নভাবে নির্ধারিত হতে পারে। প্রাথমিকভাবে সম্পদ বা উৎপাদিত দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত তারা সম্মিলিতভাবে বন্টনের একটি নীতি নির্ধারণ করে নেয়। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যায়, অন্যদের গৃহীত নীতি অনুসরণ করতে। এভাবে কিছু কিছু নীতি মানদন্ডের রূপ লাভ করে।

'বন্টন' বলতে বোঝায় উৎপাদিত দ্রব্যের যে অংশ ব্যক্তির ভাগে পড়ে অর্থাৎ উৎপাদিত দ্রব্য ব্যক্তির মধ্যে যেভাবে ভাগাভাগি হয় তাই বন্টন। বন্টন সেই সম্পর্ক প্রকাশ করে যার অধীনে মূল্যমানের দিক থেকে নতুন উৎপাদিত দ্রব্য উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে জড়িতদের মাঝে বন্টিত হয়। এ ক্ষেত্রে দুই ধরনের বন্টনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। উৎপাদনের উপায়সমূহের বন্টন এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বন্টন। প্রথমটি উৎপাদনের প্রাকৃতিক পূর্বশর্তের বিতরণ আর দ্বিতীয়টি তার বাস্তবায়ন। এ দুটি পরস্পর নির্ভরশীল। সমাজে কিভাবে বন্টন সম্পর্ক প্রণীত হয় সে বিষয়টি নিয়ে অর্থনীতিবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। প্রুধো এবং হের ইউজেন ডুরিং প্রমূখ বন্টনকে উৎপাদন থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিষয় বলে মনে করতেন। প্রুধো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে উৎকৃষ্ট মনে করতেন। ডুরিং

Dhaka University Institutional Repository

মনে করতেন, যে কোন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় উৎপাদন ও বন্টনকে একেবারে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে বিরাজমান সমস্যাকে তিনি বন্টনের অন্তর্নিহিত বিরোধ বলে মনে করেছেন। উৎপাদন থেকে বন্টনকে বিচ্ছিন্ন করে বন্টনের মধ্যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিরাজমান সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করার জন্য মরিস ডব প্রুধোকে বন্টনবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[৭]

বন্টনকে উৎপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটা পদ্ধতিগত পার্থক্যকে নির্দেশ করে। প্রুধো এবং ডুরিং এর অর্থনীতির পদ্ধতিকে এঙ্গেলস রাজনৈতিক অর্থনীতি হিসেবে দেখেন। তিনি মনে করেন, রাজনৈতিক অর্থনীতি মর্মগতভাবে ঐতিহাসিক বিজ্ঞান, যেখানে একটা ঐতিহাসিক কালপর্বের নিয়ম আয়ত্ত্ব করার মধ্য দিয়ে তার যাবতীয় দিকগুলোকে বিবেচনা করা হয়।[৮] মার্কস ও এঙ্গেল্‌স তাঁদের রাজনৈতিক অর্থনীতিতে উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ-এগুলোর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করে দেখেননি। মার্কস বন্টনকে উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত একটি পর্যায় হিসেবে দেখেন।

সকল উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তি সমাজের অভ্যন্তরে থেকে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক রূপের মধ্য দিয়ে প্রকৃতিকে আত্মস্থ করে। উৎপাদনের মাধ্যমে মানুষ তার প্রয়োজন অনুযায়ী প্রকৃতিকে রূপান্তর করার চেষ্টা করে। তার উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ব্যক্তির অংশীদারিত্ব নির্ধারণ করে বন্টন। বন্টনে প্রাপ্যকে বদলানোর মাধ্যম হলো বিনিময় এবং শেষ পর্যায়ে ব্যক্তি তার উৎপাদিত দ্রব্যকে ভোগ করার মধ্য দিয়ে তার আকাঙ্খাকে চরিতার্থ করে। উৎপাদন হলো প্রক্রিয়ার সূচনা আর ভোগ হলো শেষ পর্যায়। বন্টন ও বিনিময় হচ্ছে মধ্যবর্তী পর্যায়। উৎপাদন ও ভোগের মধ্যে মধ্যস্থতা করে বন্টন। কাজেই উৎপাদন ও বন্টন একটি অপরটি থেকে আলাদা নয়। উৎপাদন ও বন্টন পরস্পর সম্পর্কিত। এরা একই সামগ্রিকতার মধ্যে বিরাজমান। কিন্তু তাই বলে এ দুটি একই বিষয় নয়।

উৎপাদিত দ্রব্যের উপর ব্যক্তির প্রাপ্যতা নির্ভর করে অন্যান্য ব্যক্তির সাথে তার সামাজিক সম্পর্কের উপর। বিদ্যমান সামাজিক প্রথা অনুযায়ী প্রাপ্য নির্ধারিত হয়। এভাবে বন্টন উৎপাদক ও উৎপাদিত দ্রব্য এবং উৎপাদন ও ভোগের মাঝখানে প্রবেশ করে। এটা হলো উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্কের বর্ণনামূলক ব্যাখ্যা যা নৈতিক মূল্যায়নমূলক বা আদর্শিক অবস্থান নয়। উৎপাদন প্রক্রিয়ায়

---

[৭] Maurice Dobb, *Theories of Value and Distribution Since Adam Smith*, (New Delhi : Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1978), P. 140

[৮] Engels, *Anti-Duhring*, (Peking: Foreign Language press, 1976), P.186

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনে শ্রম যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বন্টনে শ্রমের সেই বৈশিষ্ট্যেরই আবির্ভাব ঘটে বন্টন-বৈশিষ্ট্য নিয়ে। শ্রম যদি নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ না করে তাহলে উৎপন্ন দ্রব্যে শ্রমের অংশীদারিত্ব সঠিকভাবে আবির্ভূত হয় না। কাজেই উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির অংশগ্রহণের রূপের উপরই নির্ভর করে বন্টনের ধরন। উৎপাদন কেবল নিজের উপরই নয়, সেই সাথে বিপরীতবাচক সংজ্ঞা অনুযায়ী অন্য সকল মুহূর্তগুলোর উপর তার নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। উৎপাদনে যে ধরন অনুযায়ী শ্রম নিয়োজিত হয় এবং যে উৎপাদন সম্পর্ক এতে করে প্রণীত হয় বন্টনে তারই প্রকাশ ঘটে। উৎপাদনের রূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে তার অনিবার্য ফল হিসেবে উৎপাদন সম্পর্ক ও বন্টনের রূপ বদলে যায়।

উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে ভোগ পর্যন্ত যে পর্যায়গুলো রয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উৎপাদনের রূপ। বন্টন কোনভাবেই উৎপাদন ও বিনিময়ের পরোক্ষ ফল নয়। বন্টন একই সাথে উৎপাদন ও বিনিময়ের উপর প্রতিক্রিয়া করে। প্রতিটি নতুন উৎপাদন পদ্ধতির আগমনের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বিনিময়ের মধ্যেই যে কেবল অসামঞ্জস্যতা দেখা যায় তা নয়, পুরাতন বন্টন ব্যবস্থার মধ্যেও অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়। ফলে উৎপাদন ও বিনিময়ের সাথে বন্টনের বিরোধ তৈরী হয়। বন্টনের মধ্যে বিরোধের ফলে বিদ্যমান উৎপাদন ব্যবস্থা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। বন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বা নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার আগমনের ক্ষেত্রে তার একটা প্রগতিশীল ও বিকাশমান চরিত্র থাকলেও যারা বিদ্যমান বন্টন ব্যবস্থা থেকে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তারা এই পরিবর্তনের পক্ষে। কাজেই বন্টনের মধ্যে যদি শ্রেণীর অবস্থানের বিষয়টি বিবেচনা করা হয় তবে সে বন্টন ব্যবস্থা সার্বজনীন বন্টন নৈতিকতার মানদন্ডে উত্তীর্ন হতে ব্যর্থ হয়। এ থেকে বলা যায়, বন্টন সব সময় উৎপাদনের সাথে সহগামী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় না। উৎপাদনের সাথে বন্টনের বিরোধ ঘটে আবার বন্টনের মধ্যেও বিরোধ দেখা যায়। বন্টনবাদীরা বন্টনের উপর অধিকতর গুরুত্ব দিলেও বন্টনকে উৎপাদনের রূপ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবার কোন যো নেই। কেননা বন্টনেই উৎপাদন সম্পর্কের পরিণত প্রকাশ ঘটলেও উৎপাদনের রূপই বন্টনের রূপ নির্ধারণ করে।

৩.বন্টনমূলক ন্যায় ও স্বাধীনতার ধারণা

বন্টনমূলক ন্যায়ের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম বিষয় হলো স্বাধীনতার ধারণা। আমরা আগেই দেখেছি যে, বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণা সামাজিক সত্তা এবং এর উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সামাজিক সত্তা

Dhaka University Institutional Repository

বলতে মূলত বুঝানো হয় ব্যক্তিসত্তা বা কর্তা যারা কার্য সম্পাদন করে এবং যাদের ইচ্ছা আছে। এখানে আমরা কয়েকটি বিশেষ ধারণা পাই- ইচ্ছা, কাজ এবং কর্তা। ইচ্ছা বলতে মূলত অভিপ্রায়কে বোঝায় যা কর্তার কিছু কিছু কাজকে প্রভাবিত করতে পারে। কাজ বলতে বোঝায় সেই ঐচ্ছিক ক্রিয়াকে যা একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়। কর্তার কাজের পিছনে যত বেশি ইচ্ছা থাকবে সেই কাজের স্বাধীনতা তত বেশি থাকবে। কাজেই যে কাজের পিছনে ইচ্ছা আছে বা অভিপ্রায় আছে সেটাকেই আমরা কাজ বা ক্রিয়া বলতে পারি। কাজের ক্ষেত্রে মানুষ কতটা স্বাধীন তা কেবল ইচ্ছা দ্বারা নির্ধারিত হয় না, তা কাজের ধারাবাহিকতা দ্বারাও নির্ধারণ করা হয়। কাজেই স্বাধীনতার ধারণার সাথে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ধারণা অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অর্থাৎ স্বাধীনতার ধারণা থাকা মানেই হচ্ছে সেখানে কাজটি ঐচ্ছিকভাবে হতে হবে। তবে কাজের ক্ষেত্রে মানুষ কতটা স্বাধীন তা নির্ধারিত হয় কেবলমাত্র ঐচ্ছিক ক্রিয়া দিয়ে নয়, সেখানে আরো কিছু বাধা-বিপত্তি থাকে এবং এই বাধা বিপত্তিগুলো স্বাধীনতার ধারণাকে প্রভাবিত করে। এই বাধা বিপত্তিগুলো দূর করে কিভাবে স্বাধীনভাবে কর্তা কার্য সম্পাদন করতে পারে তা অনেকটা নির্ভর করে কর্তার কাজের উদ্দেশ্যের উপর।

কর্তার কাজের উদ্দেশ্য চূড়ান্ত হতে পারে, আবার অন্তর্বর্তীকালীন হতে পারে। ব্যক্তি বা কর্তার চূড়ান্ত বা পরম উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই সুখ, অভাবপুরণ, আত্মতৃপ্তি, মহৎজীবন, পূর্ণতা ইত্যাদি। এগুলো কর্তার একেবারে চূড়ান্ত বা পরম উদ্দেশ্য। এখানে স্বাধীনতাকে মূল্য দেয়া হয় মূলতঃ কর্তার চূড়ান্ত বা পরম উদ্দেশ্যের উপায় হিসেবে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্বাধীনতা কাজ করে কর্তার পরম লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে। অন্তর্বর্তীকালীন লক্ষ্যও অনেক সময় উপায় হিসেবে কাজ করে। যেমন- সামাজিক ক্ষমতা, পর্যাপ্ত আয়, সম্পদের মালিকানা- এগুলো ব্যক্তির আত্ম-পূর্ণতার নির্ণায়ক। এই ক্ষমতাগুলো যখন সে ব্যবহার করে তখন এগুলো অন্তর্বর্তীকালীন প্রয়োজন হিসেবে কাজ করে। কর্তার চূড়ান্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপায় হলো স্বাধীনতা। এখানে স্বাধীনতার তিনটি বিশেষ দিকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে-কাজ, উপায় এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য। কাজ মানেই তা কোন না কোন কিছু প্রাপ্তির উপায় হিসেবে ব্যবহার করা। উপায় হলো কর্তার অন্তর্নিহিত ক্ষমতা এবং তার বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি। সামাজিক অবস্থান বা সামাজিক ক্ষমতা, বলপ্রয়োগের ক্ষমতা, জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে অন্য কোন কর্তার কাজকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা প্রভৃতি কর্তার কাজের ক্ষেত্রে উপায় হিসেবে কাজ করে। যেহেতু এক্ষেত্রে বাহ্যিক বলপ্রয়োগের একটি দিক আছে সেহেতু এখানে

Dhaka University Institutional Repository

আমরা কিছু কিছু বাধা-বিপত্তি দেখতে পাই। আর কর্তার কাজের লক্ষ্য হচ্ছে চূড়ান্তভাবে কোন কিছু পাওয়া বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন।

ব্যক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে আমরা কতকগুলো বাধার সম্মুখীন হতে পারি। যেমন- কাজের উপায় সহজপ্রাপ্য না হতে পারে, কাজ এবং উপায় আছে কিন্তু লক্ষ্য সহজলভ্য নয়, উপায় আছে কিন্তু কাজের সহজলভ্যতা নেই। এগুলো ছাড়াও ব্যক্তির স্বাধীন কাজের ক্ষেত্রে একটি বিষয় বড় বাধা হিসেবে উপস্থিত হতে পারে, আর তা হচ্ছে সমাজের অন্যদের ক্রিয়াকলাপ। ব্যক্তির যে কোন কাজ সমাজের অন্য সদস্যের স্বার্থের বিঘ্ন ঘটালে সেখানে বাধা আসবেই। এই বাধাগুলো আমরা যত কমাতে পারবো ততই আমাদের স্বাধীনতার দিকটি বাড়াতে পারবো। স্বাধীনতার ক্ষেত্রকে আমরা যত প্রসারিত করতে পারবো ব্যক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন ততই সহজ হবে। ব্যক্তির সব ধরনের লক্ষ্যকে আমরা অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে সম্পর্কিত করেই ব্যবহার করি। বন্টনমূলক ন্যায়ে ব্যক্তির যৌক্তিক পছন্দের ব্যাপার থাকে। আর এভাবেই স্বাধীনতার ধারণা বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণার সাথে যুক্ত হয় এবং সমতার ধারণার সাথে যুক্ত হয়ে বন্টনমূলক ন্যায়ের কেন্দ্রীয় ধারণায় পর্যবসিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

বন্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কে মার্কসীয় ধারণা

১.বিভিন্ন মার্কসবাদী চিন্তা

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক কার্ল মার্কস ইতিহাসের বিজ্ঞানভিত্তিক তথা বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কোন নৈতিক আদর্শের মাধ্যমে তিনি সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের কথা বলেননি। সাম্প্রতিককালে মার্কসীয় দর্শনে ন্যায়ের ধারণা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। মার্কস নিজে ন্যায় সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট মত প্রকাশ করেছেন কিনা তা নিয়ে মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে, বিশেষ করে চিরায়ত এবং পশ্চিমা মার্কসবাদীদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। পুঁজিবাদী বন্টন ব্যবস্থাকে মার্কস কোন নৈতিক অবস্থান থেকে সমালোচনা করেছেন কিনা সেটাও এক বড় প্রশ্ন। চিরায়ত মার্কসবাদীরা মার্কস এর তত্ত্বগুলোকে হুবহু মেনে নিয়ে সেগুলোকে সামনে নিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি। তাঁরা সমাজের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন বস্তুগত ধারণার ভিত্তিতে। তাঁদের মতে মার্কস নিজে ন্যায় সম্পর্কে কিছু বলেননি। তিনি নীতি-নৈতিকতা প্রচার বা পুঁজিবাদী সমাজের সংস্কারের কথা বলেননি। এমনকি, পুঁজিবাদী সমাজকে অন্যায়ও বলেননি। তিনি তা ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার কথা বলেছেন। মার্কসীয় চিন্তার মধ্যে বন্টন নৈতিকতার কোনো অবস্থান নেই-এই চিন্তাধারার প্রবক্তা হলেন Robert C. Tucker, Allen W. Wood, George G. Brenkert, Derek P. H. Allen, Alan Ryan, G. A. Cohen, Steven Lukes, Kai Nielson প্রমূখ এই ধারার সমর্থক। অন্যদিকে পশ্চিমা মার্কসবাদীদের একটি আধুনিক ধারা যারা আদর্শবাদী তারা মনে করেন যে, মার্কসবাদের মধ্যে বন্টনমূলক ন্যায়ের তত্ত্ব রয়েছে এবং মার্কস নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে পুঁজিবাদী বন্টন-ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাঁরা মার্কসবাদকে নৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। Ziyad I. Husami, Jon Elster, Gray Young, Allen Buchanan, Tomas W. Keyes, Donald Van De Veer, Jeffrey H. Reiman R. G. Peffer প্রমূখ এই ধারার অনুসারী। উল্লেখ্য যে, কোহেন মার্কসবাদের মধ্যে বন্টন-ন্যায়পরতা আছে-এই ধারণার বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, মার্কস পুঁজিবাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাকে নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে সমালোচনা করেন। আবার ব্রেনকার্ট বন্টন-ন্যায়পরতার বিরোধিতা করলেও তিনি বলেন, মার্কস স্বাধীনতার নৈতিকতা থেকে পুঁজিবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন।

Dhaka University Institutional Repository

২.চিরায়ত মার্কসবাদীদের মত

মার্কসের চিন্তার মধ্যে বন্টন-নৈতিকতার কোনো অবস্থান নেই- এই ধারার প্রধান প্রবক্তা হলেন রবার্ট টাকার ও এ্যালান উড। এই ধারার অন্যান্য চিন্তাবিদেরা মূলত টাকার-উড প্রবর্তিত মতের পক্ষেই তাঁদের সমর্থন করেন। রবার্ট টাকারের মতে, বন্টনকে মার্কস উৎপাদন থেকে স্বাধীন কোনো বিষয় হিসেবে দেখেননি এবং উৎপাদনের চেয়ে বন্টনকে অধিকতর গুরুত্ব দেননি। তিনি সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধনের ভেতর দিয়েই বন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা ভাবেন। তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও এর অবসানকে একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেন। সামাজিক পরিবর্তনকে মার্কস কোনো নৈতিক আদেশ হিসেবে দেখেননি। মার্কস প্রচলিত অর্থে নৈতিকতার অনুসারী ছিলেন না। এ থেকে টাকার বলেন, ন্যায়পরতা মার্কসবাদের কোনো মৌলিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করে না। মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে যেমন অন্যায় বলেননি, তেমনি সমাজতন্ত্রের ধারণাকেও কোনো ন্যায় ধারণা হিসেবে অভিহিত করেননি। এ থেকে টাকার বলেন,

> "...সামাজিক ন্যায়পরতার নিয়ন্তা হিসেবে মার্কসকে গণ্য করার যে সাধারণ ধারণা রয়েছে, তা ভ্রান্ত এবং যারা মার্কসের চিন্তায় বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণাকে প্রধান নৈতিক বিষয় হিসেবে গণ্য করেন তারা ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন।"[১]

টাকার মনে করেন, লুই ব্লাঙ্ক প্রদত্ত 'সামর্থ অনুযায়ী প্রাপ্তি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাপ্তি'- এ সুত্রকে কেন্দ্র করেই ন্যায্য-বন্টনের ধারণা গড়ে উঠেছে। এই ন্যায্য-বন্টনের ধারণাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠে প্রুধোর মুনাফা সাধারণীকরণের বা পারস্পরিকতার ধারণা। টাকার মনে করেন, মার্কস এই ন্যায্য বন্টনের ধারণার প্রচন্ড বিরোধী ছিলেন এবং তাঁর বিভিন্ন রচনায় অব্যাহতভাবে ন্যায্য-বন্টনের বিরোধিতা করেছেন।

রবার্ট টাকার বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কোন অন্যায় ব্যবস্থা কিনা সেটা সমাধানের জন্য বিবেচনা করতে হবে মার্কস শোষণকে কোন দৃষ্টিকোন থেকে দেখেন। টাকারের মতে, মার্কস পুঁজিবাদকে এমন একটি ব্যবস্থা হিসেবে দেখেন যেখানে শোষণের মধ্য দিয়ে পুঁজির সঞ্চয় ও বিকাশ

---

[১] Robert C. Tucker, *The Marxian Revolutionary Idea*, (London:George Allen & Unwin Ltd.,1970), p.37

Dhaka University Institutional Repository

ঘটে। 'শোষণ' শব্দটি এমন একটি পদ যার ব্যবহার থেকে অন্যায়ের ধারণা ব্যক্ত হয়। শোষণের ক্ষেত্রে শোষক পক্ষ ন্যায্য প্রাপ্যের চেয়ে অধিক এবং শোষিত পক্ষ ন্যায্য প্রাপ্যের চেয়ে কম পায়। টাকারের মতে, মার্কস শোষণকে এই ন্যায়-অন্যায় নির্ভর দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করেননি। মার্কস শোষণের ধারণাকে উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্বের উপর স্থাপন করেন। পুঁজি ও শ্রমের মধ্যেকার শোষণমূলক সম্পর্ককে মার্কস পুঁজিবাদের মর্মার্থ হিসেবে মনে করেন। তিনি শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদী সম্পর্কের অবসানের কথা ভাবেন। মার্কস ন্যায়পরতার অবস্থান থেকে বিষয়টি বিবেচনা করেননি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রম ও পুঁজির শোষণমূলক সম্পর্ককে তিনি পুঁজিবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই মনে করেন। টাকার বলেন,

> "... পুঁজি গঠনের ক্ষেত্রে শ্রমের মূল্য শোষণকে অন্যায় বলে বর্ণনা করা যায় না । উপরন্তু এটি যথার্থ অর্থেই ন্যায় অথবা প্রচলিত উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে ন্যায়ের যে আদর্শ নিহিত আছে তা স্বাভাবিকভাবেই পক্ষপাতশূণ্য।"[২]

পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অনুযায়ী শোষণকে টাকার ন্যায়সঙ্গত এবং এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করেন। টাকার বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিকের প্রতি কোনো অন্যায় করা হয় না। কেননা পুঁজিপতি একটা শ্রম-দিবসের পূর্ণমূল্য প্রদান করে। দিবসটির শ্রম শক্তি ক্রয় করার কারনে শ্রমিকের উপর পুঁজিপতির যথার্থ অধিকার থাকে। এজন্য তিনি বলেন, শ্রমিককে তার শ্রমের পূর্ণমূল্য পরিশোধ করার কারণে উৎপাদিত সম্পূর্ণ দ্রব্যের উপর পুঁজিপতির ন্যায়সঙ্গত অধিকার রয়েছে। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী বন্টন ব্যবস্থা পুঁজিবাদের পণ্য বিনিময়ের নিয়ম দ্বারা নির্ধারিত হয়। কাজেই পুঁজিবাদী বন্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ন্যায্য এবং তা পুঁজিবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ ক্ষেত্রে টাকার মার্কসের *গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা*-র সমর্থন নেন যেখানে মার্কস বলেন, অধিকারের ধারণা সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপরে অবস্থান করে না।[৩] প্রতিটি উৎপাদন ব্যবস্থার নিজস্ব বন্টন ন্যায্যতা রয়েছে। টাকারের ভাষায়,

> " প্রতিটি উৎপাদন ব্যবস্থার নিজস্ব বন্টন ব্যবস্থা এবং সমতার ধারণার নিজস্ব আকার আছে। এছাড়া প্রকৃতপক্ষে এটা অর্থহীন যে সমসাময়িক অন্যান্য ব্যবস্থা

---

[২] *Ibid.*, p.44

[৩] কার্ল মার্কস, "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা", *মাক্সরস*, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

বা মতবাদ দ্বারা এগুলোকে মূল্যায়ন করা। এ দৃষ্টিকোন থেকে মার্কস ও এঙ্গেলসের কাছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দোষের কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পক্ষপাতশূণ্য "[৪]

মার্কস পুঁজিবাদের খারাপ দিকগুলোর কথা উল্লেখ করলেও পুঁজিবাদী বন্টন ব্যবস্থাকে কখনও অন্যায় বলেননি। এজন্য টাকার মনে করেন, পুঁজিবাদের বাইরের অন্য কোন অবস্থান থেকে পুঁজিবাদকে মূল্যায়ন ও মন্তব্য করাটা অর্থহীন।

টাকার বলেন, মার্কস বন্টন দিয়ে বন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের কথা ভাবেননি, তিনি উৎপাদন-পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটি বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে আমূল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রকে বিবেচনা করেন। পুঁজিপতি ও শ্রমিকের বিরোধ এবং সে বিরোধের অবসানকে মার্কস একটা ঐতিহাসিক অনিবার্যতার মধ্যে দেখেন। তিনি বলেন, উৎপাদন পদ্ধতিকে সহনীয় করার ক্ষেত্রে বন্টন ব্যবস্থার সংস্কার কোনরূপ ভূমিকা রাখতে পারে না। উৎপাদন পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিপ্লবী পরিবর্তন সাধন না করে বন্টনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তনের ধারণা হলো বিপ্লবের বিকল্প হিসেবে সমস্যাকে লঘুতর ও সহনীয় করার সংস্কারবাদী কৌশল। টাকারের মতে, বন্টন-কেন্দ্রিকতা তাই চূড়ান্ত অর্থে বিপ্লবী লক্ষ্যকে বিসর্জন দেয়া। তিনি মনে করেন, ন্যায়পরতার ধারণা এক বা একাধিক বিবদমান পক্ষ ও নীতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা, খাপ খাইয়ে নেয়া বা আপোষ করার সমঝোতামূলক অবস্থান।[৫] পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো আপোষ বা সমঝোতাকে মার্কস গ্রহণ করেননি। আধুনিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রম ও পুঁজির বিরোধ এই ব্যবস্থার বিলুপ্তি না ঘটা পর্যন্ত বিদ্যমান থাকবে বলে তিনি মনে করেন। মার্কস শান্তির একমাত্র উপায় হিসেবে শ্রমের পরিপূর্ণ বিজয় ও সামাজিক শক্তি হিসেবে পুঁজির সম্পূর্ণ পরাজয়ের কথা বলেন। টাকারের মতে, মার্কস বিরোধের বাস্তব ভিত্তি বা উৎসকে উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। এ কারণে তিনি ভারসাম্য ও ন্যায়পরতার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন।[৬]

এ্যালান উড বলেন, নৈতিকতার দিক থেকে মার্কস পুঁজিবাদের কোন সমালোচনা করেননি, মার্কস পুঁজিবাদের যে সমালোচনা করেন তা ছিল বাস্তবতাভিত্তিক। উডের মতে, নৈতিক বচনের

---

[৪] Robert C. Tucker, The Marxian Revolutionary Idea, P. 46
[৫] *Ibid*, P.51
[৬] *Ibid*, P-53

Dhaka University Institutional Repository

যথার্থতা নির্ভর করে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্কের উপর। তিনি মনে করেন, ন্যায্য বিনিময় তাই, যা উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর অন্যায় হচ্ছে তাই যা উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যে কোন ব্যবহারিক সম্পর্কের ন্যায্যতা নির্ভর করে আপেক্ষিকভাবে বিদ্যমান উৎপাদন পদ্ধতির উপর।[৭] উড তাঁর এই যুক্তিকে দাঁড় করান মার্কসের একটি বক্তব্যকে ভিত্তি করে। মার্কস পুঁজি গ্রন্থে বলেন-

> "... উৎপাদনের এজেন্টদের মধ্যে লেনদেনের ন্যায়নীতি দাঁড়িয়ে আছে এই ঘটনার উপর যে, এগুলির উদ্ভব ঘটে উৎপাদন-সম্পর্কসমূহ থেকে স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবে। যে আইনগত রূপগুলির মধ্যে এই অর্থনৈতিক লেনদেনগুলি দেখা দেয় সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির ইচ্ছামূলক ক্রিয়া হিসেবে এবং চুক্তি হিসেবে, সেগুলিকে আইনের দ্বারা বলবৎ করা কোন বিশেষ পক্ষের বিরুদ্ধে, সেগুলি পারে না এই আধেয় নির্ধারন করতে, কারন সেগুলি শুধু আধার। সেগুলি কেবল তাকে প্রকাশ করে। এই আধেয়টি, যখনি তা হয় উৎপাদন পদ্ধতির অনুরূপ এবং তার সাথে সুসঙ্গত, তখনি সেটি ন্যায়সিদ্ধ। সেটি অন্যায়, যখনি তা হয় এই পদ্ধতির পরিপন্থী।[৮]

কার্ল মার্কসের *পুঁজি* গ্রন্থের তৃতীয় খন্ডে বর্নিত এই বক্তব্যকে ভিত্তি করে উড বলেন যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী উৎপাদনের এজেন্টদের মধ্যে যে বিনিময় ঘটে সেটা উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ জন্য মার্কস পুঁজিবাদী বন্টন সম্পর্ককে ন্যায়সঙ্গত মনে করেন। উডের মতে, প্রতিটি উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ী তার উৎপাদন সম্পর্ক তৈরী হয় এবং এই দৃষ্টিকোন থেকে বন্টন সম্পর্কের ন্যায়সঙ্গতার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে। একটি উৎপাদন ব্যবস্থায় যা ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হয় ভিন্ন উৎপাদন ব্যবস্থায় সেটাই অন্যায় হিসেবে দেখা দেয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বিনিময়ের নিয়ম থেকেও উড প্রমান করার চেষ্টা করেন যে, পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত আহরণকে মার্কস অন্যায় মনে করেননি। মার্কসের সময়কালে সমাজতন্ত্রী প্রুধো, টমাস হজকিন ও জন ব্রে প্রমূখ মনে করতেন, পুঁজিবাদ শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে অসম বিনিময়ের উপর প্রতিষ্টিত, যা অন্যায় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। উড মনে করেন, সমাজতন্ত্রীদের এ অবস্থান ডেভিড রিকার্ডোর নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মার্কস রিকার্ডোর নীতিটিকে কিছুটা পরিবর্তন করে গ্রহন করেন।

---

[৭] Allen W. Wood, *Karl Marx*, p.131

[৮] কার্ল মার্কস, *ক্যাপিটাল*, পঞ্চম খন্ড, পীযুষ দাস গুপ্ত অনুদিত, (কলিকাতা: বানী প্রকাশ, ১৯৮৭), পৃ.৩৪২

Dhaka University Institutional Repository

সমাজতন্ত্রীরা উদ্বৃত্ত মূল্যকে অন্যায় হিসেবে দেখেন। অসম বিনিময় থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরী হয় বলে তারা মনে করেন। তারা ন্যায়সঙ্গত সম-বিনিময়ের দাবি করেন। উড বলেন, মার্কস উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎসকে শ্রমিক ও পুঁজিপতির মধ্যে অসম বিনিময় থেকে তৈরী হয়- এ মতকে প্রত্যাখ্যান করেন। মার্কসের কাছে উদ্বৃত্ত মূল্যের এই ব্যাখ্যা Sir John James Steuart এবং তারও আগে ফিজিওক্র্যাটসরা যে বলেছিলেন, পণ্যকে তার অধিকতর মূল্যে বিক্রি করা থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরী হয়-এ বক্তব্য তার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।[৯] উডের মতে, সমাজতন্ত্রীরা এই বক্তব্যকে একটু ঘুরিয়ে ব্যবহার করেছেন এই বলে, শ্রমকে তার প্রকৃত মূল্য থেকে কম মূল্যে ক্রয় করা হয়। উড বলেন, এই ব্যাখ্যায় উদ্বৃত্ত মূল্যকে কেবলমাত্র একটা আকস্মিক ব্যাপার বলে মনে করা হয়। এ কারনেই এ ব্যাখ্যা মর্মগতভাবে অসন্তোষজনক। উড বলেন, উৎপাদনের উপায়ে আত্মীকৃত শ্রমের পরিমাণকে বাদ দিয়ে পুঁজিপতি শ্রমিকের কাছ থেকে তৈরী উৎপন্ন দ্রব্য ক্রয় করে না, বরং পুঁজিপতি শ্রমিকের পণ্য উৎপাদনের সক্ষমতাকে পণ্য আকারে ক্রয় করে। পুঁজিপতি যা ক্রয় করে মার্কস তাকে শ্রমশক্তি বলেছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমশক্তির মূল্য শ্রমিকের নিজেকে জীবিত ও কর্মক্ষম রাখতে যে পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন হয় তার সমানুপাতিক। এ কারনে উড বলেন, মার্কস এটা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেন যে, পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে বিনিময় ঘটে সমমূল্যের মধ্যে।

উড মনে করেন, পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত আহরণকে মার্কস শ্রমিকের প্রতি কোন অন্যায় হিসেবে দেখেননি। রিকার্ডোর যুক্তিতে মনে হয়, শ্রম যেহেতু বাড়তি মূল্যের সৃষ্টি করে সেহেতু সমস্ত মূল্যটাই শ্রমিকের কাছে যাওয়া উচিত। রিকার্ডোর এই মত জন লকের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে উড মনে করেন। লক বলেন,

> "যদিও এই পৃথিবী এবং নিম্নতর অন্যান্য সকল সৃষ্টি সব মানুষের কাছে একই ধরনের, তদুপরি প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের কাছে একটা সম্পদ। এসব ব্যক্তিবর্গের নিজের উপর সে নিজে ছাড়া অন্য কারও কোনো অধিকার নেই। কাজেই তার শারীরিক শ্রম এবং হাতের কাজের যে ফল সেগুলোকে আমরা বলতে পারি প্রকৃতপক্ষে তার নিজেরই।[১০]

---

[৯] K.Marx, *TSV.*, Vol.1, pp.41-43

[১০] John Locke, *Two Treatises of Government*, Peter Laslett, (ed) revised ed., (New york: The New American Library, 1965), pp 328-329

Dhaka University Institutional Repository

উডের মতে, মার্কস একদিকে বলেন, পুঁজিপতি শ্রমিকের সাথে কোনো অসম বিনিময় করে না, আবার অন্যদিকে বলেন, পুঁজিপতি শ্রমিককে শোষণ করে, শ্রমের সঠিক মূল্য না দিয়ে শ্রমকে লুণ্ঠন করে, শ্রমের ফলাফল চুরি করে। এ থেকে উড আপাতভাবে মনে করেন, মার্কস শোষণ ও লুণ্ঠনকে অন্যায় মনে করেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে অন্যায় বলা হয়েছে যে যুক্তিতে তার দুটি ভিত্তি রয়েছে-

প্রথমত, উদ্বৃত্ত মূল্য হলো শ্রমিকের উৎপাদিত মূল্যের একটা অংশ যা শ্রমিককে প্রদান না করে পুঁজিপতি কর্তৃক অংশ বিশেষ আত্মসাৎ করার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে শ্রমিক তার শ্রমের সমান মূল্য পায় না।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারের ভিত্তি হলো ব্যক্তির শ্রম। প্রত্যেক ব্যক্তির তার শ্রমের দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যের পূর্ণমূল্য ভোগ করার অধিকার রয়েছে। যদি কেউ কোনো ব্যক্তি বা শ্রমিককে তার উৎপাদিত দ্রব্যের সমপরিমাণ মূল্য থেকে বঞ্চিত করে সেটা হবে অন্যায়।

উড মনে করেন, মার্কস প্রথম অবস্থানটি গ্রহন করেছিলেন, দ্বিতীয়টি নয়।[১১] মার্কস অবশ্য জন লকের মতো মনে করেন, মানবীয় শ্রমের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আত্মীকরণ। কিন্তু মার্কসের চিন্তা লকের চিন্তা থেকে ভিন্ন এ কারনে যে, মার্কসের মতে, ভোগ সম্পত্তির সামাজিক রূপ বা সম্পত্তি অধিকারকে নির্ধারণ করে। উড বলেন, মার্কস বুর্জোয়া ভাবদার্শনিকদের মতোই মনে করেছেন, সম্পত্তির অধিকার শ্রমের উপর নির্ভরশীল।[১২] এক্ষেত্রে মার্কসের মতের বিরোধিতা করে উড বলেন, কোনো উৎপাদন পদ্ধতিতে ব্যক্তি উৎপাদক যদি উৎপাদনের উপায়ের মালিক হয় সেক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার একান্তভাবেই তার নিজের শ্রমের কারণে নিজেরই থাকবে। এক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত-মূল্যের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। কেননা, এক্ষেত্রে উৎপাদনের উপায় থেকে শ্রম কোন পৃথক বিষয় হিসেবে বিরাজ করে না। উৎপাদনের উপায় পুঁজির সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করে না। কাজেই শ্রম পণ্য হিসেবে হাজির হয় না। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রম শক্তি একটি বিস্তৃত আকারের পণ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়। শ্রম শক্তিকে ক্রয় করা হয় কেবল ব্যবহার করার জন্য। ক্রেতার কাছে যদি শ্রমশক্তির কোন প্রয়োজন বা ব্যবহারিক তাৎপর্য না থাকে তবে সেটা পণ্য হতে পারে না। শ্রম শক্তি নামক পণ্যটি যে

[১১] Allen W. Wood, *Karl Marx*, p-135
[১২] *Loc.cit*

Dhaka University Institutional Repository

মূল্য তৈরী করে তার সবটাই যদি মজুরি ও উৎপাদনে ব্যয় করা হয় তাহলে আর পুঁজিপতির কাছে শ্রমশক্তির কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সেক্ষেত্রে পুঁজিপতি বরং উৎপাদন থেকে বিরত হয়ে সরাসরি উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করে তার ভোগ আকাংখা চরিতার্থ করে লাভবান হতে পারে। যদি পুঁজি কোনো উদ্বৃত্ত মূল্য সৃষ্টি করতে না পারে তাহলে পুঁজিপতির উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত হবার কোন প্রয়োজন পড়ে না। কেননা, এতে তার কোন লাভ নেই। এক্ষেত্রে উৎপাদন থেকে বিরত থাকাই তাঁর জন্য বুদ্ধিমানের কাজ। উড বলেন, মার্কস মনে করেন, পুঁজিপতি কর্তৃক দাম না দেয়া, শ্রমশক্তির ভোগাধিকার বা শ্রমিক কর্তৃক উৎপন্ন দ্রব্যকে শ্রমিক কর্তৃক ভোগ করতে না পারাটাই হলো পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ম। অন্যথায় এ ব্যবস্থা বিকল হয়ে পড়ে। উডের মতে, মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শোষণকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেন। উড বলেন,

> "---- ন্যায়পরতা বিষয়ক মার্কসীয় ধারণায় পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমিককে শোষণ অন্যায় নয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় ন্যায়পরতা বজায় থাকে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার ধরনের অপর্যাপ্ততা এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে। আর্থিক দিক থেকে শ্রমিককে শোষণ কেবল পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণই নয় বরং এটি ছাড়া পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই সম্ভব হতো না । ফলে, পুঁজিবাদী শোষণ হচ্ছে ন্যায়।"[১৩]

Wagner মনে করেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতি অন্যায়ভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যকে নিজ দখলে নেয়। উদ্বৃত্ত-মূল্য আহরণের এই ব্যবস্থাকে তিনি শ্রমিকের প্রতি ডাকাতি বলে মনে করেন। ওয়াগনারের সমালোচনা করে মার্কস বলেন, পণ্য উৎপাদন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ হলে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী উদ্বৃত্ত-মূল্য পুঁজিপতিরই প্রাপ্য। পুঁজিবাদী উৎপাদনের কর্তা হিসেবে সে কেবল উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করে না বরং উদ্বৃত্ত উৎপাদনে বাধ্যও করে। উদ্বৃত্ত-মূল্যে পুঁজিপতির অধিকার রয়েছে। এই অধিকার পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।[১৪] এখানে লক্ষ্যনীয় যে, ওয়াগনার কেবল উদ্বৃত্ত-মূল্য আত্মসাতের দিকটি দেখেন এবং তাকে লুণ্ঠন বলেন। মার্কস এক্ষেত্রে কেবল লুণ্ঠনকেই দেখেননি। পুঁজিপতি একই সাথে উৎপাদনে যে নির্বাহী ভূমিকা রাখে এবং শ্রমশক্তিকে উদ্বৃত্ত-মূল্য উৎপাদনে বাধ্য করে এ দিকটিও দেখেন। মার্কস তাই বলে উদ্বৃত্ত আহরণকে

---

[১৩] *Ibid*, p. 136

[১৪] "Marginal Notes on Adolph Wagner's *Lehrbuch Der Politischen Oekonomie*", *MECW* (Moscow: Progress publishers, 1989), Vol.24, pp.535-536

Dhaka University Institutional Repository

লুণ্ঠন নয় বলেননি। মার্কস লুণ্ঠনের দিকটির সাথে সাথে উদ্বৃত্ত মূল্য উৎপাদনের ব্যবস্থাটিকেও বিবেচনা করেন। তিনি পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপর পুঁজিপতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবার দিকটি তুলে ধরেন। একে মার্কস নৈতিকভাবে সমর্থন করেননি। তিনি কেবল পুঁজিবাদ অনুযায়ী যেভাবে উদ্বৃত্ত-মূল্যের উপর পুঁজিপতির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তার বর্ণনা দেন। একে নৈতিকভাবে সমর্থন করলে মার্কস উদ্বৃত্ত আত্মসাৎকে শোষণ ও ডাকাতি হিসেবে নিন্দা ও পুঁজিবাদকে প্রত্যাখ্যান করতেন না। মার্কস বলেন,

> "...I depict that capitalist as the necessary functionary of capitalist production and demonstrate at great length that he not only 'deducts' or 'robs' but enforces the production of Surplus value, thus first helping to create what is to be deducted..."[১৫]

উড বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিককে লুণ্ঠন করা সত্ত্বেও মার্কস মনে করেন, পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত আহরণ সম্পূর্ণভাবে তার অধিকার অনুযায়ীই ঘটে। উড বলেন, পুঁজিপতি কর্তৃক এই উদ্বৃত্ত আহরণকে মার্কস অন্যায় মনে করেননি। তবে তিনি পুঁজিপতির এই লুণ্ঠনকে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ কর প্রদানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ মনে করেন।[১৬] এ থেকে উড ধরে নেন, মার্কস শোষণকে অন্যায় বলে মনে করেননি। তাঁর মতে, এ সম্পর্কটা কোন আকস্মিক বিষয় নয় বরং তা একটি নিয়মিত উৎপাদন সম্পর্ক এবং এটা উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ীই তৈরী হয়। উডের মতে, মার্কস উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরের কোন মানদন্ড অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক মানদন্ড প্রয়োগ করে পুঁজিবাদকে ভর্ৎসনা করেননি। সমাজতান্ত্রিক মানদন্ডকে পুঁজিবাদ সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য মানদন্ড বলে মনে করেননি। মার্কস গতানুগতিক নৈতিকতার ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। এ যুক্তির পক্ষে উড মার্কসের এই বক্তব্য তুলে ধরেন,"অধিকার কখনও সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং তার দ্বারা শর্তবদ্ধ সাংস্কৃতিক বিকাশের চেয়ে বড় নয়।"[১৭] উডের মতে, কোন উচ্চতর উৎপাদন পদ্ধতি কোন নিম্নতর বা পূর্বতন উৎপাদন পদ্ধতি থেকে অধিকতর ন্যায়সঙ্গত নয়, বরং সেটা তার নিজস্ব নিয়মেই ন্যায়সঙ্গত।[১৮] উড বলেন, মার্কস ও এঙ্গেলস কখনই ভবিষ্যত প্রলেতারীয় নৈতিকতা দিয়ে বর্তমান বা

---

[১৫] *Ibid*, p.535
[১৬] মার্কস *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-২, পৃ-১০০
[১৭] মার্কস, "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা", *মাএরস*, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ, পৃ.১৮
[১৮] Allen W. Wood. *karl Marx*, P. 139

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার নিন্দা করেননি। তাঁরা মনে করেন, এ ধরনের সমালোচনা কোন বৈধ সমালোচনা নয়। তাই উড মনে করেন, বিদ্যমান উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যতার উপর ভিত্তি করে মার্কস ন্যায়পরতার মানদন্ডের একটা যৌক্তিক ভিত্তি প্রদান করেন।[১৯]

এ্যালান উড মনে করেন, একটি অমানবিক ব্যবস্থা হিসেবেও সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে পুঁজির দাসত্বে শৃঙ্খলিত করার কারণে মার্কস পুঁজিবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন ও তার বিপ্লবী উচ্ছেদ চান। এ ক্ষেত্রে মার্কস কেবল বন্টন ব্যবস্থাকে দায়ী না করে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকে আক্রমন করেন। মার্কস কর্তৃক পুঁজিবাদের সমালোচনাকে তাই অধিকার ও ন্যায়পরতার অবস্থান থেকে বিচার করা যায় না। উড বলেন, পুঁজিবাদী শোষণ ন্যায়সঙ্গত -এটা পুঁজিবাদের পক্ষে কোন আত্মরক্ষামূলক অবস্থান নয়। মার্কস কেবল দেখাতে চেয়েছেন যে, পুঁজিবাদী বিনিময়ের ন্যায্যতা পুঁজিবাদের ভেতর থেকেই গড়ে উঠে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ভোগ ও বন্টন সেই ব্যবস্থার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। উডের ভাষায়,

> " মার্কস কর্তৃক পুঁজিবাদের প্রত্যাখ্যান, ব্যবস্থা হিসেবে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের প্রত্যাখ্যান, কেবল বন্টন ব্যবস্থার প্রত্যাখ্যান নয়।"[২০]

মার্কস যথার্থ ন-নৈতিক ও বাস্তব কারণের উপর দাঁড়িয়ে পুরাতন অমানবিক সমাজ ব্যবস্থার উচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে একটা উচ্চতর সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জনগণের বাস্তব আকাঙ্খার উপর নির্ভর করাকেই সুদূরপ্রসারীভাবে নিরাপদ ও ফলপ্রসু বলে মনে করেন।[২১] উডের মতে, মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষের ব্যাপক দুর্দশাকে ন-নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করেছেন বলে পুঁজিবাদের ফলে সৃষ্ট দুর্দশা ও অপূর্ণতাকে অন্যায় হিসেবে দেখেননি।[২২]

ন্যায়পরতা বিষয়ক উডের মতামত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তিনি ন্যায়পরতাকে মৌলিকভাবে একটি আইনী ধারণায় পর্যবসিত করেন এবং উৎপাদন-পদ্ধতির সাহায্যে ন্যায়পরতার ব্যাখ্যা দেন। বিনিময় ব্যবস্থার ন্যায্যতাকে তিনি দেখেন উৎপাদনের মধ্যে দিয়ে। উড বলেন,

> " মার্কস ও এঙ্গেলসের মতানুসারে ন্যায়পরতা হচ্ছে মৌলিকভাবে একটি আইনগত বা বৈধ--- ধারণা, এ ধারণাটি আইন এবং অধিকারের সাথে সম্পর্কিত, মানুষের

---

[১৯] *Ibid*, p.139-140
[২০] Allen W. Wood, "Marx, on Right and Justice: A Reply to Husami" *MJH*, P.108
[২১] Allen W. Wood, *Karl Marx*, P.140
[২২] Allen W. Wood, "Marx, on Right and Justice: A Reply to Husami" *MJH*, p.122

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান যেগুলোর অধীনে। ন্যায় এবং বৈধতার ধারণা তাদের জন্য সর্বোচ্চ যৌক্তিক মানদন্ড যা দ্বারা আইন, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের কার্যাবলীকে বিচার করা যেতে পারে আইনগত দৃষ্টিকোন থেকে।"[২৩]

উড মনে করেন, হেগেল কর্তৃক ন্যায়পরতার আকারগত ধারণার প্রত্যাখ্যানকে মার্কস অনুসরণ করেন। কোন চিরন্তন নীতি দিয়ে ন্যায়পরতাকে ব্যাখ্যা না করার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালপর্বের উৎপাদন পদ্ধতির শর্তে ও তার প্রয়োজন অনুসারে মার্কস ন্যায়পরতাকে ব্যাখ্যা করেন। উডের মতে, মার্কস শূণ্যগর্ভ, ব্যবহারিক জ্ঞানহীন আকারগত দার্শনিক নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেন। ন্যায়পরতার নীতিকে যদি কোনো নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা না যায় তাহলে সেটা অর্থহীন। কোনো নীতির যৌক্তিক বৈধতা নির্ভর করে উৎপাদনের ধরনের সামঞ্জস্যতা ও উৎপাদন পদ্ধতিতে তার প্রয়োগের উপর। এই যুক্তির ভিত্তিতে উড বলেন, একটি উৎপাদন ব্যবস্থা যদি এক শ্রেণী কর্তৃক অপর শ্রেণীকে শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তা সত্ত্বেও যদি সেটি উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, যদি সেটি নির্যাতনের বিনিময়ে নির্যাতকের আকাঙ্খাকে পূরণও করে, তাহলে তবুও ব্যবস্থাটি ন্যায়সঙ্গত নয়। উড বলেন,

" মার্কসের মতানুসারে, একটি কার্য সামগ্রিকতার মধ্যে তার আকার দ্বারাই ন্যায় বলে প্রতীয়মান হয়, সামগ্রিকতার ক্ষেত্রে তার ফলস্বরূপ নয়।"[২৪]

কেবলমাত্র সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই বিনিময় ও বন্টন হবে ন্যায়সঙ্গত, তার ফলশ্রুতি মানুষের জন্য যাই হোক, সেটি বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এটাই যদি মার্কসের মত হতো তবে তিনি পুঁজিবাদকে সমর্থন করে যেতেন। কিন্তু মার্কস চেয়েছেন পুঁজিবাদের অবসান। প্রকৃত অর্থে এখানে মার্কস, ন্যায়সঙ্গত কথাটি যথার্থ নৈতিকতা বর্জিত অর্থে ব্যবহার করেন। উড মনে করেন, মূল্যের শ্রমতত্ত্বের সাথে ভুলভাবে স্বাভাবিক অধিকার বিষয়ক সম্পত্তিতত্ত্বের একটা সংমিশ্রন ঘটার কারনে এ দুইকে অভিন্ন মনে করা হয়। ন্যায়পরতার বিবেচনা আসলে শ্রমের মূল্যতত্ত্বের চাইতে বরং সম্পত্তির শ্রমতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তার সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাহলে দেখা যাচ্ছে, উডের ভাষ্য অনুযায়ী শোষণকে অন্যায় মনে করাটা মার্কসের মূল্য শ্রমতত্ত্বের সাথে নয়, বরং সম্পত্তির শ্রমতত্ত্বের সাথেই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

---

[২৩] Allen W. Wood, "The Marxian critique of justice", *MJH*, P.5
[২৪] *Ibid*, p.18

Dhaka University Institutional Repository

জি. এ কোহেন মনে করেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিদ্যমান শোষণকে অন্যায় মনে করাটা মূল্যের শ্রমতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। যে যুক্তির ভিত্তিতে পুঁজিবাদের প্রতি শোষণের অভিযোগ আনা হয় তা হচ্ছে, শ্রম মূল্য তৈরি করে। কোহেন বলেন, শ্রমের নিজস্ব কোনো মূল্য নেই। শ্রম দ্বারা যে পণ্য বা সেবা উৎপাদন করা হয় তার মূল্য রয়েছে। কোহেনের মতে, শ্রম তাই মূল্য তৈরী করে না। কাজেই পুঁজিবাদের প্রতি শোষণের যে অভিযোগ আনা হয় তা অযথার্থ ও মিথ্যে। কোহেনের মতে, মূল্যের শ্রমতত্ত্ব ও শোষণের ধারণার মধ্যেকার সম্পর্কটা অসঙ্গত। মূল্যের সংজ্ঞা অনুযায়ী মূল্যের শ্রমতত্ত্ব যথার্থ নয়।[২৫] কেননা মূল্যের শ্রমতত্ত্ব থেকেই উদ্বৃত্ত-মূল্যের তৈরী হয়েছে। উদ্বৃত্ত মূল্যের শ্রমতত্ত্ব অনুযায়ী পুঁজিবাদের অধীনে মজুরি প্রদান না করা আয়কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মার্কস কর্তৃক শোষণের হার কথাটির ব্যবহার থেকে মনে হয় এর মধ্যে একটা অন্যায় রয়েছে। তাই পুঁজিবাদের মধ্যে শোষণ থাকায় মার্কস তা গ্রহণ করেননি ।

কোহেন মনে করেন, উদ্বৃত্ত-মূল্যের শ্রমতত্ত্ব নির্ভর ব্যাখ্যা থেকে পুঁজিবাদী শোষণকে নৈতিকভাবে ব্যাখ্যা প্রদান করাটা অর্থহীন। কারণ, শোষণ সম্পর্কে নৈতিকভাষ্য অর্থপূর্ণ নয়। কোহেনের মতে, মার্কস উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানগুলোকে গুরুত্ব দেননি। মূল্য তৈরীতে ভারসাম্য, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ, আকাংখা ও চাহিদার গুরুত্ব রয়েছে। এ থেকে কোহেন বলেন,

"... মূল্য তৈরী হয় চাহিদার দ্বারা, শ্রমের দ্বারা নয়।"[২৬]

কোহেন বলেন, শ্রমই মূল্য তৈরী করে-এ দাবী যথার্থ নয়। শ্রম নয় বরং শ্রমের দ্বারা যে পণ্য উৎপাদিত হয় তার মূল্য রয়েছে এবং পুঁজিপতি সে পণ্য মূল্যের কিছু অংশ ভোগ করে। কোহেন মনে করেন, এর ফলে শোষণের যুক্তিটি তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। কোহেনের মতে, কোনো শোষণের ধারণা থেকে নয় বরং পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তি মালিকানার অবস্থান থেকে মার্কস পুঁজিবাদকে অন্যায় ব্যবস্থা হিসেবে সমালোচনা করেন। কেননা ব্যক্তিগত মালিকানার কারণেই পুঁজিপতি হওয়া সম্ভব। ন্যায়পরতার ক্ষেত্রে কোহেন আইনগত বিবেচনার চাইতে অধিকারের প্রসঙ্গটিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। কোহেনের মতে, ন্যায়পরতার প্রশ্নটি হলো অধিকার বিষয়ক। নৈতিক অধিকার হচ্ছে

---

[২৫] G.A Cohen, "The Labour Theory of value and the concept of Exploitation", *MJH*, pp.135-136
[২৬] *Ibid*, p.153

Dhaka University Institutional Repository

ন্যায়পরতার কেন্দ্রীয় বিষয়।[২৭] কোহেনের মতে, সমাজতন্ত্রীদের ন্যায়পরতার কেন্দ্রীয় যুক্তি হলো, বাজার অর্থনীতিতে অস্তিত্বের উপায় হিসেবে ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে নেয়া হয়। তাঁর মতে, অস্তিত্বের উপায় কারো ব্যক্তি-মালিকানাধীন থাকাটা অন্যায়। এটি একটি নৈতিক প্রসঙ্গ। অস্তিত্বের উপায় কারো ব্যক্তি-মালিকানায় থাকবে, সে অধিকার কারও নেই। এ কারণে পুঁজিবাদ ব্যক্তি-মালিকানা নির্ভর অন্যায় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পুঁজিবাদীর ব্যক্তিমালিকানা নৈতিক বিবেচনায় ন্যায়সঙ্গত নয় এটাই হলো কোহেন কর্তৃক পুঁজিবাদের নৈতিক সমালোচনার মূল বিষয়। তিনি শোষণ তত্ত্বকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং শোষণকে অন্যায় মনে করেননি। কোহেন বলেন, পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানা অন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রসঙ্গটি ঐতিহাসিক বিবেচনার চাইতে অধিকতর নৈতিক বিবেচনার বিষয়।[২৮] তাই কোহেন মনে করেন, শোষণ শব্দটিকে নৈতিক অর্থে নয়, বৈজ্ঞানিক তাৎপর্যের দিক থেকে দেখতে হবে এবং এর কোনো নৈতিক আধেয় নেই।

জর্জ ব্রেনকার্ট মনে করেন, মার্কস যখন শোষণের কথা বলেন, তখন শোষণ বলতে তিনি কোনো অন্যায়কে ব্যক্ত করেননি। ব্রেনকার্টের মতে, শোষণ মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করে-এ অবস্থানটি এক ধরনের নেতিবাচক নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রকাশ করে। শ্রমিক যা পছন্দ করে না তাকে সেটাই করতে বাধ্য করা হয়। এতে করে শ্রমিক তার স্বাধীনতা হারায়। তাঁর মতে, মার্কস কর্তৃক পুঁজিবাদ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমালোচনা কোনো অন্যায়ের ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়। এক ধরনের ঐতিহাসিক অবস্থানে যে ন্যায়পরতার ধারণা যথার্থ তাকে অন্য ধরনের সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার ওপর প্রয়োগ করা যায় না। ব্রেনকার্ট মনে করেন, ভাবাদর্শ সম্পর্কে মার্কসের নেতিবাচক অবস্থানের কারনে মার্কস ব্যক্তিগত সম্পত্তির নৈতিক সমালোচনা করেননি। মুনাফার হারের পতন, পুঁজির আঙ্গিক গঠনের পরিবর্তন, পুঁজির কেন্দ্রীভবন ও প্রলেতারিয়েত শ্রেণীর বিকাশের উপর নির্ভর করে মার্কস ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানের কথা বলেন। যদি সকল নৈতিক ধারণাই তার বস্তুগত অবস্থা দিয়ে তৈরী হয় তাহলে পুঁজিপতি বুর্জোয়া সমাজের নৈতিক ও আইনগত দিকে মেনে চলে। নৈতিক অবস্থান থেকে মার্কস ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমালোচনা করেন এমন ধারণাকে ব্রেনকার্ট ভুল বলে মনে করেন। পুঁজিপতি শ্রমিককে পূর্ণমূল্য প্রদান করে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক যেমন তার শ্রমশক্তির পূর্ণমূল্য পায়, তেমনি পুঁজিপতি শ্রম শক্তির পূর্ণব্যবহার মূল্য পায়- এভাবে পুঁজিবাদী ন্যায়পরতা বিদ্যমান থাকে। ব্রেনকার্ট বলেন,

---

[২৭] G.A Cohen, *History, Labour, and Freedom*, (Oxford: clarendon Press, 1988), pp. 296-297
[২৮] *Ibid*, p-302

Dhaka University Institutional Repository

"... বন্টনমূলক ন্যায়ের যে নীতি তার বৈধতা নির্ভর করে যে বিশেষ ধরনের উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সেটার উৎপত্তি হয় তার উপর। কাজেই, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে কেবল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বন্টনমূলক ন্যায়ের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।"[২৯]

ব্রেনকার্ট মনে করেন, মার্কসের চিন্তায় নৈতিকতার যে ধারণা নিহিত ছিল তা আপেক্ষিক। মার্কস কোনো সার্বজনীন নৈতিকতার ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না। ব্রেনকার্টের মতে, মার্কস ব্যক্তিগত সম্পত্তির কোনো নৈতিক সমালোচনা করেননি। নৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে আপেক্ষিক হওয়া আর নৈতিক ধারণা না থাকা এক কথা নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা বুর্জোয়া ন্যায়পরতার ধারণার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। ব্রেনকার্ট মনে করেন, মার্কসের মধ্যে ন্যায়পরতা ও স্বাধীনতার ধারণার ভেতর একটা বিরোধাত্মক অবস্থান রয়েছে। যা ন্যায়পরতার বিবেচনায় যথার্থ তা স্বাধীনতার জন্য যথার্থ নয়। ব্রেনকার্ট মনে করেন, মার্কস স্বাধীনতার ধারণা থেকে ব্যক্তিগত সম্পক্তির নৈতিক সমালোচনা করেন। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির ফলাফল মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশের উপর যে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করে তা মানুষের স্বাধীনতাকে খর্ব করে। এই স্বাধীনতার ধারণার উপর নির্ভর করে ব্রেনকার্ট পুঁজিবাদী ব্যক্তি মালিকানার নৈতিক সমালোচনা করেন। ব্রেনকার্ট বলেন,

"... মার্কস কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পদের যে সমালোচনা করা হয়েছে তা অন্ততপক্ষে স্বাধীনতার ধারণাভিত্তিক সমালোচনা এবং যখন কেউ তার মতামতকে ন্যায়পরতা বা আদর্শের ভিত্তিতে বিবেচনা করে তখন সেগুলোকে স্বাধীনতার ধারণাভিত্তিক বলেই বিবেচনা করে।"[৩০]

এ্যালান উডের সাথে একমত পোষণ করে ডিরেক এ্যালান বলেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বন্টনের ন্যায়সঙ্গতা নির্ভর করে পুঁজিবাদী বাজারে বিনিময়ের ন্যায়ের উপর। এটা পুঁজিবাদের সাথে আপেক্ষিকভাবে সম্পর্কযুক্ত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিনিময়কে যা পুঁজিবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় তা দিয়ে বিচার করা যায় না। তাই সমাজতান্ত্রিক বন্টন-নীতিকে পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। এ্যালানের মতে, বন্টন-ন্যায় নির্ভর করে বিনিময়ের ন্যায়ের উপর। এ্যালান বলেন,

---

[২৯] George G. Brenkert, "Freedom and Private Property in Marx," *MJH*, P-90
[৩০] *Ibid*, p.102

Dhaka University Institutional Repository

"সেই বন্টন ব্যবস্থাই ন্যায়সঙ্গত নয় যদি বিদ্যমান বিনিময় ব্যবস্থার সাথে তা সঙ্গতিপূর্ণ না হয়।"[৩১]

শ্রমিক কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যের পূর্ণ দাবিদার শ্রমিকই হবে-এটা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। শ্রমিকের প্রাপ্য কেবল তার শ্রমশক্তির মূল্য। বাজারে ভারসাম্য অবস্থা বজায় থাকলে সকল পণ্য বিনিময়ই সম-বিনিময় হয়। এ্যালান মনে করেন, এই বিনিময়কে শ্রেণীর মধ্যে বিনিময় হিসেবে না দেখে একে ব্যক্তির মধ্যে বিনিময় হিসেবে দেখাটাই যথার্থ।[৩২] তিনি মনে করেন, মার্কস বিনিময়কে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা বহির্ভূত অতিরিক্ত কোনো নৈতিক মানদন্ড ব্যবহার করেননি। মার্কস বরং বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তর্গত মানদন্ড ব্যবহার করেন। কারণ এর উপরই পণ্য বিনিময়কারীদের অধিকার ও বিনিময়ের ন্যায়সঙ্গততা নির্ভর করে।[৩৩] এ্যালানের মতে, উৎপাদন প্রক্রিয়ার বাইরেও পণ্যের উপর ব্যক্তির অধিকার থাকে। পুঁজিবাদে পণ্যকে ভোগ করার ক্ষেত্রে শ্রমিকের পরোক্ষ অধিকার রয়েছে। কিন্তু উৎপাদনের ফলাফল প্রত্যক্ষভাবে পাবার অধিকার শ্রমিকের থাকে না। এ্যালানের মতে, পুঁজিপতি লুণ্ঠন ও চুরি করে কথাগুলোকে মার্কস আক্ষরিক অর্থে ব্যবহার করেননি। মার্কস এসব শব্দাবলীকে অলঙ্কারিক যুক্তির অর্থে ব্যবহার করেন। উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ আক্ষরিকভাবে চুরি নয়। তাছাড়া উদ্বৃত্ত মূল্যতে যদি পুঁজিপতির অধিকার থাকে তাহলে একে লুণ্ঠন বলা যায় না।[৩৪]

এ্যালান রাইন মনে করেন, মার্কস ইতিহাস অতিবর্তী ন্যায়পরতার মানদন্ডকে স্বীকার করেননি। রাইনের মতে, পুঁজিবাদে পণ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে সম-বিনিময়ের নিয়ম অনুযায়ী পুঁজিবাদে কোনো শোষণ নেই। পুঁজিবাদী নিয়ম অনুযায়ী উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতিরই প্রাপ্য এবং তার উপর পুঁজিপতির পূর্ণ অধিকার রয়েছে। তিনি মনে করেন, পুঁজিপতি শ্রমিককে শোষণ করে কিনা-এ প্রসঙ্গে মার্কসের অবস্থান যেন 'হ্যাঁ' এবং 'না' দুটোই।[৩৫]

---

[৩১] Derek P.H. Allen, "Marx and Engels on the Distributive justice of capitalism", *Canadian Journal of plilosophy,* (Calgary: University of calgary press, Supplementary vol. vii, 1981), p.222

[৩২] *Ibid*, p. 235-236

[৩৩] *Ibid*, p. 239

[৩৪] *Ibid*,p-246

[৩৫] Alan Ryan, "Justice, Exploitation and the end of Morality", *Moral philosophy and contemporary problems*,pp.124-125

Dhaka University Institutional Repository

রাইন মনে করেন, এখানে ভিন্ন ধরনের বক্তব্য প্রদানের সুযোগ রয়েছে যে, শ্রমিকেরা ন্যায়পরতা নয় বরং তারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান চায়।[৩৬] রাইন মনে করেন, সমাজ বিজ্ঞানীর কাজ মূল্যায়ন প্রদান করা নয়, তাদের কাজ হলো ব্যাখ্যা করা। মার্কস একটা সামগ্রিক দৃষ্টিকোন থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলীকে পর্যালোচনা করেন- যাকে ব্যাখ্যামূলক সামগ্রিকতা বলা যায়। রাইন মনে করেন, মার্কসের মধ্যে কোনো নৈতিক বিবেচনা কাজ করেনি। মার্কসের মধ্যে প্রকৃতি বিজ্ঞানের অ-উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল ছিল। তাই রাইন মনে করেন, মার্কস সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াবলীকে নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে বিবেচনা করেননি।

৩.পশ্চিমা মার্কসবাদীদের মত

পশ্চিমা মার্কসবাদীদের মধ্যে একদল মনে করেন, মার্কসের চিন্তার মধ্যে বন্টন ন্যায়পরতার ধারণা রয়েছে। চিরায়ত মার্কসবাদীদের মত প্রত্যাখ্যান করে তাঁরা বলেন যে, মার্কসবাদের মধ্যে একটা বন্টন ন্যায়পরতার অবস্থান রয়েছে এবং মার্কস একটা নৈতিক অবস্থান থেকে পুঁজিবাদী বন্টন ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। Ziyad I. Husami, Jon Elster, Gray young, Allen Buchanan, Tomas W. keyes, Donald van De Veer, Jeffrey H. Reiman, R.G peffer প্রমূখ মনে করেন, মার্কসের মধ্যে বন্টন ন্যায়পরতা অথবা একটা নৈতিক অবস্থান রয়েছে, যে নৈতিক অবস্থানের উপর দাঁড়িয়ে মার্কস পুঁজিবাদী বন্টন ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন।

জিয়াদ আই হাসামী মনে করেন, মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্ব, শক্তির আধিপত্য, শোষণ, শ্রম ও শ্রমের উপায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও প্রতিযোগিতা-এসব মিলিয়ে পুঁজিবাদে একটি কৃত্রিম সামাজিক সম্পর্ক তৈরী হয়। পারস্পরিক বিরোধপূর্ণ যে সমাজ পুঁজিবাদ তৈরী করে সেখানে উৎপাদন ব্যবস্থা মানুষের আয়ত্বাধীন হওয়া তো দূরের কথা, বরং মানুষই উৎপাদনের অধীন হয়ে পড়ে। মানুষের প্রয়োজন সাধনের বদলে উৎপাদনের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মুনাফা অর্জন। শ্রমিক এক্ষেত্রে কেবল বস্তুগত সম্পদ উৎপাদনের হাতিয়ারে পরিণত হয়। এ কারণে পুঁজিবাদী সমাজে বাহ্যিকভাবে

[৩৬] *Ibid*,p.125

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদের পরিমান বৃদ্ধি পেলেও তা মানুষের সম্ভাবনাকে অবরুদ্ধ করে দেয়। হাসামী বলেন, "...এটি বাহ্যিকভাবে সম্পদের পরিমান বৃদ্ধি করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভেতরে ভেতরে দারিদ্র বাড়ায়।"[৩৭]

হাসামী দেখানোর চেষ্টা করেন যে, পুঁজিবাদী সমাজে প্রলেতারিয়েত শ্রেণী দুর্দশার মধ্যে জীবন যাপন করে এবং তারা সমাজের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। তাদেরকে পুঁজিপতির ইচ্ছা অনুযায়ী কাজে বাধ্য করা হয়। সে সমাজের বোঝা বহন করে কিন্তু জীবনের সব আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। হাসামী মনে করেন, পুঁজিবাদী সমাজ এমনই প্রকৃতির যে, এখানে সমাজের স্বীকৃত নীতি ও বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। এ সমাজের সমর্থকরা স্বাধীনতা, মুক্তি, সাম্য, ভাতৃত্ব, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার এবং সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখের কথা বলেন অথচ পুঁজিবাদ জন্ম দেয় দাসত্ব, অসাম্য, সামাজিক বিরোধ, অপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার ও স্বেচ্ছাচারী শাসন। পুঁজিবাদ প্রকৃতই সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক দুর্দশার জন্ম দেয়। হাসামী মনে করেন, মার্কসের দার্শনিক রচনায় ব্যবহৃত ভাষা থেকে মনে হয় মার্কস পুঁজিবাদকে একটি অন্যায় ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করেন। হাসামী এক্ষেত্রে মার্কসের একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেন যেখানে মার্কস বলেন, পুঁজিবাদ জন্ম দেয় "প্রলেতারিয়েতের দুর্দশা ও উৎপাদনে অরাজকতা, ধন বন্টনের তীব্র অসমতা..."[৩৮] হাসামী বলেন, এ ধরনের উক্তি সম্পদের ব্যাপক অসাম্যের চিত্রকে তুলে ধরে, যেখানে এক শ্রেণী সম্পদ তৈরী করে এবং অন্য শ্রেণী তা ভোগ করে। এখানে উৎপাদকের জীবনের দারিদ্র ও দুর্দশাকে অবজ্ঞা করা হয়। সমাজের একটি শ্রেণী বৈষয়িক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সৃষ্টিকে নিজের করে নেয় এবং এর ফলে সমাজের অন্য শ্রেণীকে সমাজের যাবতীয় ভার বহন করতে হয়। এ ধরনের সামাজিক বাস্তবতা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অন্যায়ের দিককেই তুলে ধরে।

বাজারে শ্রমশক্তির ক্রয়-বিক্রয় সম্বন্ধে মার্কস বলেন, "...এই ঘটনা (শ্রমশক্তির ক্রয় বিক্রয়) নিঃসন্দেহে ক্রেতার (পুঁজিপতির) জন্য সৌভাগ্যসূচক কিন্তু বিক্রেতার (শ্রমিকের) প্রতিও তা কোনো ক্রমেই অন্যায় নয়।"[৩৯] হাসামী বলেন, মার্কসের এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অনেকে পুঁজিবাদী শোষণকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেন। এ ক্ষেত্রে তাঁরা মার্কসের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতকে বিবেচনা না করেই একটা

---

[৩৭] Ziyad. I Hasami, "Marx on Distributive Justice", *MJH*, p. 42

[৩৮] মার্কস ও এঙ্গেলস, "কমিউনিস্ট পার্টির ইসতেহার", *মার্ক্সস*, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ পৃ. ৪৯

[৩৯] মার্কস, পুঁজি, খন্ড-১, অংশ-১, পৃ. ২৪৬

Dhaka University Institutional Repository

ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেন। হাসামী মনে করেন, মার্কস এক্ষেত্রে আসলে পুঁজিবাদের প্রতি ব্যঙ্গ করেন। তাঁর ভাষায়,

> " প্রকৃতপক্ষে তারা যে বিষয়টিকে ভিত্তি বলে ধরেছেন তা ভ্রান্ত - এটি এমন একটি প্রেক্ষাপটে ঘটে যেখানে মার্কস স্বাভাবিক ও সরাসরিভাবে পুঁজিবাদের প্রতি ব্যঙ্গ করেন।"[৪০]

হাসামী তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বলেন, মার্কস উপরোক্ত বক্তব্যের পরেই শোষণকে একটা কৌশল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এরপর মার্কস বলেন, "আমাদের পুঁজিপতি এই অবস্থা দূরদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিল, আর সেটাই ছিল তার হাসির কারণ। অবশেষে কৌশল সফল হয়, অর্থ পরিবর্তিত হল পুঁজিতে।"[৪১] মার্কসের এ বক্রব্যের প্রেক্ষিতে হাসামী বলেন, মার্কস প্রকৃত অর্থে পুঁজিপতি কর্তৃক শ্রমশক্তি শোষণ কৌশলকেই দেখিয়েছেন। হাসামী বলেন, মার্কস তাঁর অন্যান্য রচনায় অনেক ক্ষেত্রেই শোষণকে স্পষ্টভাবে ডাকাতি, জবর দখল (esurpation), আত্মসাৎ (embezzlement), লুট (plunder), যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্য (booty), চুরি, কেড়ে নেয়া ও প্রতারণা (swindling), এ সকল ভাষায় অভিহিত করেন। উদাহরণ হিসেবে তিনি মার্কসের একটি বক্তব্য তুলে ধরেন যেখানে মার্কস বলেন, "অন্যের শ্রম চুরির উপর ভিত্তি করেই সম্পদ তৈরী হয়।"[৪২]

হাসামীর মতে, এক্ষেত্রে মার্কস খুব স্পষ্টভাবেই উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণকে চুরি হিসেবে বিধৃত করেন। হাসামী বলেন, যখন পুঁজিপতি শ্রমিককে লুট করে, তখন পুঁজিপতি যা সংগ্রহ করে সেটা পুঁজিপতির অধিকারভুক্ত নয়। আর এ প্রক্রিয়া ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। সেটা প্রকৃত অর্থে শ্রমিকেরই প্রাপ্য। পুঁজিপতি যুগপৎ লুণ্ঠন করে এবং শ্রমিকের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে- এটা কোনো অর্থপূর্ণ বক্তব্য হতে পারে না।

হাসামী মনে করেন, মার্কস *গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা*-য় বন্টন ন্যায়ের দুটি নীতির কথা বলেন। তা হলো: (১) শ্রম অবদান অনুযায়ী বন্টন (২) প্রয়োজন অনুযায়ী বন্টন। মার্কস প্রদত্ত এ বন্টন-নীতি অনুযায়ী পুঁজিবাদী বন্টন ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় কিনা সেটাই হাসামীর বিবেচনার

---

[৪০] Ziyad.I Husami, "Marx on Distributive Justice", *MJH*, pp 44-45
[৪১] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-১, পৃ. ২৪৬
[৪২] Marx, *Grundrisse*, p. 705

Dhaka University Institutional Repository

মূল বিষয়। হাসামীর কাছে নৈতিকতার সমাজতত্ত্ব এবং নৈতিক তত্ত্ব-এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মার্কস নৈতিকতার সমাজতত্ত্বে নৈতিকতার সামাজিক উৎসকে ব্যাখ্যা করেন যা তার ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাধারণত উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সাথে নৈতিকতারও পরিবর্তন ঘটে। কিন্তু একটি উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে একাধিক ধরনের নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে যা সেই সমাজের গঠন ও শ্রেণী পার্থক্য অনুযায়ী হয়ে থাকে। অতএব, সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি ও শ্রেণীসমূহের অবস্থানের সাথে নৈতিক অবস্থান জড়িত। এ থেকে হাসামী বলেন, জীবন ধারণের অবস্থা ও চিন্তার ধরনের কারণে প্রতিটি শ্রেণীর নৈতিক চেতনা পৃথক পৃথক। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর নৈতিকতাবোধ পৃথক হতে বাধ্য। শাসক শ্রেণী সেই বন্টনকেই ন্যায়সঙ্গত মনে করে যা তার জন্য লাভজনক, অপরদিকে সম্পত্তিহীন শ্রেণী তার স্বার্থকেই ন্যায়সঙ্গত মনে করে। সব শোষক শ্রেণীই তার স্বার্থকে সমাজের সাধারণ স্বার্থ হিসেবে স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

হাসামী বলেন, একটি সমাজের বন্টন ব্যবস্থাকে শাসক শ্রেণীর নৈতিক মানদন্ড থেকে পৃথক অপর একটি মানদন্ড দিয়ে বিচার বা মূল্যায়ন করা যায়। প্রলেতারিয়েত শ্রেণী তার নৈতিক মানদন্ড দিয়ে বিদ্যমান বন্টন, উৎপাদিত সম্পদ ও আয়ের নেতিবাচক মূল্যায়ন করতে পারে। তেমনিভাবে, বুর্জোয়াদের স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে যে ধারণা সেটা তাদের শ্রেণী স্বার্থেরই প্রকাশ। এর বিপরীতে প্রলেতারিয়েতেও স্বাধীনতা ও সাম্য সম্পর্কে ভিন্ন ধারণায় উপনীত হতে পারে। হাসামী মনে করেন, শাসক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠিত আধিপত্যশীল ধারণা ও নীতির বিপরীতে স্বতন্ত্র ধারণা ও নীতি থেকে পুঁজিবাদের সামাজিক ও নৈতিক সমালোচনা সম্ভব। হাসামী বলেন,

> "... প্রলেতারীয় ন্যায়পরতার মানদন্ডের ভিত্তিতে প্রলেতারিয়েট শ্রেণী এবং তাদের প্রতিনিধিগন কর্তৃক পুঁজিবাদের যে সমালোচনা মার্কস দেখিয়েছেন তা বৈধ।"[৪৩]

হাসামীর মতে, মার্কসের নৈতিকতার সমাজতত্ত্ব এসব প্রদর্শন করে না যে, একটি উৎপাদন পদ্ধতিকে অন্য একটি উৎপাদন পদ্ধতির মানদন্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বৈধভাবেই ব্যবহার করা যায়। মার্কস বরং এটা মনে করেন যে, সে নৈতিকতার বাস্তবায়ন ঘটবে তার বাস্তব সামাজিক অস্তিত্বের মধ্যে দিয়ে। হাসামী মনে করেন, মার্কস শ্রমের ঐতিহাসিক রূপের উপর শ্রমের আদর্শিক

[৪৩] Ziyad. I. Husami, "Marx on distributive Justice", *MJH*, p-49

Dhaka University Institutional Repository

মূল্যবোধকে প্রয়োগ করেন। উদীয়মান শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েত নতুন সমাজের বাহক হবার কারণে তারা ভবিষ্যত সমাজের দৃষ্টিকোন প্রয়োগ করে বুর্জোয়া সমাজের সমালোচনা করেন। হাসামী বলেন,

> "... প্রলেতারিয়েট শ্রেণী এবং তাদের প্রতিনিধিরা ভবিষ্যতের সমাজ ব্যবস্থা এবং সে সমাজের আদর্শের প্রেক্ষিতে বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার সমালোচনা করেন।"[৪৪]

এ থেকে হাসামী মনে করেন, ভবিষ্যত সমাজের অবস্থান ও আদর্শ দিয়ে বিদ্যমান সমাজকে সমালোচনা করা সম্ভব এবং মার্কস তা যথার্থভাবেই করেছেন। পুঁজিবাদী সমাজে শোষক শ্রেণী শোষণকে ন্যায়সঙ্গত মনে করে কিন্তু শোষিত শ্রেণী তা মনে করে না। হাসামী মনে করেন, মার্কস এক্ষেত্রে সচেতন শ্রোষিত শ্রেণীর পক্ষেই কথা বলেন। সমাজের প্রতিটি শ্রেণী নিজের অবস্থান থেকে এবং নিজস্ব মূল্যবোধের ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ককে মূল্যায়ন করে, বিদ্যমান উৎপাদন পদ্ধতির মানদন্ড দিয়ে বিচার করে না। হাসামী তাঁর মতের সমর্থনে মার্কসের নিম্নোক্ত বক্তব্য তুলে ধরেন। মার্কস বলেন,

> "The recognition... of the products as its own, and the judgement that its separation from the conditions of its realization is improper-forcibly imposed- is an enormous (advanced in) awareness ... itself the product of the mode of production resting on capital, and as much the knell to its doom..."[৪৫]

এ থেকে হাসামী মনে করেন, প্রলেতারিয়েত শ্রেণী সমাজের বিদ্যমান বন্টনকে অযথার্থ বলেই মনে করে। তাঁর মতে, মার্কস আত্মপোলব্ধি, মানবতা, সামাজিক সম্প্রদায় ও সাম্য-এ সকল আদর্শকে কাঠামোগত বিষয় নয় বলে অগুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। কোনো তত্ত্বের যৌক্তিকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যবেক্ষণমূলক প্রপঞ্চের যথার্থতা দিয়ে মার্কস বিবেচনা করেন। ন্যায়পরতা যুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হয় এবং তা মার্কসের নৈতিকতার সমাজতত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারনে মার্কস

---

[৪৪] *Loc. cit*
[৪৫] Marx, *Grundrisse*, p.463

Dhaka University Institutional Repository

বৈধভাবেই প্রলেতারীয় বা পুঁজিবাদ উত্তর সমাজের মানদন্ড দিয়ে যথাযথভাবেই পুঁজিবাদকে মূল্যায়ন করেন। হাসামী বলেন,

> "... for Marx, the desirability of the principles of justice should be settled by argument. Consistent with his Marx's sociology of morals, Marx can validly use proletarian or post capitalist standards, including standards of justice, in evaluating capitalism."[৪৬]

হাসামী মনে করেন, মার্কস *গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা* তে শ্রম অবদান অনুযায়ী প্রাপ্তি ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাপ্তি এ দুটি নীতিকেই তাঁর বন্টন নৈতিকতা বিষয়ক মত প্রকাশের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেন। কমিউনিজমে শ্রেণী অবসানের মধ্যে দিয়েই সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের অবসান হবে- এটাই হলো মার্কসের নৈতিকতা। একে হাসামী পুঁজিবাদের চেয়ে অগ্রসর বন্টন ব্যবস্থা হিসেবে চিহ্নিত করেন। সমাজতান্ত্রিক বন্টন ব্যবস্থায় উৎপাদক নিজে ন্যায়সঙ্গত আচরণ পাবে, কেননা এ ক্ষেত্রে তার প্রাপ্য হবে তার শ্রম অবদান অনুযায়ী। পুঁজিবাদে উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকের প্রতি অন্যায় করা হয়। কেননা, এক্ষেত্রে শ্রমিককে তার শ্রম অবদান অনুযায়ী প্রাপ্য প্রদান করা হয় না। পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রমশক্তির একটা অংশ আত্মসাৎ করে, এ কারণেই পুঁজিবাদে শ্রমিক শোষিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ন্যায়পরতা এই শোষণের অবসানের কথা বলে। হাসামী মনে করেন, মার্কস মানুষকে কতগুলো প্রতিষ্ঠান ও ব্যবস্থার মধ্যে দেখেননি। এভাবে দেখলে সম্পূর্ণ মানুষ প্রত্যয়টি হারিয়ে যায়। হাসামী বলেন,

> " একজন মানুষ শুধু একজন শ্রমিক নয়, সে এর থেকে বেশি কিছু, সে এমন একজন ব্যক্তি যে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা দ্বারা পরিপূর্ণ।"[৪৭]

মানুষকে কেবল শ্রমিক হিসেবে দেখলে মানুষের ধারণাকে বিমূর্তভাবেই দেখা হবে। সমাজতান্ত্রিক ন্যায়পরতায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কমিউনিষ্ট ন্যায়পরতা মানুষের আত্মবাস্তবায়নের সাথে জড়িত। এই দুই স্তরের বন্টন ন্যায়পরতাই শোষণ ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসান ঘটিয়ে বিষয়াবলীর ওপর মানুষের যৌক্তিক ও যৌথ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এই নিয়ন্ত্রণই হলো স্বাধীনতা।

---

[৪৬] Ziyad I. Husami, "Marx on Distributive Justice", *MJH*, p-56

[৪৭] *Ibid*, p.60

Dhaka University Institutional Repository

হাসামীর মতে, পুঁজিবাদে মানুষের চাহিদা বা প্রয়োজন বিবেচ্য হয় না, উৎপাদনের প্রধান লক্ষ্য থাকে মুনাফা। মুনাফার লক্ষ্যটাই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে। পুঁজিবাদে একদিকে সম্পদের সীমাহীন কেন্দ্রীভবন ঘটে, অপরদিকে থাকে ব্যাপক মানুষের সীমিত ভোগ ক্ষমতা। অপর্যাপ্ত আয় মানুষের চাহিদা পূরণকে অসম্ভব করে তোলে। এ থেকে হাসামী বলেন, পুঁজিবাদী শোষণ, শ্রম অবদান অনুযায়ী প্রাপ্তি ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাপ্তি - এ দুটি ন্যায়পরতার মানদন্ডকে লঙ্ঘন করে। হাসামীর মতে, মার্কসের চূড়ান্ত লক্ষ্য বিপ্লব হলেও মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে কিছু সংস্কারের কথা বলেন। সংস্কারবাদী না হয়েও সংস্কারের কথা বলা যায়। মার্কস পুঁজিবাদের মধ্যেও আয়ের পূনর্বন্টনের কথা বলেন। সব কিছু অথবা কিছুই না শ্রমিকদের এ ধরনের রাজনৈতিক কৌশলকে মার্কস প্রত্যাখ্যান করেন। মার্কস এ ধরনের কৌশলকে নৈরাজ্যবাদী, রাজনৈতিকভাবে উদাসীন অথবা গঠনমূলক কর্মকান্ড থেকে বিরত থাকা বলে মনে করতেন । এর ব্যবহারিক তাৎপর্য দাঁড়ায় বিপ্লব পর্যন্ত শোষণের মাত্রা তীব্রতরই থাকবে। হাসামী মনে করেন, এর বিপরীতে মার্কস সংস্কারের কথা বলেন যে সংস্কার বিপ্লবের লক্ষ্যে গিয়ে পৌছবে। হাসামী বলেন,

> "...শ্রমিক শ্রেণী সংস্কারবাদী না হয়েও অর্থাৎ শ্রমের মূল্য ব্যবস্থার উচ্ছেদের দিকে দৃষ্টিপাত না করেও সংস্কারের জন্য সংগ্রাম করতে পারে।"[৪৮]

এক্ষেত্রে হাসামী উদাহরণ হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির ইসতেহার- এ বর্ণিত দশ দফা কর্মসূচীর কথা উল্লেখ করেন। সংস্কার সম্পর্কে হাসামী বলেন, মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ভেতরও ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে দর কষাকষি করে শোষণ কমানোর কথা বলেন, অথচ মার্কস পুঁজিবাদের পক্ষের প্রবক্তা ছিলেন না। তিনি ছিলেন শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষের। হাসামী মনে করেন, মার্কসের মধ্যে ব্যাখ্যামূলক ও মূল্যায়নমূলক এই দুটি দিকই রয়েছে। মার্কস তাঁর ব্যাখ্যামূলক দিকটিতে পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানের ভেতর কি করে পুঁজিবাদ ক্রিয়া করে তা ব্যাখ্যা করেন। অপরদিকে মূল্যায়নমূলক দিকটিতে মার্কস পুঁজিবাদকে সমালোচনা করেন প্রলেতারীয় নৈতিকতার ভিত্তিতে। হাসামী মনে করেন, মার্কস কর্তৃক পুঁজিবাদের মূল্যায়নমূলক দিকটি আইনী নয় বরং নৈতিক। হাসামীর ভাষায়,

> "Marx's evaluation of capitalist distributive arrangements is overwhelmingly moral, not legal. He regarded capitalism as unjust primarily because, as an exploitative system, it does not proportion reward to labour

[৪৮] *Ibid*, p-74

Dhaka University Institutional Repository

contribution, and because it is not oriented to satisfy human needs, least of all the needs of the producers, within its own productive possibilities. Capitalist distributive arrangements issue in a morally objectionable comparative treatment of individuals belonging to the different social classes, or in an objectionable allotment of benefits and burdens."[৪৯]

হাসামী মনে করেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পত্তিহীন অগনিত মানুষ অধিকাংশ সামাজিক দায়িত্বের ভার বহন করে কিন্তু ভোগ করে সবচেয়ে কম। সম্পত্তিবান শ্রেণীর স্বল্প সংখ্যক মানুষ সামাজিক দায়িত্বের সবচেয়ে কম ভার বহন করে অথচ ভোগ করে সবচেয়ে বেশী। এভাবে সম্পত্তিবান শ্রেণী সম্পত্তিহীন শ্রেণীকে ব্যবহার করে। সম্পত্তি, আয় ও বন্টনের ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ অন্যায়ভাবে অসাম্যের সাথে জড়িত। এই অসাম্য শ্রেণী ক্ষমতা ও জীবনের সুযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান। মানুষকে পরাধীন করে রাখার ক্ষেত্রে পুঁজিবাদী অন্যায় ব্যবস্থা জড়িত। এ ক্ষেত্রে শ্রমিককে শ্রমশক্তি বিক্রি ও উদ্বৃত্ত উৎপাদনে বাধ্য করা হয়। পুঁজিবাদে সমাজের সদস্যরা যৌথ ও যৌক্তিকভাবে জীবনের সাধারণ বিষয়াবলীকে, বিশেষত উৎপাদন ব্যবস্থাকে যৌথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে না। সার্বিকভাবে এটা বলা যায় যে, হাসামী একটা প্রলেতারীয় নৈতিকতাকে দাঁড় করিয়ে তার ভিত্তিতে পুঁজিবাদকে সমালোচনা করেন এবং পুঁজিবাদকে একটি অন্যায় ব্যবস্থা হিসেবে নৈতিকভাবে মূল্যায়ন করেন।

বন্টনমূলক ন্যায় বিষয়ক মার্কসীয় চিন্তার মধ্যে একটি নৈতিক দিক আছে বলে জন এলস্টার মত প্রকাশ করেন। মার্কসের রচনার মধ্যে শোষণ বিষয়ক দুই ধরনের ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যায়। প্রথমত: যে সমাজে শোষণ বিদ্যমান থাকে সে সমাজকে নৈতিকভাবে সমালোচনা করা যায়। শোষণ অন্যায় বলে তা নৈতিকভাবে সমালোচনাযোগ্য। যে সমাজ শোষণকে স্বীকার করে সে সমাজের অবসান হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত: শোষণ শোষিতকে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে

[৪৯] *Ibid*, pp. 78-79

Dhaka University Institutional Repository

উদ্যোগ গ্রহণের যুক্তি তৈরী করে দেয় এবং এর বিরুদ্ধে উদ্যোগ গ্রহণের ব্যাখ্যা হাজির করে দেয়। জন এলস্টার আলোচনা করেছেন মূলত: শোষণের নৈতিক তত্ত্বকে ঘিরেই। এলস্টার বলেন,

> "I consider the question of the injustice of exploitation, arguing that Marx had a theory of justice that supported both his condemnation of exploitation and his conception of communism."[৫০]

এলস্টার মনে করেন, শোষিত হওয়া মানেই মৌলিকভাবে নিজের ভোগের বস্তু তৈরী করতে যে সময় প্রয়োজন তার চেয়ে অতিরিক্ত সময় কাজ করা। বাজারে বিনিময়ের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত শ্রমকে আহরণ করাই হচ্ছে শোষণ। কিন্তু এ ব্যাখ্যার সমস্যা হলো এর মাধ্যমে দাস শোষণকে অর্থাৎ বাজারের বাইরের শোষণকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এলস্টার মনে করেন, উদ্বৃত্ত শ্রম শোষণের ক্ষেত্রে অর্থনীতি বহির্ভূত বল প্রয়োগ ও বাজারের শোষণের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। শ্রমিকদের পরাধীন করার মধ্যে দিয়েই কেবল উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করা সম্ভব। উৎপাদনের উপায়ের উপর শ্রমিকের কোনো অধিকার না থাকার কারণে উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি আহরণ করা সম্ভব হয়। উৎপাদনের উপায়ের উপর শ্রমিকদের এই অধিকারহীনতাই বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি তৈরী করে। এলস্টার মনে করেন, পুঁজিবাদ ঐতিহাসিকভাবে হলো বাজার অর্থনীতির কেন্দ্রীয় রূপ যেখানে শ্রমশক্তি পণ্য হিসেবে বাজারে ক্রয় বিক্রয় হয়। পুঁজিবাদে বহুবিধ শোষণ থাকলেও মুজুরী শোষণই প্রধান। এলস্টার বলেন, "... বাজারের শোষণ ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আকারটি হলো শ্রমবাজারের শোষণ।"[৫১]

এলস্টারের মতে, মার্কসের ব্যাখ্যা কেবল অর্থনৈতিক নয়, তার মধ্যে শ্রেণী ও রাজনৈতিক বিবেচনা ছিল। শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ, পুঁজিপতি শ্রেণীর স্বার্থ ও সমাজ এ তিনটি অবস্থান থেকে মার্কস বিষয়গুলোকে আলোচনা করেন। এলস্টার বলেন,

> " 'শোষণ' কথাটির মধ্যে অন্যায়ের ব্যঞ্জনা রয়েছে। শোষণকে অন্যায় বলার অর্থ দাঁড়ায় তার অবসান হওয়া উচিত।"[৫২]

---

[৫০] Jon Elster, *Making sense of Marx*, p. 167

[৫১] *Ibid*, p.18

[৫২] *Ibid*, pp. 200-201

Dhaka University Institutional Repository

এলস্টার মনে করেন, শোষণ কথাটির একটি নৈতিক দিক রয়েছে। শোষণ শব্দটি একটি মূল্যবোধক পদ যা থেকে অন্যায়ের ধারণা ব্যক্ত হয়। এলস্টারের মতে, মার্কসের বক্তব্যের মধ্যে কিছু পারস্পরিক বিরোধিতা থাকলেও মার্কসের শোষণ তত্ত্ব ও কমিউনিজমের ধারণার মধ্যে তাঁর ন্যায়পরতা বিষয়ক নীতি সুস্পষ্ট। মার্কস ন্যায়পরতার নীতির কথা বলেছেন, তবে তা যথাযথভাবে বর্ণনা করেননি। তাঁর মতে, শ্রম অবদান অনুযায়ী ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাপ্তির নৈতিক নীতিকে মার্কস পুঁজিবাদের সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। এলস্টার মনে করেন, মার্কসের চিন্তার মধ্যে একটা প্রায় এরিস্টটলীয় ভাল জীবনের ধারণা রয়েছে। তিনি একথাও মনে করেন যে, মার্কস পুঁজিবাদী শোষণকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেননি। মার্কস ইতিহাস অতিবর্তী ন্যায়পরতার ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করলেও ন্যায়পরতার ধারণাকে নাকচ করেননি। তার মতে, মার্কস বণ্টন-ন্যায়পরতার অবস্থান থেকে পুঁজিবাদকে সমালোচনা করেন এবং তার "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা" তে দুই স্তর বিশিষ্ট বণ্টননীতি উপস্থাপিত করেন। এলস্টারের মতে, মার্কস পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যেকার বিনিময় সম্পর্ককে, ডাকাতি, লুণ্ঠন ও চুরি প্রভৃতি শব্দ দিয়ে আখ্যায়িত করেন। এ থেকে প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হয় যে, মার্কস এসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে অন্যায় শব্দটি ব্যবহার করেননি। মার্কসের ব্যবহৃত চুরি কথাটিকে এলস্টার বিশেষ অর্থে ব্যাখ্যা করেন। স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী একজনের মালিকানার বিষয়কে অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হলো চুরি। এলস্টারের ভাষায়ঃ

> "প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী স্বাধীনভাবে কারও অধিকারে যা কিছু থাকে বা বুর্জোয়া নিয়মানুযায়ী কারও অধিকারে যা কিছু থাকে - এ দুইয়ের মধ্যে যে কোনটি ভুলভাবে নিয়ে নেওয়াকে চুরি বলে নির্দেশ করা যায়।"[৫৩]

তিনি মনে করেন, পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত-মূল্য আহরণ ন্যায়সঙ্গত নয়। প্রত্যেকে তার শ্রম অবদান অনুযায়ী পাবে-পুঁজিপতি এই নীতিকে লংঘন করে। এলস্টার বলেন, পুঁজিবাদী শোষণে দ্বৈত অন্যায় রয়েছে। পুঁজিবাদ সম-অধিকারের অবদান নীতি ও প্রয়োজন নীতি-এ দুটির কোনটিকেই অনুসরণ করে না। এলস্টার শেষ পর্যন্ত বলেন, মার্কসের কাছে চূড়ান্ত মূল্যবোধ ছিল ব্যক্তির আত্মবাস্তবায়ন।

---

[৫৩] *Ibid.* p.224

Dhaka University Institutional Repository

গ্রে ইয়ং বলেন, মার্কস তাঁর *পুঁজি* গ্রন্থে শ্রম ও পুঁজির বিনিময়কে ক্রেতার জন্য সৌভাগ্যসূচক এবং বিক্রেতার প্রতি তা কোনোভাবেই অন্যায় নয় বলেন। *পুঁজি* গ্রন্থের অপর এক স্থানে তিনি আবার পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত আহরণকে বার্ষিক খাজনা আদায় হিসেবে দেখেন।[৫৪] ইয়ং মনে করেন, পুঁজিপতি যেহেতু শ্রমিককে আত্মসাৎ করে সেহেতু তা কোনোভাবেই ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা হতে পারে না। তাঁর মতে, মার্কস যখন এক সাথে শ্রমিককে লুণ্ঠনের কথা এবং শ্রমিকের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণের কথা বলেন, তখন মার্কস আসলে দুটি স্বতন্ত্র প্রসঙ্গে কথা বলেন। একটি হলো বাজারে মজুরি বিনিময় এবং অপরটি হলো উৎপাদনের পর্যায়। শ্রমিক যখন বাজারে শ্রমশক্তি বিক্রির বিনিময়ে মজুরি গ্রহণ করে তখন তার প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণই হয় কিন্তু শ্রমিক শোষিত হয় উৎপাদনের পর্যায়ে। এ পর্যায়ে শ্রমিককে শোষণ করে উদ্বৃত্ত-মূল্য আহরণকেই লুণ্ঠন ও অন্যায় হিসেবে চিত্রিত করেন, বাজারের মজুরি বিনিময়কে নয়। এ থেকে ইয়ং মনে করেন, বাস্তবে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে ন্যায়সঙ্গত নয়। তিনি মনে করেন, শ্রমশক্তির বিক্রেতা হিসেবে শ্রমিকের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হয়। কেননা মার্কস মনে করতেন, শ্রমিক বাজারে মজুরি আকারে তার শ্রমশক্তির মূল্য পায়। কিন্তু উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় উৎপাদক হিসেবে শ্রমিকের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হয় না।[৫৫]

মার্কসের মতে, শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিক দুটি স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে। বাজারে সে শ্রমশক্তির মালিক ও সম্ভাব্য বিক্রেতা হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং তার শ্রমশক্তি বিক্রির মধ্যে দিয়ে প্রকৃত বিক্রেতা হয়ে উঠে। কিন্তু শ্রমশক্তি বিক্রি করে ফেলার পর সে আর বিক্রেতা নয়। শ্রমশক্তির ক্রেতা হিসেবে পুঁজিপতি হলো মালিক এবং তখন শ্রমিক হয় পুঁজির জীবন্ত অংশ। শ্রম বিক্রেতা এবং পুঁজির জীবন্ত অংশ এ দুটি পর্যায়কে মার্কস একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মনে করেননি। বাজারের মাধ্যমে মূল্যের বণ্টন ন্যায়সঙ্গত হলেও উৎপাদনের উপায়ের উপর বিদ্যমান শ্রেণী মালিকানার ধরণটা ন্যায়সঙ্গত নয়। তাই ইয়ং বলেন, বিনিময়ের পর্যায়ে শ্রমিকের প্রতি ন্যায়সঙ্গত আচরণ করা হয় বলে মার্কস মনে করলেও উৎপাদনের পর্যায়ে শ্রমিকের প্রতি অন্যায় করা হয় বলেই তিনি মনে করতেন। এ দিকটি বাজারের ন্যায় নয় বরং সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদনকেই ন্যায়সঙ্গত বলার বৈধতাকে নাকচ করে।[৫৬] ইয়ং মনে করেন, মার্কস, যেখানে

---

[৫৪] Gray young "Doing Marx Justice", *Canadian journal of philosophy*, Supplementary vol. vii, 1981, p.251

[৫৫] *Ibid*, P. 253

[৫৬] *Ibid*, p. 225

Dhaka University Institutional Repository

বিনিময়ের ন্যায্যতাকে উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যতার ভিত্তিতে বিচার করেন, সেক্ষেত্রে মার্কস আসলে বিনিময়ের পর্যায়ের চুক্তির আইনগত রূপকেই তুলে ধরেন।[৫৭] মার্কস মনে করেন, বিনিময়ের পর্যায়ে শ্রমিকেরা পুঁজিপতি কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়। ইয়ং বলেন, মার্কস লুণ্ঠন কথাটিকে অলঙ্কারিক অর্থে ব্যবহার না করে, স্বাভাবিক প্রয়োগ অর্থে অন্যায়কেই বুঝিয়েছেন। ইয়ং এক্ষেত্রে মার্কসের একটি বক্তব্য তুলে ধরেন যেখানে মার্কস বলেন, " অন্যের শ্রম চুরির উপর ভিত্তি করেই সম্পদ তৈরী হয়..."[৫৮]

ইয়ং বলেন, পুঁজিপতি তার স্বার্থের জন্য শ্রমিককে শোষণ করার জন্য যে মরিয়া হয়ে উঠে সে বিষয়টি মার্কস তার *পুঁজি* গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। মার্কস এখানে উদ্বৃত্ত শ্রমের প্রতি পুঁজিপতির লোলুপতাকে দেখেন। ইয়ং মনে করেন, পুঁজিপতি শ্রমিকের শ্রমশক্তি চুরি করার মধ্যে দিয়ে শ্রমিকের স্বাস্থ্য চুরি করে। তিনি শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও সময় চুরি করাকে ন্যায়সঙ্গত বলে মনে করেন না।[৫৯] ইয়ং এর মতে, মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদনকে পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিনিময় হিসেবে দেখেন। ন্যায়পরতার সঙ্গতিবাদী তত্ত্ব কেবলমাত্র বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, উৎপাদনের পর্যায়ে তা প্রযোজ্য নয়। উদ্বৃত্ত আহরণের ক্ষেত্রে একে প্রয়োগ করা যায় না। ইয়ং বলেন, মার্কস মনে করতেন, পুঁজিপতি পুঁজিবাদী উৎপাদনের নির্বাহক এবং উৎপাদনের এজেন্ট হিসেবে শ্রমিককে উদ্বৃত্ত উৎপাদনে বাধ্য করে। উদ্বৃত্ত মূল্যের উপর পুঁজিপতি যে অধিকার কায়েম করে সেটা পণ্য বিনিময়ে তার যে অধিকার থাকে তার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। উদ্বৃত্ত মূল্য পুঁজিপতির শ্রমের ফসল নয়, এটা হলো শ্রমিককে লুণ্ঠন বা চুরি।

মার্কস যখন বলেন, পুঁজিবাদী শোষণ হচ্ছে চুরি, তখন সেটা হয়ে দাঁড়ায় অন্যায়। মুনাফার উপর পুঁজিপতির অধিকার আসে পণ্য বিনিময়ের নিয়ম থেকে, সেটা হলো বাজার অধিকার। বাজার অধিকারে একজন ক্রেতা ও অপরজন বিক্রেতা হিসেবে ভূমিকা রাখার অধিকার পায়। কিন্তু উৎপাদনের পর্যায়ে 'পুঁজির জীবন্ত অংশ' হিসেবে শ্রমিকের কোনো অধিকার থাকে না। ফলে শ্রমিক হয় শোষিত। অধিকারের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করেই মার্কস একথা বলেন। ইয়ং বলেন,

---

[৫৭] *Loc. cit*

[৫৮] Marx, *Grundrisse* p.705

[৫৯] Gray young, "Doing Marx Justice", *Canadian Journal of Philosophy*, Supplementary, Vol. Vii, 1981 pp.257

Dhaka University Institutional Repository

"... যখন মার্কস বলেন যে, শ্রমিকের কাছ থেকে উদ্বৃত্ত মূল্য নিয়ে নেওয়াটা হচ্ছে পুঁজিপতি কর্তৃক ডাকাতি, তিনি 'ডাকাতি' কথাটিকে স্বাভাবিক অর্থে ব্যবহার করেন যেখানে ডাকাতিটা হচ্ছে অন্যায়।"[৬০]

ইয়ং মনে করেন, পুঁজির আদি সঞ্চয় যদি লুণ্ঠন হয়ে থাকে তবে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সংসদীয় আইনী শোষণও লুণ্ঠন । কোন কিছু আইনী হলেই তা যে ন্যায়সঙ্গত হবে এমন কোন কথা নেই। যদি আদি সঞ্চয় লুণ্ঠন হয় এবং সেটা যদি অন্যায় হয়, তাহলে অব্যাহত পুঁজিবাদী সম্পর্ক থাকলেও উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ করাটা ন্যায়সঙ্গত নয়।[৬১] ইয়ং বলেন, মার্কস স্বাধীনতা ও আত্মবিকাশের ধারণাকে আইনগত ও বিচারমূলক উভয়ভাবেই ব্যবহার করেন। মার্কসের কাছে মূল্য বিষয়ক সব বক্তব্য ছিল বিচারমূলক ও অ-বিচারমূলক এ দুইয়ের সাথেই সম্পৃক্ত। ইয়ং এর ভাষায়, "... মূল্যাবধারণ বিষয়ক ধারণাবলীকে মার্কস সেই দৃষ্টিতে দেখেছেন যেগুলোর বিচারমূলক এবং আদর্শগত প্রয়োগ আছে..."[৬২]

তিনি মনে করেন, মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে স্বাধীনতাহীন এবং অন্যায় হিসেবে সমালোচনা করেন, কেননা এ ক্ষেত্রে শ্রমিকের কাছ থেকে জোরপূর্বক উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করা হয়। এ কারণেই পুঁজিবাদী উৎপাদনে যুগপৎ স্বাধীনতা ও দাসত্ব বিদ্যমান যা ব্যক্তির আত্মবাস্তবায়ন ও বিকাশকে বাধাগ্রস্থ করে। এ থেকে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পর্কে ইয়ং বলেন, "এটা একই সাথে ন্যায় ও অন্যায় উভয়ই।"[৬৩] বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা হিসেবে পুঁজিবাদী উৎপাদনের এজেন্টরা স্বাধীন। এক্ষেত্রে তারা নিজেদের বিকশিত করতে পারে এবং ন্যায়সঙ্গত আচরণ পায়। কিন্তু যখন আমরা বিনিময় পর্যায় থেকে উৎপাদনের পর্যায়ের দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই দাসত্ব, লুণ্ঠন, ও বিকাশরুদ্ধতা। ইয়ং এর ভাষায়,

"বাজারের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে যদি সরাসরি পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি তবে আমরা দেখি যে, শ্রমিক শ্রেণীকে দাসে পরিণত করা হয়েছে, তাদের স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে এবং তাদের সাথে ডাকাতি করা হয়েছে।

---

[৬০] *Ibid, p.* 260
[৬১] *Ibid,* p. 263
[৬২] *Ibid,* p. 267
[৬৩] *Ibid* , p-268

Dhaka University Institutional Repository

মার্কস বলেন, আর সেটাই হচ্ছে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার মূলকথা এবং বাস্তবতা"[৬৪]

এ্যালান ই, বুচানান মনে করেন, মার্কসের চিন্তার মধ্যে ন্যায়পরতা ও অধিকারের বহুমুখী পর্যালোচনা রয়েছে।[৬৫] পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পুঁজিপতির কাছে শ্রমিক তার শ্রমশক্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়। কেননা শ্রমিক উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক নয়। পুঁজিবাদী বিনিময় সম্পর্কে মার্কসের বক্তব্যের এই বাধ্যতামূলক দিকটি বিবেচনায় রাখলে পুঁজিবাদী বিনিময়কে ন্যায়সঙ্গত বলা যায় না। বিনিময়ের পেছনে তাকালেই দেখা যায় যে, সেটা স্বাধীন নয়। কেননা এক্ষেত্রে পুঁজিপতি ও শ্রমিকের মধ্যে কোনো সাম্য থাকে না।[৬৬] বুচানান মনে করেন, বিনিময় ব্যবস্থা তখনই ন্যায়সঙ্গত হয় যখন তা সমানের সাথে সমানের বিনিময় হয়। বুচানান বলেন, প্রকৃত অর্থে মার্কস বিনিময়কে পুঁজিবাদী সমাজের উপরিভাগ হিসেবে দেখেন, মজুরি সম্পর্কটা এখানে আপাতভাবে ন্যায়সঙ্গত বলে আবির্ভূত হয়। পুঁজিবাদ স্বাধীনতা ও সাম্যের যে মানদন্ডের কথা বলে, তা তার অন্তর্গত স্বীকৃত এই মানদন্ডকেই লঙ্ঘন করে। বুচানান মনে করেন, অন্তর্গত সমালোচনা আইনের ধারণার উপর নির্ভরশীল নয়। পুঁজিবাদের অর্ন্তগত সমালোচনা সামাজিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে মার্কসের একটি গুরুত্বপুর্ণ অবদান। এই অন্তর্গত সমালোচনার অবস্থান থেকে মার্কস পুঁজিবাদকে ন্যায়সঙ্গত মনে করেননি। এ থেকে বুচানান বলেন, ন্যায়পরতা প্রসঙ্গে পুঁজিবাদের নিজস্ব মানদণ্ড অনুযায়ীই পুঁজিবাদ ন্যায়সঙ্গত নয়। মার্কস এই অন্তর্গত যুক্তি ব্যবহার করেই পুঁজিবাদকে অন্যায় ব্যবস্থা হিসেবে সমালোচনা করেন। বুচানান পুঁজিবাদের বাইরের কমিউনিষ্ট বা সমাজতান্ত্রিক বণ্টন নীতি অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বীকৃত নীতির বাইরের মানদণ্ড দিয়ে পুঁজিবাদকে সমালোচনা করেননি। কিভাবে কমিউনিস্ট বন্টন নীতি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে মার্কস তার বর্ণনা দিয়েছেন মাত্র।[৬৭]

টমাস কিইজ মনে করেন, মার্কস বন্টনকে কেবল উৎপাদনের ফলশ্রুতি হিসেবে না দেখে বণ্টনকে একটা সামগ্রিকতার মধ্যে দেখেন। বণ্টন কেবল উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন নয়, সেটা উৎপাদনের উপায়সমূহেরও বণ্টন। বণ্টনকে কেবলমাত্র উৎপাদন দিয়ে নির্ধারণ করার দৃষ্টিভঙ্গি হলো অর্থনৈতিক

---

[৬৪] *Ibid*, P.268
[৬৫] Allen E. Buchanan, The Marxian critique of Justice and Rights", *Canadian Journal of Philosophy*, Supplementary, vol, vii, 1981, pp. 269-270
[৬৬] *Ibid*, p. 275
[৬৭] *Ibid*, p.281

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারণবাদ। বন্টন প্রসঙ্গটি বিপ্লবের প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এবং একটা রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠিত বন্টনকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। কিইজ মনে করেন, পুঁজিবাদী বন্টন ব্যক্তির বিকাশে প্রতিবন্ধকতা হিসেবে বিরাজ করে এবং এখানে সমাজের ভালমন্দের ন্যায্য বন্টন হয় না।[৬৮] কিইজ এক্ষেত্রে ডোনাল্ড ভ্যান ডি. ভার এর বক্তব্য তুলে ধরেন যেখানে ডি. ভার বলেন, "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা"-তে মার্কসের বক্তব্য অদ্ব্যর্থকভাবে ন্যায্য বন্টনের ধারণাকে নাকচ করে না। মার্কস ন্যায্য বন্টনের বুর্জোয়া ধারণাকে কেবল প্রত্যাখান করেন না, ন্যায্য-বন্টনের বুর্জোয়া ধারণাকে বাজে কথা হিসেবে নাকচ করেন।[৬৯] ডি. ভার এর মতে, মার্কস ন্যায্য-বন্টনের ধারণা প্রসঙ্গে এ কারনে আপত্তি করেন যে, ন্যায্যবন্টন কথাটির অর্থ অনির্দিষ্ট ছিল। বুর্জোয়ারা ন্যায্যবন্টন কথাটিকে তাদের স্বার্থে অপব্যবহার করে। কিইজ বলেন, মার্কস যদি পুঁজিবাদী শোষণকে অন্যায় মনে না করতেন তাহলে তিনি কোন যুক্তিতে শোষণকে লুণ্ঠন, চুরি ও জোরপূর্বক আদায়-প্রভৃতি শব্দ দিয়ে সমালোচনা করেছেন। কিইজ মনে করেন, পুঁজিবাদী মানদণ্ড অনুযায়ীও শোষণ অন্যায়, কেননা শোষণ হলো দাম না দেয়া শ্রম। এ থেকে কিইজ বলেন,

> "সে (শ্রমিক) এই প্রক্রিয়ায় অন্যায়ভাবে শোষিত হয়, এমনকি তা পুঁজিবাদী মানদন্ডেও, কারণ সে তার শ্রমের একটা অংশের মূল্য পায় না"[৭০]

কিইজ বলেন, মার্কস যদি পুঁজিবাদী শোষণকে অন্যায় বলে মনে না করে থাকেন তাহলে কেন তিনি পুঁজিবাদীদের সমালোচনা করেছেন, জীবনের একটা বড় অংশ পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। একথা সত্য যে, মার্কস আকারগত নৈতিক ব্যবস্থার কথা বলেননি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মার্কসের অবস্থান ছিল নৈতিকতা শূণ্য। কিইজ মনে করেন, সীমিত ও দৃঢ় অর্থে নয়, ববং একটু নমনীয়ভাবে মানুষের মৌলিক শুভ বা মঙ্গলের অর্থের দিক থেকে নৈতিকতাকে বিবেচনা করলে এটা বলা যায় যে, মার্কসের মধ্যে মানুষের মঙ্গলের নৈতিকতা আছে যা থেকে মার্কস শোষণ ও পুঁজিবাদী বন্টনকে নৈতিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেন। নৈতিকতার এই বৃহত্তর অর্থে মার্কস পুঁজিবাদকে অন্যায় ব্যবস্থা বলে মনে করেন। এ থেকে কিইজ বলেন, মার্কসবাদীরা এটা যথার্থভাবেই দাবী করতে পারেন যে, তারা মার্কসবাদী ধরনের ন্যায়পরতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন।

---

[৬৮] Thomas W. Keyes, "Does Marx Have a concept of Justice?" *Plilospohical Topics*, Vol.13, No.2, Spring 1985, (Arakansas: University of Arakansas, 1985), p.289

[৬৯] Donald Van De Veer, 'Marx's View of Justice' in Thomas Keyes, 'Does Marx Have a concept of Justice,' pp.280-281

[৭০] Thomas W. keyes, "Does Marx have a cancept of Justice?" *philosoplical topics*, p.284

Dhaka University Institutional Repository

জেফরি এইচ রেইম্যান মনে করেন, ন্যায়পরতা সম্পর্কে মার্কসের অবস্থান কেবল বর্ননামূলক নয়, তা একই সাথে নির্দেশনামূলকও বটে। ন্যায়পরতা বিষয়ক মার্কসীয় মত যে কোনো সমাজের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তাঁর মতে, ন্যায়পরতা সম্পর্কে মার্কস তাঁর নিজস্ব মানদণ্ড দিয়ে পুঁজিবাদের সমালোচনা করেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত-মূল্য আহরণের জন্য শ্রমিককে কাজে বাধ্য করা ও চৌর্যবৃত্তি একটি স্বাভাবিক ব্যাপার যা পুঁজিবাদী মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। রেইম্যানের মতে, পুঁজির সমাজ কাঠামো এমনই যে, তাতে একজন অপরজনের উপর ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে পারে না। রেইম্যান বলেন, "গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা"-য় প্রত্যেকে তার সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী পাবার যে নীতি মার্কস ব্যক্ত করেছেন সেটাই মার্কস কর্তৃক পুঁজিবাদ সমালোচনা করার নৈতিক মানদণ্ড।[৭১]

চিরায়ত ও পশ্চিমা মার্কসবাদীদের উপরিউক্ত আলোচনার সামগ্রিক মূল্যায়ন থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, মার্কসীয় দর্শনে ন্যায়পরতার বিরুদ্ধবাদী টাকার-উড এবং তাদের সমর্থকদের প্রধান ত্রুটি হলো তারা মার্কসবাদের বর্ণনামূলক দিককেই মার্কসের নৈতিক অবস্থান যা মূল্যায়নমূলক দিক হিসেবে ভ্রান্তভাবে গ্রহন করেন। মার্কস তাঁর বর্ণনাগত দিকে কিভাবে উৎপাদন-পদ্ধতি অনুযায়ী বন্টন গড়ে উঠে সেটা ব্যাখ্যা করেন। একেই তাঁরা মার্কসের নৈতিক অবস্থান বলে গ্রহন করেন। ভ্রান্তভাবেই তাঁরা সব কিছুকে উৎপাদনের মধ্যে পর্যবসিত করেন। উৎপাদনের সাথে বন্টনের সম্পর্ক থাকলেও উৎপাদন ও বন্টন অভিন্ন নয়। উৎপাদনে শ্রমের অংশগ্রহনের রূপ অনুযায়ী বন্টন প্রণীত হলেও বন্টন ও উৎপাদন ভিন্ন বিষয় এবং উভয়ের মধ্যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে। উৎপাদনের সাথে বন্টন সম্পর্কের বিরোধও দেখা দেয় যা থেকে উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠে। তাই বন্টন উৎপাদন-ব্যবস্থার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে, সম্পর্কটা পারস্পরিক। টাকার-উড এবং তাদের সমর্থকেরা যান্ত্রিক ও একপেশেভাবে উৎপাদন ও বন্টন সম্পর্ককে বিবেচনা করেন। তাঁরা উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যতা দিয়ে বন্টনের ন্যায্যতাকে ব্যাখ্যা করেন। এক্ষেত্রে তাঁরা একটি উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে যে প্রধান দুটি শ্রেণী থাকে এবং তাদের নিজস্ব শ্রেণী অবস্থান অনুযায়ী যে তাদের স্বতন্ত্র নৈতিকতা তৈরী হয়-এ দিককে বিবেচনায় নেননি।

---

[৭১] Jeffrey H. Reiman, "The possibility of a Marxian Theory of Justice", *Canadian Journal of philosophy*, Supplementary , vol. vii, 1981, pp.307-308

Dhaka University Institutional Repository

তাঁরা মনে করেন, বিদ্যমান উৎপাদন পদ্ধতির বাইরের কোন মানদন্ড দিয়ে বিদ্যমান সমাজকে সমালোচনা করা যায় না। তাঁদের এ অবস্থানকে স্বীকার করে নিলে পুঁজিবাদের সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যান প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাঁরা যেন বলতে চান যা বাস্তব তাই নৈতিক। মার্কস সকল বাস্তবতাকে যৌক্তিক বা ন্যায়সঙ্গত মনে করেননি। মার্কস বরং পুঁজিবাদ বিরোধী মানদন্ড প্রয়োগ করে শ্রেণী বিরোধপূর্ণ ও শোষণমূলক বাস্তবতাকে পরিবর্তনের কথা বলেন। টাকার-উড এবং তাদের সমর্থকদের অবস্থান চূড়ান্ত অর্থে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে ন্যায়সঙ্গত হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চায় এবং পুঁজিবাদের সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনাকে নাকচ করে। উড ভ্রান্তভাবে ন্যায়পরতার ধারণাকে একটি আইনী প্রত্যয়ে পরিণত করেন এবং আইন দিয়ে ন্যায়পরতাকে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু আইনসঙ্গত আর ন্যায়সঙ্গত বিষয় দুটি অভিন্ন নয়। টাকার-উড পুঁজিবাদের অবভাষিক পর্যায় বাজার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে বন্টন সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করেন। তাঁরা উৎপাদনের পর্যায় যেখানে শোষণ সংঘটিত হয় তাকে বিবেচনা করেননি।

মার্কসীয় দর্শনে ন্যায়পরতার পক্ষাবলম্বী হাসামী ও এলস্টরের ব্যাখ্যার সীমাবদ্ধতা হলো তাঁরা মার্কসবাদের নৈতিক দিকটির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেন। ফলে মার্কসীয় মতবাদের বর্ণনাগত দিকটি অগুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাঁরা বর্ণনামূলক ও মূল্যায়নমূলক দুটি দিককে স্বীকার করলেও তাকে একটি সামগ্রিকতা ও দ্বান্দ্বিক একত্বের মধ্যে দেখেননি। অনেকটা দ্বৈতবাদী কায়দায় বর্ণনামূলক ও মূল্যায়নমূলক দিককে পৃথক করেন। ফলে তারা বন্টন-নৈতিকতার উপর অধিকতর গুরুত্ব দেন। এটাকে একটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বিষয়ে পরিণত করেন। পরিণতিতে তাঁরা হয়ে উঠেন অনেকটা বন্টনবাদী। হাসামী মার্কসবাদের মধ্যে ন্যায়পরতার প্রসঙ্গটিকে বিবেচনার ক্ষেত্রে মার্কসবাদের সামগ্রিক দিকটিকে দেখেননি, তিনি কেবল বন্টনকেন্দ্রিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলেন।

ইয়ং এর বক্তব্য স্ববিরোধী। তিনি বলেন, পুঁজিবাদী বিনিময় ন্যায়সঙ্গত কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদনের পর্যায়ে শোষণ অন্যায়। তাই পুঁজিবাদে ন্যায় ও অন্যায় দুটোই আছে। মার্কস বাজারের ন্যায়পরতার কথা বলেননি বরং বাজারে কি করে বিনিময় সংঘটিত হয় তা ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু মার্কস দেখিয়েছেন বাস্তবে শোষণ সংঘটিত হয় উৎপাদনের পর্যায়ে। অর্থাৎ বাজারে শ্রমিক প্রবঞ্চিত হয়, কিন্তু সে প্রবঞ্চনা বাজারের পর্যায়ে বাস্তব রূপ লাভ করে না, শোষণ সম্পন্ন হয় উৎপাদনের পর্যায়ে। একটা সমাজের উৎপাদনের রূপই তার বিনিময়, বন্টন ও ভোগকে নির্ধারণ করে। উৎপাদন পদ্ধতি দিয়ে বিনিময় রূপ লাভ করে। বিনিময় উৎপাদনকে নির্ধারণ করে। মার্কস বিচ্ছিন্নভাবে

Dhaka University Institutional Repository

বন্টনকে বিবেচনা করেননি। তিনি সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিকেই প্রত্যাখ্যান করেন। বিচ্ছিন্নভাবে বাজার ন্যায়সঙ্গত কিন্তু উৎপাদনে অন্যায় - এ রকম স্ববিরোধী অবস্থান মার্কসের কথায় পাওয়া যায় না। মার্কস উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগকে পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির এক একটি পর্যায় বলে মনে করেন এবং এগুলোকে একটি সামগ্রিকতার মধ্যে দেখেন যা থেকে বলা যায় এর কোনো একটিকে স্বাধীনভাবে বিচ্ছিন্ন করে তাকে ন্যায়সঙ্গত এবং অপরটি অন্যায়। এ ধরনের অবস্থান মার্কসের পদ্ধতির বিরোধী, কেননা মার্কস এগুলোকে একটা নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তের আকারে দেখেন। এ কারণে মার্কস বিচ্ছিন্নভাবে এর কোনো একটির অবসানের কথা না বলে বরং পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অবসানের কথা বলেন। এর সহগামী হিসেবে পুঁজিবাদী বন্টন ব্যবস্থারও অবসান ঘটবে বলে তিনি মনে করেন। উল্লেখ্য যে, মার্কস উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগকে নিয়ে নির্দিষ্ট করে আলোচনা করলেও সামগ্রিকতাটা সব সময়ই তাঁর বিবেচনার মধ্যে ছিল। মার্কস বর্ণনামূলক ও নৈতিক মূল্যায়নকে একটা অবিচ্ছেদ্য একত্বের মধ্যে দেখেন এবং পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির বর্ণনামূলক ও নৈতিক প্রত্যাখ্যান করেন।

মার্কসের মতে, উৎপাদনে শ্রম যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বন্টনে শ্রমের সেই বৈশিষ্ট্যেরই আবির্ভাব ঘটে বন্টন আকারে। বন্টনকে তিনি উৎপাদন সম্পর্কের অভিব্যক্তি হিসেবে দেখেন। তাই আরো মৌলিকভাবে বলতে গেলে মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের ন্যায়পরতা নিয়ে কথা বলেন, যা দিয়ে বন্টন তৈরী হয়। সুতরাং বন্টন নৈতিকতা মৌলিকভাবে উৎপাদন সম্পর্কের নৈতিকতা। উৎপাদন সম্পর্কের এ মৌলিক দিককে হাসামী সহ বন্টন ন্যায়বাদীরা বিবেচনায় নেননি বলে মনে হয়। এ কারণে জিয়াদ আই হাসামী সহ তাঁর অনুসারীগন কর্তৃক মার্কসবাদের বন্টনকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়ায় বন্টনবাদী। বন্টনবাদ উৎপাদন, উৎপাদন সম্পর্ক, বন্টন ও ভোগকে মার্কসবাদের মতো করে সামগ্রিকতার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে দেখতে পায়নি। হাসামী সহ বন্টনবাদীরা বন্টনকেন্দ্রিক ন্যায়পরতার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের ফলে অনেকটা নীতি সর্বস্ববাদীদের মতো বন্টন ন্যায়পরতাকে একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র বিষয়ে পরিনত করেন। পরিনতিতে, মার্কসবাদের বিষয়গত ও সামগ্রিকতার দিকটি এই বন্টনকেন্দ্রিক ন্যায়পরতার ধারায় অবহেলিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৪. মার্কসের নিজস্ব মত

মার্কস ন্যায়পরতা বিষয়ক কোনো সুস্পষ্ট আলাদা তত্ত্ব দাঁড় করাননি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি ন্যায় সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা দেননি। উৎপাদন ও বণ্টন বিষয়ে মার্কস বর্ণনামূলক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা যেমন দিয়েছেন, তেমনি আবার একটা নৈতিক বা মূল্যায়নমূলক অবস্থানও ব্যক্ত করেন। পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক ও বণ্টন প্রসঙ্গে মার্কস যে মূল্যায়নমূলক নৈতিক অবস্থান প্রকাশ করেন তার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, মার্কস একটি নির্দিষ্ট মূল্যবোধ ও নৈতিক অবস্থান থেকে পুঁজিবাদের বাস্তব ঐতিহাসিক প্রত্যাখ্যানের সাথে সাথে একটা নৈতিক সমালোচনাও করেছেন। মার্কস যা বাস্তব তাই যৌক্তিক, যা যৌক্তিক তাই বাস্তব-বাস্তবতার এ ধরনের হেগেলীয় ব্যাখ্যার বিরোধীতা করেন। মার্কসের মতে, যা বাস্তব তাই ন্যায়সঙ্গত-এই ধারার যুক্তি যথার্থ নয়। মার্কস উৎপাদন পদ্ধতি ও বন্টনের সঙ্গতিবাদী তত্ত্বকে নৈতিকভাবে সমর্থন করেননি। বন্টন উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ-এটা বর্ণনামূলক অবস্থান, যা কোনো ভাবেই মার্কসের নৈতিক অবস্থান নয়। মার্কসের মতে, বণ্টন-নৈতিকতা বিষয়ক অবস্থান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন সংশ্লিষ্ট দুটি বিরোধাত্মক শ্রেণীর অবস্থান-এ দুটি দিক বিবেচনা করতে হবে। শ্রেণী সমাজে ন্যায়পরতার ধারণা শ্রেণী নিরপেক্ষভাবে সাধারণ হতে পারে না। কোনো শ্রেণী বিরোধপূর্ণ সমাজে পরস্পর বিরোধাত্মক শ্রেণী একই নৈতিকতায় আস্থাবান হতে পারে না। কাজেই স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে বিদ্যমান পুঁজিপতি শ্রেণী ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেকার আর্থিক সম্পর্কটা শোষণ করা ও শোষিত হবার কারণে তাদের স্বতন্ত্র শ্রেণীর স্বার্থ ও নৈতিকতা অবশ্যই ভিন্ন। তাই উৎপাদন পদ্ধতির সাথে বন্টনের সঙ্গতি দিয়ে বণ্টন নৈতিকতার সাধারণীকরণ মার্কসের মতানুযায়ী যথার্থ নয়। একটা উৎপাদন-পদ্ধতির মধ্যে যে স্বতন্ত্র শ্রেণীস্বার্থ রয়েছে, মার্কস সেই শ্রেণী অবস্থান থেকে নৈতিকতার বিষয়টিকে বিবেচনা করেছেন। বাস্তবে শ্রেণীস্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন হবার কারণে পুঁজিপতির কাছে উদ্বৃত্ত আহরণ ন্যায়সঙ্গত কিন্তু শোষিত হবার কারণে শ্রমিক শ্রেণীর কাছে বিষয়টি ন্যায়সঙ্গত নয়। শোষণ যদি শ্রমিক শ্রেণীর কাছে ন্যায়সঙ্গত হতো তাহলে মার্কস শোষিত শ্রেণী হিসেবে শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণমূলক মজুরি শ্রম প্রথা উচ্ছেদের সংগ্রামে আহ্বান করতেন না। প্রকৃত অর্থে উৎপাদনে দুই বিপরীত শ্রেণীর স্বার্থ পরস্পর থেকে ভিন্ন হবার কারণে উভয়ের নৈতিকতাও স্বতন্ত্র। আর্নেষ্ট ম্যান্ডেল বলেন, উদ্বৃত্ত শ্রম পুঁজিপতি শ্রেণী কর্তৃক আহরণ চুরি কিনা-এ বিষয়ে দুটি

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর হতে পারে। ম্যান্ডেলের ভাষায়, "উত্তরটা হবে 'হ্যাঁ অথবা না' শ্রমিকের দৃষ্টিকোন থেকে হ্যাঁ, আর পুঁজিপতির দৃষ্টি কোন থেকে না।"[৭২]

এ থেকে বলা যায় যে, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে বিরাজমান পুঁজিপতি ও শ্রমিক শ্রেণীর বণ্টন বিষয়ে একই নৈতিক অবস্থান থাকতে পারে না। নিজস্ব শ্রেণী অবস্থান অনুযায়ী উভয়ের স্বার্থ ও বণ্টন-নৈতিকতা আলাদা আলাদা।

মার্কস শ্রেণী নিরপেক্ষভাবে ন্যায্য-বন্টনের ধারণার বিরোধীতা করেন। জার্মান শ্রমিক আন্দোলনের নেতা ফার্ডিনান্ড লাসালের ন্যায্য বণ্টনের ধারণার তীব্র সমালোচনা করেন মার্কস। মার্কস বলেন, "ন্যায্য বণ্টন-ই বা কী জিনিস? বুর্জোয়ারা কি জোর গলায় বলে থাকে না যে, বর্তমান বণ্টন ব্যবস্থা 'ন্যায্য'?... আইনগত সংজ্ঞার দ্বারাই কি অর্থনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয় নাকি বিপরীত-অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকেই আইনগত সম্পর্কের জন্ম?"[৭৩] অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বা বন্টনকে বুর্জোয়া শ্রেণী ন্যায়সঙ্গতই মনে করে। সকল শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য ন্যায্য-বণ্টন বলে কিছু নেই। বুর্জোয়া শ্রেণী পুঁজিবাদী বণ্টন ব্যবস্থাকেই ন্যায়সঙ্গত মনে করে। ন্যায্য-বন্টনের শ্রেণী নিরপেক্ষ ধারণা যে বিভ্রান্তি তৈরী করে সেটাকে মার্কস সমালোচনা করেন। তাছাড়া আইন দিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রণীত হয় না, বরং বিপরীতভাবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক থেকেই প্রণীত হয় আইন, এই বস্তুবাদী বোধও মার্কস এক্ষেত্রে ব্যক্ত করেন।

মার্কস লাসালের ন্যায্য-বণ্টন অর্থাৎ 'সমান শ্রমের ফলে প্রত্যেকের সমান অধিকার'-এ ধারণার বিরোধী ছিলেন। মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাধীন 'সমান শ্রমের ফলে প্রত্যেকের সমান অধিকার' কার্যকরী হলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অকার্যকর হয়ে পড়ে। উদ্বৃত্ত-মূল্য শোষণের মধ্যে দিয়ে আত্মস্ফীতি ঘটাতে না পারলে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ক্রিয়া করতে পারে না। তাই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল রেখে তার মধ্যে লাসালের ন্যায্য-বণ্টনকে প্রতিষ্ঠিত করার ধারণা ভ্রান্ত। একটা সমাজকে শাসন করে যে নিয়ম তা দিয়েই সে সমাজের ন্যায়পরতার মানদণ্ডটি গড়ে উঠে। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজির নিয়ম অনুযায়ী ন্যায়পরতা গড়ে উঠে। তাই পুঁজিবাদের অবসানের মধ্য দিয়েই পুঁজিবাদ বিরোধী স্বতন্ত্র নৈতিকতাকে বাস্তবায়িত করতে হবে। মার্কস এ কারণেই পুঁজিবাদের

---

[৭২] Ernest Mandel, *From class society to communism*, (London: Ink Links Ltd. 1977,) p.40

[৭৩] মার্কস, গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা, *মাএরস* দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ, পৃ.১৫

Dhaka University Institutional Repository

উচ্ছেদ চান। ন্যায়পরতার ক্ষেত্রে মার্কস এই একই কারণে প্রুধোর তীব্র বিরোধীতা করেন।[৭৪] রিকার্ডোর মূল্য তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্রের ধারণাকে মার্কস 'socialist application of the Ricardian theory'[৭৫] বলেন, যেখানে মনে করা হয় শ্রমজাত সমগ্র সামাজিক উৎপন্নের মালিকানা শ্রমিকদেরই কেননা তারা এর উৎপাদক। মার্কস বলেন, বুর্জোয়া অর্থনীতির নিয়ম অনুসারে, উৎপন্নের একটা বড় অংশের উপর শ্রমিকের মালিকানা থাকে না। যদি কেউ এমনটা দাবি করে যে ব্যাপারটা অমন হওয়া উচিত নয় তবে সে দাবীর সাথে আশু করণীয় হিসেবে অর্থনীতির কোনো সম্পর্ক নেই। তবে মার্কস মনে করেন, এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ঘটনা আমাদের নৈতিক অবস্থানের সাথে বিরোধাত্মক হয়। মার্কসের ভাষায় "... বিদ্যমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ঔচিত্যবোধ বা নৈতিকতার সাথে বিরোধাত্মক হতে পারে।"[৭৬] এদিক থেকে বলা যায়, বিদ্যমান উৎপাদনের রূপকে পরিবর্তন ব্যতীত বিদ্যমানের সাথে বিরোধাত্মক ঔচিত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না বটে। কিন্তু কোনো ঔচিত্যবোধ বা নৈতিকতা বিদ্যমান উৎপাদনের রূপ ও বন্টনের সাথে বিরোধাত্মক হতে পারে। এ থেকে বলা যায় যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর ঔচিত্য বোধ ও নৈতিকতা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে বিরোধাত্মক। কিন্তু শ্রমিক শ্রেণীর এ নৈতিকতা বাস্তবায়িত হতে পারে কেবলমাত্র উৎপাদনের বর্তমান রূপের পরিবর্তন সাধনের মধ্য দিয়ে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা অক্ষুন্ন রেখে কেবলমাত্র বন্টন নৈতিকতার ভিত্তিতে বন্টন-ব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাবকে মার্কস প্রত্যাখ্যান করেন। মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদী উৎপাদনের রূপ বহাল রেখে বন্টন-ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। মার্কস বলেন, যতক্ষণ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতি থাকবে ততক্ষণ শোষণ থাকবেই। পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতি থাকবে অথচ শোষণহীন উৎপাদন সম্পর্ক বা বন্টন প্রতিষ্ঠিত হবে এমন ধারণা ভ্রান্ত। তাছাড়া মার্কস মনে করেন, কোনো ধরণের সমাজ ব্যবস্থাতেই শ্রমিক তার শ্রমের পূর্ণ মূল্য পায় না। কারণ অর্থনৈতিকভাবে অনুৎপাদনশীল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য উৎপাদিত তহবিল ব্যবহার করতেই হবে। মার্কস উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের ভিত্তিতে বন্টন ব্যবস্থার পরিবর্তনের কথা বলেন। তবে তিনি মনে করতেন, বিদ্যমান অর্থনৈতিক বিষয়ের সাথে বিরোধাত্মক ঔচিত্যবোধ ও নৈতিকতা থাকতে পারে। এদিক থেকে শ্রমিক শ্রেণীর ঔচিত্যবোধ পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের বিরুদ্ধে। শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ বিরোধী নৈতিকতা

---

[৭৪] Marx & Engels, *The Poverty of philosophy*, p.8
[৭৫] *Ibid*, p. 60
[৭৬] *Ibid*, p.9

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই কার্যকরী হতে পারে। পঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে পুঁজিবাদ থেকে ভিন্ন কোনো বণ্টন ব্যবস্থা কার্যকরী হতে পারে না। অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক শ্রেণীর পুঁজিবাদ বিরোধী একটি স্বতন্ত্র বণ্টন-নৈতিকতা থাকতে পারে যা পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে বিরোধপূর্ণ। কাজেই শ্রমিক শ্রেণীর এই বণ্টন নৈতিকতা কেবলমাত্র বাস্তবায়িত হতে পারে পুঁজিবাদী উৎপাদনের রূপ পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই।

মার্কস কেবল উৎপাদন-পদ্ধতির সাথে উৎপাদন সম্পর্ক বা বণ্টনের সঙ্গতিকেই দেখেননি। এর মধ্যে যে অসামঞ্জস্য ও দ্বন্দ্ব তৈরী হয় তাকেও বিবেচনা করেন। মার্কস বলেন, উৎপাদনের উপায়গুলোর কেন্দ্রীভবন ও শ্রমের সামাজিকীকরণ অবশেষে এমন এক বিন্দুতে এসে পৌছায় যেখানে পুঁজিবাদী বহিরাবরণের সঙ্গে সেগুলো আর খাপ খায় না। তখন এই বহিরাবরণটি বিদীর্ন হয়ে যায়। পুঁজিবাদী ব্যক্তিগত সম্পত্তির অন্তোষ্টির ঘন্টা বেজে উঠে।[৭৭] অর্থাৎ উৎপাদিকা শক্তির সাথে উৎপাদন সম্পর্কটা কেবল সঙ্গতিপূর্ণই নয়, কখনো তা বিরোধাত্মকও হয়। মার্কস মনে করেন, উৎপাদিকা শক্তির সাথে উৎপাদন সম্পর্কের বিরোধে পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে পড়ে।[৭৮] এ থেকে বলা যায় উৎপাদন সম্পর্ক বা বন্টনের ন্যায়সঙ্গতা যদি সব সময় উৎপাদন পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণতা দিয়ে তৈরী হতো তাহলে অসমাঞ্জস্যতা যৌক্তিকভাবে দেখা দেবার কথা নয়। অর্থাৎ পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতির সাথে তার উৎপাদন সম্পর্ক ও বন্টনের সামঞ্জস্যতা ও অসামঞ্জস্যতা এ দুটি দিককেই মার্কস বিবেচনা করেন। উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন ও ভোগ যেহেতু একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়ার এক একটি অংশ তাই উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রত্যাখ্যান নৈয়ায়িকভাবে তার বণ্টন ব্যবস্থারও প্রত্যাখ্যান। এ থেকে মার্কস স্বতন্ত্রভাবে বন্টন-ব্যবস্থার পরিবর্তনের পরিবর্তে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে পরিবর্তনের কথা বলেন। কিন্তু পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে তার বণ্টন ব্যবস্থা সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মার্কস তাকে নৈতিকভাবে সমর্থন করেননি। মার্কস যে ধরনের নৈতিকতার কথা বলেছেন তা পুঁজিবাদী অর্থনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক বা বণ্টনকে শোষণ, চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, আত্মসাৎ, সেলামী আদায় ও প্রতারণা প্রভৃতি অভিধায় চিহ্নিত করেন। মার্কসের এ প্রত্যাখ্যানমূলক বক্তব্য ছিল একই সাথে ব্যাখ্যামূলক ও নৈতিক। পুঁজিবাদকে বাস্তব ও নৈতিক এ দুভাবে প্রত্যাখ্যানের ফলশ্রুতি হিসেবে মার্কস পুঁজিবাদী উৎপাদন-পদ্ধতিকে উচ্ছেদ করে উৎপাদনের নতুন রূপ কমিউনিজম

---

[৭৭] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-২, পৃ. ৩২৫

[৭৮] মার্কস ও এঙ্গেলস, কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার, *মাএরস*, প্রথম খন্ড, প্রথম অংশ, পৃ-৩৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক ও বণ্টন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। শোষণমূলক ব্যবস্থা ও আদর্শবোধের বিপরীতে শোষণহীন সমাজের ধারণা ও মূল্যবোধ থেকে দুই স্তর বিশিষ্ট কমিউনিষ্ট বণ্টন ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। মার্কস প্রস্তাবিত বণ্টন-নীতির পর্যালোচনা থেকে আমরা সুস্পষ্টভাবে ধারণা করতে পারি যে, মার্কসের মধ্যে বণ্টন-নৈতিকতার ধারণা বিদ্যমান ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

বন্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কে রলসের মত

১. রলসের বন্টনমূলক ন্যায়তত্ত্ব

সাম্প্রতিককালে বন্টনমূলক ন্যায়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী মত হলো রলসের[১] মত। রলস ন্যায় সম্পর্কিত চিরায়ত উপযোগবাদী মতবাদকে খন্ডন করেন এবং কান্টের নৈতিক সমতার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজই যথার্থ সমাজ যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। রলস মনে করেন, যখন সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা যায় তখনই ন্যায়ের প্রশ্নটি আসে। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার পথ হিসেবেই তিনি বন্টনমূলক ন্যায়ের কথা বলেছেন। রলসের মতে ব্যক্তির উদ্দেশ্য পূরণ এবং উত্তম জীবন যাপনের উপায় হচ্ছে ন্যায়।[২] ন্যায় ছাড়াও সমাজে আরও অনেক ধরনের মূল্যবোধ রয়েছে। এসব মূল্যবোধগুলো ন্যায় ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার উপাদান হিসেবে কাজ করে।

রলস মনে করেন, সমাজের ব্যক্তিবর্গ ন্যায়পরতার যথার্থ ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞ। নিজেদের লাভালাভের ধারণা বা ব্যক্তিস্বার্থের ধারণা তাদের একজনকে অপরজন থেকে আলাদা করে না, কেননা সবাই চায় সর্বোচ্চ পরিমানে লাভবান হতে। রলস মনে করেন, ন্যায়পরতা বিষয়ক জ্ঞান তাদেরকে আলাদা করে থাকে। সমাজের সদস্যরা মনে করে, প্রকৃতপক্ষে তারাই সমাজে ন্যায়পরতার ধারণার স্রষ্টা। কাজেই যৌক্তিক কারণেই ব্যক্তিস্বার্থ সংশিষ্ট বিষয়ক চিন্তার উন্নতি সাধনের জন্য এক ধরনের অনুপ্রেরণার দরকার আছে। এ অনুপ্রেরণা তাদের গতানুগতিক চিন্তা ধারার উন্নয়নের জন্য নয় বরং ন্যায়পরতা বিষয়ক জ্ঞানের ভিত্তিতে কিভাবে ব্যক্তি সমাজে নিজের অবস্থান তৈরী করবে সে অনুপ্রেরণা।

---

১ জন রলস ন্যায়পরতার প্রসঙ্গটিকে কেবল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে বিবেচনা করেন। তিনি ন্যায়পরতার ধারনাকে সমাজের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষার বিষয় হিসেবে দেখেন। ন্যায়পরতা প্রসঙ্গটির সাথে সমাজে বসবাসকারীদের সম্পর্কের বিষয়টি চলে আসে। দেখুন- John Rawls , "Ethics and Social Justice" *Great traditions in Ethics*,5th ed., Ethel M. Albert et. al. (eds), (Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1984), P. 367

২ Rawls: "Distributive Justice" in Peter Laslett and W.G. Runciman (ed.s) *Philosophy, Politics and Society* (III Series) (Oxford, 1967), P.61

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণত ব্যক্তির চাহিদা গড়ে উঠে এমন নীতির ভিত্তিতে যার সাথে সমাজে বিদ্যমান বন্টন নীতি ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার বৈপরীত্য আছে। রলস মনে করেন, কোন কিছু চাওয়ার ক্ষেত্রে বা পছন্দ করার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, সে বাস করে সুন্দর, সাজানো গোছানো এবং নিয়মতান্ত্রিক একটি সমাজে। সামাজিক সম্পর্ক ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার সাথে এমন কতকগুলো বিষয় জড়িত যেগুলো ন্যায়পরতার ধারনার সাথে সাথে ব্যক্তির নৈতিক স্বাধীনতার জন্যও অপরিহার্য। দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তি চিন্তা করে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে এবং সেই বলয়েই সে আর্বতিত হয়। এখানে ব্যক্তি কাজ করে ন্যাযপরতার প্রাথমিক নীতির ভিত্তিতে। কাজেই যে সমাজে ন্যায়পরতার নীতি প্রয়োগ করা হচ্ছে, সেখানে ন্যায়ের সাধারণ ধারণা বিদ্যমান থাকতে হবে যাতে সমাজের ব্যক্তিবর্গ নিয়মকানুন সম্পর্কে মোটামুটি সচেতন থাকে, প্রয়োগযোগ্য নীতিমালাকে ন্যায়সম্মত হিসেবে গ্রহণ করতে পারে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সেগুলো মেনে চলতে পারে। আবার সমাজের সদস্যদের মধ্যে এই পারস্পরিক সমঝোতা থাকতে হবে যে, তারা সবাই স্বাধীন এবং মোটামুটি একই ধরনের নৈতিক চেতনাসম্পন্ন। আর এভাবেই উৎপাদিত দ্রব্য বা সম্পদের বৈধ উৎস বিবেচনা করে বন্টনের মাধ্যমে জনগণের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। রলস মনে করেন, এক্ষেত্রে যদি সাধারণ জনগণ সহযোগিতা করে তবে গৃহীত যেকোন পদক্ষেপ বা বন্টনমূলক যেকোন ব্যবস্থা হবে নিরপেক্ষ ও যথার্থ।

ন্যায়পরতার সাধারণ ধারণাকে রলস অধিকারের পদ্ধতিগত ধারনার সাথে এক করে দেখেন। ন্যায়পরতা বিষয়ে জনসাধারণের মত হলো, ন্যায়ের নীতি হবে সাধারণ বা সার্বিক, জনসাধারণের জন্য প্রযোজ্য এবং যার সাহায্যে সার্থকভাবে ও সার্বজনীনভাবে সামাজিক সব ধরনের সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এভাবে রলস আইনের কিছু মৌলিক নীতির কথা বলেন যেগুলো সমাজে সমতা বিধান করে এবং সার্বজনীন ন্যায়, নির্ধারণ করে। অধিকারের ধারনায় ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতার কোন স্থান নেই তবে এখানে ব্যক্তির ইচ্ছাই সর্বাগ্রে স্থান পায়। আরো নিশ্চিত করে বলা হয় যে, ব্যক্তি এমনিতেই কোন সুবিধা পাবে বা বিশেষ কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন সুবিধা পাবে এমন কোন ব্যবস্থা এখানে নেই। আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে ন্যায়ের নীতিকে যদি সমাজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় তাহলে সমাজের সদস্যদেরকে সমাজে বিদ্যমান সাধারণ নীতিমালা বেছে নিতে হয় যেখানে তাদের অধিকার, পছন্দ, কর্তব্য এবং যোগ্যতা অনুযায়ী তাদের সামাজিক অবস্থান নির্ধারিত হয়। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়ম কানুনের যথাযথ প্রয়োগ হচ্ছে ন্যায়পরতার একটি

Dhaka University Institutional Repository

গুরুত্বপূর্ণ দিক। এখানে একই ধরনের ঘটনাগুলোকে একইভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। সমাজে বিদ্যমান নৈতিক আদর্শকেই এক্ষেত্রে মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভাজন তৈরির যে উপাদান আছে তা যদি সরিয়ে নেয়া হয় তাহলে অবস্থাটা এমন দাঁড়ায় যে, তাদের মধ্যে বিতর্ক হবার মতো আর কিছু থাকে না। এমতাবস্থায় সমাজের সকলেই একই ধরনের উপাদান নিয়ে চিন্তা করে, সকলে একই রকম প্রেরণা অনুভব করে এবং সকলের সামর্থ্যও থাকে একই রকম। রলস মনে করেন, দুটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীর মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয় তখনই যখন তাদের মধ্যে মতের অমিল থাকে। অবশ্য এটা পরিস্কার নয় যে, কিসের উপর নির্ভর করে এসব মতানৈক্য ঘটতে পারে। রলস মনে করেন, উত্তম জীবনের জন্য তথা ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য দুটি বিষয়ের প্রয়োজন- মৌলিক স্বাধীনতা (basic liberties) এবং মুখ্য উপাদান (primary goods)।[৩] মৌলিক স্বাধীনতা বলতে সবক্ষেত্রে কাজের স্বাধীনতাকে বোঝায় বা বৈষম্য দূর করার অধিকারকে বোঝায়। এ স্বাধীনতা নাগরিক অধিকারের অনুরূপ। মুখ্য উপাদান বলতে রলস বোঝান সামাজিক ক্ষমতাকে। সম্পদ থেকে উদ্ভূত ক্ষমতা বা পদমর্যাদা থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতা সামাজিক ক্ষমতার অন্তর্গত। মুখ্য উপাদানগুলো এমন সামাজিক পটভূমি যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় ব্যক্তির নৈতিক ক্ষমতার উন্নয়ন এবং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ। নৈতিক ক্ষমতা বলতে এখানে ভালর ধারনাকে বোঝায় যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় মৌলিক স্বাধীনতার ধারনা। যেমন- চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা, নৈতিক চেতনার বিকাশ, চলাফেরার স্বাধীনতা, ব্যক্তির পেশা, আয় ও সম্পদ অর্জনের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির আত্মমর্যাদা রক্ষার স্বাধীনতা ইত্যাদি। এগুলোর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে নৈতিক চেতনার বাহক হিসেবে অনুভব করে। প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি যেগুলো অর্জনের চেষ্টা করে সেগুলো নয় বরং তার মাধ্যমে ব্যক্তি যা পেতে চায় সেগুলোই মুখ্য উপাদান।

রলসের মতে, মুখ্য উপাদান কোনগুলো এবং কিভাবে এগুলো অর্জন করা যাবে সে সম্পর্কে ব্যক্তির যথেষ্ট জ্ঞান আছে এবং এগুলো অর্জন করার জন্য ব্যক্তির তাগিদও রয়েছে। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকভাবেই প্রশ্ন উঠে যে, এসব মুখ্য উপাদানগুলোকে কিভাবে বন্টন করা হবে। রলস মনে করেন, এক্ষেত্রে বন্টনের নীতি নির্ধারণকারীকে খুবই সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে হবে। কেননা সমাজের মৌলিক নীতির মতো বিষয় নিয়ে এখানে কথা বলা হচ্ছে। বন্টনের নীতি নির্ধারণকারীকে এখানে কিছুটা ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয়। রলস মনে করেন, তারা কোন প্রকার অসম নীতির আশ্রয়

---

[৩] Tom Campbell, *Justice*, (Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1988), P-78

Dhaka University Institutional Repository

নেবে না বরং তারা এমন নীতি অবলম্বন করবে যাতে তা সকলের কাছে গ্রহনযোগ্য হয় এবং প্রশংসনীয় বলে বিবেচিত হয়।

রলস বলেন, মৌলিক স্বাধীনতার যে বিষয়গুলো সমানভাবে বন্টন করা উচিত এবং যেগুলো অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়ের আগে স্থান পায় সেগুলো আংশিকভাবে মুখ্য উপাদানের অন্তর্গত। মত প্রকাশের স্বাধীনতা, বিবেকের স্বাধীনতা ইত্যাদি এই শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু রলস ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে গণতান্ত্রিক অধিকার দরকার তার উপরে মৌলিক স্বাধীনতাকে স্থান দেন। রলসের মতে মৌলিক স্বাধীনতার অবস্থান ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি, আইনগত যেকোন অধিকারের উর্দ্ধে। কিন্তু এর সবগুলোর উপরে তথা সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারনা।[৪] এই রাজনৈতিক স্বাধীনতার ধারনাই ব্যক্তিকে যেকোন অগ্রহণযোগ্য ও অনাকাঙ্খিত অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করে। রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সবার উপরে স্থান দেয়া হয় কারণ এটি আইনসম্মত এবং দৃঢ়। কোন সুস্থ, স্বাভাবিক চিন্তাসম্পন্ন ব্যক্তিই নিজের স্বার্থসংশিষ্ট বিষয়বলীকে অগনতান্ত্রিক পরিবেশে বিবেচনা করতে রাজী হবেন না। কারন এতে স্বার্থ ক্ষুন্ন হবার সাথে সাথে লজ্জিত হওয়ারও ভয় থাকে। রলস মনে করেন, মৌলিক স্বাধীনতার কোন একটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ছাড় দেয়া যেতে পারে কেবলমাত্র অন্য একটি মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়কে রক্ষার স্বার্থেই। কোন অর্থনৈতিক সুবিধার কথা চিন্তা করেই মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়ে ছাড় দেওয়া যায় না। তবে যেখানে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তা নেই বা যেখানে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা সুনির্দিষ্টভাবে অতিশয় নিম্নমানের সেখানে মৌলিক স্বাধীনতার বিষয়ে চিন্তা করা যায় না। বন্টনমূলক ন্যায়ের উক্ত দুটি মানদন্ডের মধ্যে অনির্বায দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এই দ্বন্দ্ব মিমাংসার জন্য রলস বলেন, আগে আসবে মৌলিক স্বাধীনতা, পরে আসবে মুখ্য উপাদান। তিনি বলেন দ্রব্য সামগ্রী সীমিত। কাজেই তা বন্টনের ক্ষেত্রে সমতার নীতি গ্রহন করতে হবে। আর যদি সমতা বিধান সম্ভব হয় তবেই ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

২. ন্যায়পরতার দুটি নীতি

রলস তাঁর ন্যায়তত্ত্বে ন্যায়নীতির মূলসূত্র আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ন্যায়ের এমন সূত্রের কথা বলেন যার উপর ভিত্তি করে সমাজের একটি পরিপূর্ণ কাঠামো দাঁড় করানো সম্ভব। এই মূলনীতি

[৪] *Ibid.* P. 80

Dhaka University Institutional Repository

হবে বন্টনের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং ব্যক্তি তার বাস্তব অবস্থান থেকে এগুলো মেনে নেবে। এই বাস্তব অবস্থান হবে অনিশ্চয়তার একটি শর্ত। রলস মনে করেন, এক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে দুটি নীতি স্বীকৃত বলে বিবেচিত হবে। প্রথমতঃ মৌলিক স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির সমান অধিকার থাকতে হবে এবং দ্বিতীয়তঃ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসমতাকে এমনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে যাতে করে সবাই সমান অধিকার পায় এবং সুযোগের সমতার ক্ষেত্রে সবাই সমানভাবে বিবেচিত হয়। রলস বলেন, নীতি দুটির প্রথমটিকে অগ্রধিকার দিতে হবে।[৫] এরপর তিনি কোন বিশেষ প্রতিষ্ঠানের কাঠামো যাচাই করার মধ্যে দিয়ে এ মূলনীতিগুলোর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, ব্যক্তি এ দুটি মূলনীতির ভিত্তিতে সাংবিধানিক চুক্তির দিকে এগিয়ে যায়। ব্যক্তিবর্গ যখন বিশেষ বিশেষ আইন ও নীতির প্রতি একমত হয় তখন তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, যেকোন ধরনের সংবিধানের জন্যই এ নীতিগুলোর প্রয়োজন। রলস দ্বিতীয় নীতটির প্রথম অংশে যা বলেছেন তা দ্বারা তিনি আসলে দক্ষতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এখানে যে বিষয়টির প্রস্তাব করা হয়েছে তা হচ্ছে মুখ্য উপাদানগুলির যথাযথ ব্যবহার করা যাতে বন্টনের ক্ষেত্রে সমতা বজায় থাকে। এখানে রলস আবার ভিন্নতার নীতির[৬] কথা বলে কিছু অসমতার বিষয়কেও স্বীকৃতি দিয়েছেন যাতে অক্ষম লোকেরা কিছুটা উপকৃত হতে পারে। রলস বলেন, ভিন্নতার নীতির চেয়ে সমতার নীতিটি অগ্রধিকার পাবে। তিনি মনে করেন কোন মৌলিক স্বাধীনতার ধারণাকে যদি সমবন্টনের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে স্থান দেয়া হয় তাহলে অন্যান্য কিছু বিষয়ের ক্ষেত্রে অসম বন্টনের সম্ভাবনা থাকে যদি বিষয়গুলো সর্বাগ্রে বিবেচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে। এজন্য বন্টনের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রলস খুবই সাবধানী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

৩. স্বাধীনতা ও সমতার ধারণা

রলসের মতে, যথার্থ ন্যায় অর্জনের জন্য ব্যক্তিকে তার নিজের অবস্থানে অবশ্যই স্বাধীন হতে হবে এবং সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সমতা থাকতে হবে।[৭] স্বাধীন বলতে রলস শুধু এটা বোঝাননি যে, ব্যক্তি তার নিজের অবস্থানে অন্য কোন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বরং তারা সামাজিক সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন ও স্বশাসিত। পূর্ব নির্ধারিত কোন নৈতিক ধারণা দ্বারা তারা নিজের

---

[৫] *Ibid.* P. 79

[৬] সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অসমতা দুর করার লক্ষ্যে রলস ভিন্নতার নীতি প্রয়োগের কথা বলেন। তিনি এ নীতিটি প্রয়োগের কথা বলেন যাতে সামাজিক চুক্তির দুই পক্ষের মধ্যে যেকোন ধরণের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার ঝুঁকি এড়ানো যায়। See: *Ibid.* P. 80

[৭] *Ibid.* P. 75

Dhaka University Institutional Repository

কাজের ক্ষেত্রে বা নিজের ভালমন্দ বিবেচনার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। রলস ব্যক্তিকে স্বার্থবাদী হিসেবে মেনে নেননি। কেননা তিনি মনে করেন, ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে না। ব্যক্তি যে শুধু নিজে লাভবান হতে চায় বিষয়টি এমনও নয়। নিজের স্বার্থেই ব্যক্তির অন্যের লাভ বা ক্ষতির বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। যেখানে নিজের লাভালাভের কোন ব্যাপার নেই সেখানে ব্যক্তি অযথা অন্যের সার্থে শত্রুতামূলক মনোভাব পোষণ করে না। যৌক্তিক মনোভাবের অধিকারী হওয়ার কারণে ব্যক্তি সামাজিক সু-সম্পর্কের জন্য যা প্রয়োজন কেবল তাই করার চেষ্টা করে। কাজেই ব্যক্তি ন্যায়পরায়নতার দাবী করতে পারে। ব্যক্তির এই অবস্থানকে রলস নৈতিক স্বাধীনতা বলেন এবং এটাকে কান্টের শর্তহীন আদেশের ধারণার সাথে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন।

সমতা বলতে রলস প্রাথমিকভাবে স্বাধীনতার সমতার কথা বলেছেন, যেখানে ব্যক্তির প্রথাগত অধিকার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সামাজিক সম্পদের প্রতি ব্যক্তির যৌক্তিক দাবীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। রলস মনে করেন, সমাজে প্রত্যেক সদস্যের মূল্যই সমান এবং প্রত্যেকেই নৈতিক গুণসম্পন্ন। কাজেই সমাজে সবাইকে একই মানদন্ডে বিচার করতে হবে এবং প্রত্যেকে সমান মর্যাদার সাথে অবস্থান করবে।[৮] সমতার এ ধারণাটি একেবারে বিমূর্ত নয়। ব্যক্তির সমতার ধারণাকে রলস নৈতিক সত্তার ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন। রলসের মতে, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে ভালর একটা ধারণা আছে অর্থাৎ ব্যক্তির কোন চাওয়াগুলো ন্যায্য সে বিষয়ে সে সচেতন। আবার ব্যক্তির মধ্যে ন্যায়পরতার একটা দিক রয়েছে অর্থাৎ নিরপেক্ষ সামাজিক সম্পর্কের প্রতি তার বিশ্বাস আছে। তিনি এটাও বলেন যে, ব্যক্তির মধ্যে ভাল এবং ন্যায়পরতার যে ধারণা রয়েছে তাকে দীর্ঘদিন যাবৎ ধরে রাখার ক্ষমতা মানুষের আছে। এদিক থেকে বলা যায় নৈতিক গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হিসেবে স্বীকৃত হওয়ার জন্য ব্যক্তির যে পরিমাণ নৈতিক গুণ থাকা আবশ্যক তা নিজের মধ্যে আছে বলে যারা বিশ্বাস করে তাদের মধ্যে এক ধরনের সমতার ধারণা আছে। সমতার এই তাত্ত্বিক ধারণাকে রলস সেখানেই প্রয়োগ করার কথা বলেন, যেখানে অনিরপেক্ষতার সম্ভাব্যতা রয়েছে। যেমন- কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কোন কিছুর ভাল সম্পর্কে একটা ধারণা আছে কিন্তু এর সন্তোষজনক আকারটি কি তা তাদের জানা নেই, এমন যদি হয় তাহলে যথার্থ অর্থে সমতা বিধানের জন্য তারা ন্যায়পরতার নীতির দিকে যেতে পারে না বা ন্যায়ের নীতি গ্রহণ করতে পারে না। কাজেই আমরা সে অবস্থাগুলো বর্জন

[৮] Tom Campbell, *Judtice*, Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1988, P. 75

Dhaka University Institutional Repository

করি যেগুলো মানুষকে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে এবং ব্যক্তি যেখানে নিজের সুবিধার জন্য সামাজিক সম্পর্ক ও প্রাকৃতিক অবস্থার সাথে প্রতারণা করে।

৪. বন্টনমূলক ন্যায় ও চুক্তিতত্ত্ব

সধারণত সমাজে পরস্পরবিরোধী স্বার্থ থাকলে সেখানে ন্যায়ের প্রশ্ন উঠে। যদি পারস্পরিক স্বার্থের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে তাহলে ন্যায়ের প্রশ্ন উঠে না। তাই রলস সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে এই পারস্পরিক স্বার্থের বিরোধীতা দূর করার কথা বলেছেন। চুক্তিকালীন সময়ে ব্যক্তির অবস্থানকে তিনি নৈতিক ও বৌদ্ধিক সত্তা বলেছেন। ব্যক্তি এখানে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি পরিচালিত হয় যৌক্তিক মনোভাবের দ্বারা এবং ন্যায়পরতার নীতির ভিত্তিতে। কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যক্তির অজ্ঞতা থাকতে পারে। যেমন- আমরা সব সময় অন্যের বিশেষ স্বার্থের কথা জানি না এবং নিজের স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করতে পারি না। রলস মনে করেন, কোন ঝুঁকি না নিয়ে এক্ষেত্রে চুক্তির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়াই হবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত।

রলস বলেন, সবকিছু সমানভাবে বন্টন করলে যে বেশি কাজ করে সে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ফলে সে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। আবার যারা শারীরিকভাবে অক্ষম তারাও কম কাজ করে। এসব সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে রলস ভিন্নতার নীতির কথা বলেন, এই নীতি অনুযায়ী কম উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরাও যাতে সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সে ব্যবস্থা করতে হবে।[৯] এখানে চুক্তির ক্ষেত্রে ব্যক্তি সম্ভাব্য ক্ষতির ব্যাপারে সচেতন থাকে এবং তা থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারেও সচেষ্ট থাকে। ফলে তাদের ভবিষ্যত নিরাপত্তা নিয়েও তাদের শঙ্কায় থাকতে হয় না। উপযোগবাদী নীতি[১০] অনুযায়ী মুখ্য উপাদানগুলোকে সর্বাধিক লাভের দিক বিবেচনা করে বন্টন করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে এক ধরণের অসুবিধার সৃষ্টি হয়। প্রাথমিক উপাদানের বন্টনের ক্ষেত্রে উপযোগীতার নীতি নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে এক ধরনের ঝুঁকি থেকে যায়। এমতাবস্থায় আকস্মিকভাবে মন্দ ভাগ্যের অবস্থায় পতিত হওয়ার আগে বন্টনের ক্ষেত্রে সচেতন হওয়াই ভাল। আর তাছাড়া উপযোগবাদের ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুর স্বার্থ লঙ্ঘিত হয়। তাই রলস সর্বাধিক উপযোগীতার মতবাদকে গ্রহণ করেননি। তিনি এসব সমস্যার এক ধরণের সমতাবাদী সমাধান দিয়েছেন। সমাজের সচেতন

---

[৯] *Ibid*, P. 81

[১০] উপযোগবাদ অনুযায়ী, যে কাজ সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক পরিমানে সুখ উৎপাদন উপযোগী সে কাজ ভাল, আর যে কাজ তদুপযোগী নয় সে কাজ মন্দ। এই মতবাদ অনুসারে কাজের উপযোগীতা বিচার করে তার নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করতে হয়। উপযোগবাদী নীতি অনুযায়ী, সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই মানুষের নৈতিক আদর্শ হওয়া উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তিবর্গ কখনই তাদের অবস্থানের অসমতাকে মেনে নেবে না। কেননা তারা ঐসব বিশেষ অবস্থায় কোন প্রতিযোগিতাও করতে পারবে না এবং প্রকৃতপক্ষে সমানও হতে পারবে না। এখানে যে শুধু বৈধ অধিকারেরই সমতা দরকার তা নয়, ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ দক্ষতার উন্নয়নের জন্য শিক্ষাগত ও বস্তুগত উপাদানেরও দরকার আছে। এর অর্থ এই নয় যে, সমাজে শুধু সবচেয়ে যোগ্যদেরকেই সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হবে। এর জন্য দরকার গ্রহণযোগ্য দক্ষতার।

রলসের মতে, ন্যায়পরতা বিষয়ক আলোচনার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা রয়েছে। এদের প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকবাবে রলস 'ন্যায়পরতার বিশেষ ধারণা' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রকৃত পদ্ধতিকে চারটি স্তরে ভাগ করেন।[১১] প্রথম স্তরের বিষয় হিসেবে তিনি ন্যায়পরতার নীতি দুটিকে বেছে নেন। সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সাংবিধানিক চুক্তির অবস্থান হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরে। তৃতীয় স্তরে সাধারণ নিয়মগুলোকে বা সামাজিক প্রথাকে আইনসম্মত করা হয় বা আইনে পরিণত করা হয়। সবশেষে এসব নিয়মকে বিচারক কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় অজ্ঞতার বহিরাবরণ আস্তে আস্তে সরে গিয়ে বাস্তব অবস্থা উন্নয়নের দিকে যায়। এর ফলে সাংবিধানিক সংস্থা জানতে পারে সমাজের প্রকৃত অবস্থা। তারপর আইন প্রণয়নকারীরা অবহিত হয় সমাজের মৌলিক অর্থনৈতিক অবস্থার স্বরূপ সম্পর্কে। সবশেষে অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন পূর্ণরূপে উন্মুক্ত হয়। ফলে প্রথমবারের মতো নাগরিকেরা জানতে পারে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে, নিজেদের ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে।

ব্যক্তির ভাল কিসের মধ্যে নিহিত তা নির্ধারণ করার জন্য রলস তাঁর তত্ত্বে মানুষের আকাঙ্খা, প্রয়োজন এবং সামর্থ্য সম্পর্কে কিছু পূর্বানুমান করেন। আর এটা তিনি করেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। রলসের লক্ষ্য ছিল, সমাজে ন্যায়ের ভূমিকা উপলব্ধি এবং এর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য একটা পদ্ধতির প্রচলন করা। এ পদ্ধতিটি হবে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজের রাজনীতির প্রতিরূপ। এ্যাডাম স্মিথের 'আদর্শ পর্যবেক্ষকের তত্ত্ব' অথবা কান্টের 'সার্বজনীনতা তত্ত্বের'[১২] মধ্যে সমাজে ব্যক্তিকে সামগ্রিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে বলে রলস মনে করেন। রলস ব্যক্তির স্বতন্ত্র সুখ ও স্বাধীনতার কথা বলেছেন, সমষ্টিগত সুখ ও স্বাধীনতার কথা বলেননি। এজন্য তিনি যে পদ্ধতির কথা

---

[১১] Tom Campbell, *Justice*, (Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1988), P. 81

[১২] কান্ট সার্বজনীন নীতির (universal principle) কথা বলেন, সার্বজনীনতার নীতির ভিত্তিতে তিনি কর্মনীতিকে বিচার করার কথা বলেন। কান্টের কাছে তা ছিল ব্যক্তির মৌলিক নীতিবোধ, তিনি নৈতিকতার শর্ত হিসেবে সার্বজনীনতা, আত্মসংহিতা ও নৈতিক আত্ম জিজ্ঞাসার কথা বলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বলেন তা স্মিথ এবং কান্টের তত্ত্বে যে বিকল্পের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার থেকে ভিন্নধর্মী এবং অধিক গ্রহণযোগ্য। কেননা রলস মনে করেন, সমাজে অগ্রাধিকার, সুযোগ বা প্রাপ্যতা নিয়ে যখন দ্বন্দ্ব দেখা যায় তখন সামাজিক চাহিদার সাথে মিল রেখে কিছু সমন্বিত নীতি প্রয়োগ করা দরকার হয়। এসব নীতির প্রয়োগের মাধ্যমেই সব ধরনের বন্টনমূলক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কারণ এসব নীতির অধিকারগত একটা সার্বজনীন মানদন্ড আছে। এজন্য রলস মনে করেন, তাঁর মতবাদ উপযোগবাদের একটি উন্নততর বিকল্প হিসেবে কাজ করবে।

৫. স্বচ্ছতার মানদন্ড হিসেবে ন্যায়পরতা

স্বচ্ছতার মানদন্ড হিসেবে ন্যায়পরতার ধারণাটিকে রলস তাঁর *A Theory of Justice*[১৩] নামক গ্রন্থে প্রথম উপস্থাপন করেন। তাঁর পরবর্তী বিভিন্ন লেখায় তিনি ধারণাটির উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করেন। রলসের লক্ষ্য ছিল ন্যায়ের এমন একটি ধারণার প্রবর্তন করা যেটি সার্বজনীনভাবে প্রযোজ্য এবং লক ও রুশোর[১৪] সামাজিক চুক্তি মতবাদের একটি উন্নততর রূপের ধারণা বহন করে। তিনি মনে করেন এজন্য আমাদেরকে কোন একটি নির্দিষ্ট সমাজের কোন চুক্তিতে প্রবেশ করতে হবে না বা কোন নির্দিষ্ট রকমের সরকার ব্যবস্থাও প্রবর্তন করতে হবে না। আমাদেরকে যেটা করতে হবে তা হলো চুক্তির ক্ষেত্রে ন্যায়পরতার নীতিকে সমাজের মৌলিক অবকাঠামো হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। এই নীতি অনুযায়ী স্বাধীন ও সচেতন ব্যক্তিবর্গ নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন এবং সমাজের সদস্য হিসেবে তারা সমতার সাময়িক ধারণাকে মেনে নেবে। চুক্তির ক্ষেত্রে বারবার এই নীতিগুলোই আসবে। এই নীতিগুলোই সামাজিক সম্পর্কের নীতি নির্ধারণ করে এবং কোন ধরণের সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে তা নির্দেশ করে। ন্যায়পরতার নীতিকে এভাবে গ্রহণ করার এবং বাস্তবে প্রয়োগ করার বিষয়টিকেই রলস স্বচ্ছতার নীতি হিসেবে ন্যায়পরতা বলে অভিহিত করেছেন।

এখন আমাদের অনুমান করতে হবে, যারা সামাজিক পটভূমিতে যৌথভাবে কোন কাজে অংশগ্রহণ করে সেসব ক্ষেত্রে কোন নীতিগুলোর মাধ্যমে তাদের মৌলিক অধিকার এবং কর্তব্য নির্ধারণ করা হবে এবং সামাজিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের ক্ষেত্রে বন্টনের নীতিই বা কি হবে। সমাজের সদস্যদের আগেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, অন্যদের তুলনায় নিজেদের দাবীকে বা প্রাপ্তির

---

[১৩] Tom Campbell, *Justice*, (Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1988), P. 72

[১৪] I shall regard here Locke's *Second Treatise of Governemnt*, Rousseau's *The Social Contrct*, A general historical survey is provided by J.W. Gough, *The Social Contract*, 2nd ed (Oxford: Clarendon Press, 1957)

Dhaka University Institutional Repository

অধিকারকে তারা কিভাবে নির্ধারণ করবে আর সমাজের মৌলিক আকারই বা কি হবে। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই যেমন যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, কোন কোন বিষয়গুলো তার জন্য ভাল, তেমনিভাবে সমষ্টিগতভাবে সবার জন্য কোনটি ন্যায় এবং কোনটি অন্যায় তা সবাই মিলেই ঠিক করবে। যৌক্তিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা মিলিতভাবে সমতা এবং স্বাধীনতার অবস্থান থেকে নীতি নির্ধারণ করবে এবং তারা ধরে নেবে যে তাদের নির্ধারিত নীতিতেই বন্টন সমস্যার সমাধান সম্ভব। আর তা যদি হয় তবে সেটাই হবে ন্যায়ের নীতি।

রলসের মতে, স্বচ্ছতার মানদন্ড হিসাবে ন্যায়পরতার ক্ষেত্রে সমতার প্রকৃত অবস্থানটি সামাজিক চুক্তি মতবাদের গতানুগতিক ধারণার সাথে মিলে যায়। ন্যায়পরতার একটি সুনির্দিষ্ট অবস্থান থেকে সেটা বোঝা যেতে পারে। সমতার এই অবস্থানে কেউই জানে না সমাজে তার প্রকৃত অবস্থান, তার শ্রেণীগত মর্যাদা বা সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে। প্রাকৃতিক সম্পদ, ব্যক্তির সামর্থ্য, বৌদ্ধিক, মানসিক ও নৈতিক শক্তি, কর্মদক্ষতা এবং এ ধরনের আরো কিছু বিষয়ের বন্টনের ক্ষেত্রে ব্যক্তির ভবিষ্যত কি তাও কেউ জানে না। রলস মনে করেন, এটা ধরে নেয়া যেতে পারে যে, সমাজের ব্যক্তিবর্গ জানে না যে ভালর প্রকৃত ধারণাটা কি বা ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক প্রবণতা কি। তারা অজ্ঞতার মধ্যে থেকেই ন্যায়পরতার নীতি বেছে নেয়। কাজেই এটা নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে যে, ন্যায়পরতার নীতি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে কেউই বিশেষ কোন সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক অবস্থানে নেই। এক্ষেত্রে সকলেরই অবস্থান একই রকম। যেহেতু সবার অবস্থানই সমান সেহেতু কারও পক্ষেই নিজের জন্য সুবিধাজনক করে নীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ ন্যায়পরতার নীতি হচ্ছে স্বচ্ছ চুক্তি বা যুক্তির ফল। ব্যক্তির নিজস্ব সামর্থ ও লক্ষ্যের ক্ষেত্রে যেহেতু সে যৌক্তিক সত্তা হিসাবে অবস্থান করে, কাজেই ধরে নেয়া যায়, সেখানে ন্যায়ের ধারণা রয়েছে। এখানে বির্তকের কিছু নেই বলে, যে চুক্তিটি করা হয় তা হয় স্বচ্ছ। তাই এ ব্যাখ্যার উপযুক্ত নাম হবে স্বচ্ছতার মানদন্ড হিসাবে ন্যায়পরতা।[১৫] এটি যে ধারণা বহণ করে তা হলো ন্যায়ের নীতিগুলো এমনভাবে স্বীকৃত যা স্বচ্ছ। অবশ্য এর মানে এই নয় যে ন্যায়পরতার ধারণা ও স্বচ্ছতার ধারণা একই।

[১৫] John Rawls, "A theory of Justice", Aeon J. Skoble & Tibor R. Machan, *Political Philosophy Essential Selectins*, (Delhi: Pearson Education, 2007), P. 451

Dhaka University Institutional Repository

রলস মনে করেন, স্বচ্ছতার মানদন্ড হিসাবে ন্যায়পরতার ধারণা শুরু হয় সার্বজনীন গ্রহণ যোগ্যতার ভিত্তিতে।[১৬] অর্থাৎ ন্যায়পরতার ধারণার প্রাথমিক নীতির ভিত্তিতেই পরবর্তী সব ধরনের আলোচনা-পর্যালোচনা এবং যেকোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের পূণর্গঠনের কাজ করা হয়ে থাকে। তারপর ন্যায়পরতার সুনির্দিষ্ট একটা ধারণা নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে সংবিধান গঠন, রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রয়োগের জন্য আইন প্রনয়ণ এবং এই ধরনের যাবতীয় কাজ করা হয়। আমাদের সামাজিক অবস্থানটা এমন ধরনের যে, আনুমানিক অনুসিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় নিয়মনীতির পদ্ধতিতে আমরা চুক্তিবদ্ধ হই। আবার ন্যায়পরতার কোন একটি ধারণা নির্ধারণ করার পর সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে তার সফল প্রয়োগ হলে সমাজের সদস্যরা মনে করতে পারে যে, চুক্তির ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে বা চুক্তির কারণেই তারা একে অপরকে সহযোগীতা করেছে। তারা পারস্পরিক সহযোগিতায় সম্মত হবে তখনই যখন সবাই স্বাধীন হবে, সবার মাঝে সমতা থাকবে এবং পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ মনোভাবের অধিকারী হবে।

রলসের মতে স্বচ্ছতার মানদন্ড হিসেবে ন্যায়পরতার নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি বিষয় পরিষ্কার হতে হবে যে, বাস্তবে ন্যায়পরতার কোন নীতিগুলো অগ্রাধিকার পাবে। এজন্য আমাদের প্রথমে ঘটনার বিস্তৃত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করতে হবে এবং ব্যক্তির পছন্দের সমস্যাটিকে গুরুত্ব দিতে হবে। এমন দেখা যেতে পারে যে, একটা প্রকৃত চুক্তির মাধ্যমে সমতার ক্ষেত্রে যদি ন্যায়ের নীতির চিন্তা করা হয় তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে সেখানে উপযোগবাদের নীতিকে স্বীকার করে নেয়া হয়। রলস মনে করেন, কোন দ্বিধা ছাড়াই এটা মনে হতে পারে যে, যেসব ব্যক্তিরা সমাজের মধ্যে নিজেদের সমান বলে দাবী করে তাদের প্রত্যেকেই নিজের প্রয়োজনীতাকে অগ্রাধিকার দেবে। যেহেতু প্রত্যেকটি চাহিদা ব্যক্তির স্বার্থ বা অস্তিত্বের সাথে জড়িত, সে চেষ্টা করে নিজের সুবিধামতো করে ভালর ধারণাকে গঠন করতে। এক্ষেত্রে সমাজের অন্যরা চাইবে না তার ধারণাকে মেনে নিতে বা নিজেদের কোন স্থায়ী ক্ষতি স্বীকার করতে। কাজেই রলস মনে করেন, উপযোগিতার নীতিটি সামাজিক পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ধারণার সাথে সঙ্গতভাবে খাপ খায় না।

---

[১৬] *Ibid*, P. 453

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
তুলনামূলক পর্যালোচনা

সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষ জীবিকার প্রয়োজনে নানাবিধ কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে এবং সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। এসব সামাজিক কর্মকান্ডের নৈতিক মূল্য নিরূপন করতে গিয়ে যেসব মতবাদের উদ্ভব ঘটেছে বণ্টনমূলক ন্যায়তত্ত্ব সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। সমকালীন রাষ্ট্রদর্শনে ন্যায় বলতে মূলত বন্টনধর্মী ন্যায়কেই বোঝানো হয়। বর্তমান গবেষণার মূল উদ্দেশ্য বন্টনধর্মী ন্যায়ের স্বরূপ উদঘাটন করে এ বিষয়ে মার্কস ও রলস এর মতের তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা। পূর্ববর্তী অধ্যায় গুলোতে ন্যায়পরতার সাথে বণ্টনমূলক ন্যায়ের স্বরূপ এবং এ বিষয়ে মার্কস ও রলসের মত উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে বন্টনের সাথে যুক্ত বিভিন্ন প্রত্যয় সম্পর্কে মার্কস ও রলসের মতের ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে।

১. মতবাদের স্পষ্টতা

কার্ল মার্কস প্রচলিত নৈতিক ধারণায় বিশ্বাস করতেন না। এ কারনে তিনি নৈতিকতা বিষয়ক কোন মতবাদ প্রদান করেননি । মার্কসের চিন্তার মধ্যে ন্যায়পরতার কোন অবস্থান আছে কিনা-সেটা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বণ্টন প্রসঙ্গটি। মার্কসের চিন্তায় বণ্টনমূলক ন্যায়ের কোন অবস্থান ছিল কিনা তা নিয়ে সাম্প্রতিককালের মার্কসবাদী চিন্তাবিদদের মধ্যে বিশেষ করে চিরায়ত[১] ও পশ্চিমা মার্কসবাদীদের[২] মধ্যে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। চিরায়ত মার্কসবাদীরা সমাজের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন বস্তুগত ধারণার ভিত্তিতে। তাদের মতে, মার্কস নিজে ন্যায় সম্পর্কে কিছু বলেননি। তিনি নীতি-নৈতিকতা প্রচার বা পুঁজিবাদী সমাজের সংস্কারের কথা বলেননি বা পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাকে অন্যায়ও বলেননি। তিনি তা ভেঙ্গে নতুন করে গড়ার কথা বলেছেন। অন্যদিকে পশ্চিমা মার্কসবাদীরা মনে করেন, মার্কসের চিন্তার মধ্যে একটা বণ্টনমূলক ন্যায়ের ধারণা রয়েছে এবং মার্কস নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে পুঁজিবাদী বণ্টন ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাদের

---

১ Robert C. Tucker, Allen W. Wood, Gorge G. Brenkert, Derek P.H. Allen, Alan Ryan, G.A. Cohen প্রমূখ মার্কসবাদী চিন্তাবিদ মনে করেন, মার্কসবাদের মধ্যে বন্টন নৈতিকতার কোনো অবস্থান নেই।

২ Ziyad I. Husami, Jon Elster, Gray Young, Allen Bachanan, Tomas W. Keyes, Donald Van De Veer, Jeffery H. Reiman প্রমূখ মনে করেন মার্কসবাদের মধ্যে একটা বন্টন ন্যায়ের অধিষ্ঠান রয়েছে এবং মার্কস ও এঙ্গেলস নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে পুঁজিবাদী বন্টন ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

মতে, মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণাকে নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে সমালোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে মার্কস বণ্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কে আলাদা কোন তত্ত্ব দেননি। তিনি তাঁর আলোচনায় মাঝে মাঝে নৈতিক পদ ব্যবহার করলেও কোন নৈতিক আদর্শের কথা বলেননি। তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন ঠিকই কিন্তু কখনও এটাকে অন্যায় বলেননি। তিনি আসলে পুঁজিবাদী সমাজের কিছু ত্রুটি তুলে ধরেন। বিচ্ছিন্নতা, শোষণ এগুলো পুঁজিবাদী সমাজের ত্রুটি, কোন নৈতিক ধারণা নয়। মার্কসের মতে, পুঁজিবাদী শোষণ একটি ঐতিহাসিক অনিবার্যতা।[৩] কাজেই এটাকে আমরা অন্যায় বলতে পারি না। যেখানে অনিবার্যতার ধারণা রয়েছে তা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক, নৈতিক নয়।

রলস তাঁর *A Theory of Justice* নামক গ্রন্থে বণ্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতবাদ প্রদান করেন । অবশ্য এর আগে তিনি "Justice As Fairness" শীর্ষক প্রবন্ধে এ তত্ত্বটির উল্লেখ করেন। এছাড়াও Peter Laslett and W.G. Runcimen সম্পাদিত *Philosophy, Politics and Society* নামক গ্রন্থে "Distributive Justice" শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি বন্টনমূলক ন্যায়ের বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তিনি ন্যায় সম্পর্কিত চিরায়ত উপযোগবাদী মতবাদকে খন্ডন করেন এবং কান্টের নৈতিক সমতার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ মতবাদ প্রদান করেন। তাঁর মতে, যখন সামজের সদস্যদের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বার্থ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় তখনই ন্যায়ের প্রসঙ্গটি আসে। এই দ্বন্দ্বের মিমাংসার পথ হিসেবেই রলস বণ্টনমূলক ন্যায়ের কথা বলেছেন।

২. নৈতিকতার মানবিক অর্থ

মার্কস এবং রলস বণ্টন নৈতিকতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে, তাঁরা নৈতিকতাকে মানবিক অর্থে গ্রহণ করেছেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যে অমানবিকতা ও বি-মানবিকীকরন ঘটে মার্কস তার বিরোধিতা করেন। এই বিরোধিতা করার ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে একটা মানবিক মূল্যবোধ বা নৈতিক বোধ ক্রিয়াশীল ছিল । মার্কসের কাছে মানুষই ছিল মৌল বিষয় ও সর্বোচ্চ সত্তা। তিনি যে কোন অমানবিক পরিস্থিতির বিরোধী ছিলেন। মার্কস পুঁজিবাদের মানবিকতা বিরোধী ভূমিকার সমালোচনা করতে গিয়ে যথার্থ মানবিক বিবেচনা থেকে বিচ্ছিন্নতার সমালোচনা করেন এবং মানবিকতার বিকাশ

[৩] মার্কস, ক্যাপিটাল, পঞ্চম খন্ড, পৃ. ৪৫-৫০

Dhaka University Institutional Repository

ও মানবিক মর্যাদা খর্ব ও ক্ষুন্ন করার দায়ে পুঁজিবাদের বিলোপ সাধনের কথা বলেন। তিনি মনে করেন, পুঁজিবাদে শ্রমের মধ্য দিয়ে মানুষ নিজ সত্তাকে হারায়। তাই পুঁজিবাদে মানুষ শ্রমিক বা পন্য হিসেবে হাজির হয়। ফলে মানুষ শ্রমিক ছাড়া অন্য কোনভাবে বিবেচিত হয় না। এভাবে তার মানবিক গুনাবলী পুঁজির সেবায় নিবেদিত হয় । ফলে পুঁজির সম্পর্কের বাইরে মানুষের কোন অস্তিত্ব থাকে না। পুঁজিবাদে শ্রমিক তার মানবিক সত্তাকে হারিয়ে ফেলে।

পুঁজিবাদী উৎপাদন মানুষকে কেবল পণ্য নয়, তাকে একটা মানবিক পণ্যে পরিণত করে। মানুষ এ ক্ষেত্রে পণ্যের ভূমিকা গ্রহণ করে । এ থেকে মার্কস মনে করেন যে, পুঁজিবাদ মানুষকে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই অ-মানবীয় সত্তায় পরিণত করে।[৪] মার্কস বলেন, পুঁজিবাদী সমাজে শ্রমিক তার জীবনের পরিবেশটাকে অমানবিক রূপের মধ্যে দেখতে পায়, এ কারণে মানুষ তার নিজেকে প্রলেতারিয়েতের মধ্যে হারিয়ে ফেলে। তিনি আরও বলেন, পুঁজিবাদী অমানবিকতার বিরুদ্ধে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বিদ্যমান সামাজিক অমানবিক পরিস্থিতির অবসান ঘটাতে হবে।[৫] তিনি মনে করেন, মানুষ যদি তার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে মানবিকতা অর্জনের জন্য পরিবেশকেই করে তুলতে হবে মানবিক। মার্কস বলেন, "If man is shaped by environment, his environment must be made human."[৬] এ থেকে বলা যায় যে, মার্কস পুঁজিবাদী পরিবেশটাকেই অমানবিক হিসেবে বিবেচনা করেন এবং ভাববাদী নীতিসর্বস্বতার বিপরীতে মানবিক সামাজিক বাস্তবতা নির্মানের মধ্যে দিয়ে মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। তিনি পুঁজিবাদী অমানবিক অবস্থাকে একটা মানবিক মূল্যবোধ থেকে এবং বাস্তব ও নৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবেই পুঁজিবাদের সমালোচনায় মার্কসের মধ্যে একটা মানবিক মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল ছিল।

রলসও যথার্থভাবেই মানবিক নৈতিকতার কথাই বলেছেন। তিনি তাঁর ন্যায়তত্ত্বে বিষয়টিকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি ব্যক্তির অধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অধিকার প্রত্যয়টি দ্বারা তিনি নাগরিক অধিকারকে বুঝিয়েছেন। তবে তিনি নাগরিক অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের বিষয়টিকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। রলসের চিন্তাচেতনা ঐ জনসমষ্টিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে যারা রাজনৈতিক সমাজকে প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া তিনি মানব জাতির জন্য পৃথক

---

[৪] Marx, *EPM*, PP. 78-79
[৫] Marx, *The Holy Family*, MECW, Vol.4, PP.36-37
[৬] *Ibid*, P.131

Dhaka University Institutional Repository

একটি নৈতিক সম্প্রদায়ের ধারণা দিয়েছেন। অধিকারের যে একটা সার্বজনীনতা আছে সেটা তিনি স্পষ্ট করেছেন। অধিকার সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, সকল আধুনিক রাষ্ট্রের নাগরিকদেরই যথার্থ অধিকার ভোগ করা উচিত। রলস মনে করেন, অধিকার, কর্তব্য, পছন্দ ও যোগ্যতার ভিত্তিতেই যথার্থ নৈতিক সমাজে ব্যক্তির অবস্থান নির্ধারিত হয়।[৭] নৈতিক মানবিক অধিকার কোন সাধারন বিষয় নয়। এটি মানবতার জন্য সার্বজনীন।

৩. সমতার ধারণার ভিন্ন অর্থ

রলস তাঁর ন্যায়তত্ত্বে মানব সত্তাকে সমতার ভিত্তিতে বিবেচনা করেন। সমতা বলতে তিনি সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যেকার পারস্পরিক সমতাকে বুঝিয়েছেন। রলস মনে করেন, সমাজের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তিই সমান এবং যেকোন কাজ করার ক্ষেত্রে সকলেই সমানভাবে স্বাধীন। সমাজের ব্যক্তিবর্গকে তিনি এমনভাবে বিবেচনা করেননি যে, কেউ বিশেষ কোন গুণের কারণে কোন বিশেষ সুবিধা পাবে। আবার সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সবাই সমানভাবে বিবেচিত হয়। রলস মনে করেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে সামাজিক উপাদান বা সমাজের অভ্যন্তরে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রতি ব্যক্তির যৌক্তিক দাবী সমান। এসব ক্ষেত্রে অনিরপেক্ষতার কোন সম্ভাবনা নেই। সমাজের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যখন কোন বিষয় নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয় বা চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্ব দেখা যায় তখন যথার্থ অর্থে সমতা বিধানের জন্য প্রয়োজন হয় ন্যায়পরতার ধারণার ।

মার্কস সমাজের মধ্যে বক্তির সমান অধিকারের বিষয়টিকে বুর্জোয়া অধিকার বলে মনে করেন। এক্ষেত্রে সমতা প্রসঙ্গে মার্কসের ব্যাখ্যা হলো, প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শ্রম অবদানের মানদন্ডটি সবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রয়োগ করা হয়। মার্কস বলেন, "এখানে সমতা শুধু এইটুকু যে এটি মাপা হচ্ছে সমান মানদন্ড অর্থাৎ শ্রম দিয়ে।"[৮] এর মধ্য দিয়ে এক্ষেত্রে সবাইকে শ্রমিক বা উৎপাদক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ গুণ এবং তার ফলে উৎপাদন ক্ষমতার যে অসমতা, স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ অধিকার হিসেবে সেগুলো মৌন স্বীকৃতি লাভ করে । মার্কস তাই মনে করেন সমান অধিকার হচ্ছে অসমান শ্রমের জন্য অসমান অধিকার মাত্র। সমান অধিকারের মানদন্ডকে তিনি মর্মগতভাবে অসমান বলে মনে করেন। ব্যক্তি প্রাকৃতিকভাবেই অসমান। তাই আর সব অধিকারের মতো এই অধিকারটিও অন্তর্বস্তুর দিক থেকে অসমতার অধিকার। তাঁর মতে অধিকারের প্রকৃতিটাই

---

[৭] Tom Campbell, *Justice*, (Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1988), P. 78

[৮] মার্কস, *গোথা কর্মসূচীর সমালোচনা*, মাএরস, দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশ, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

এ রকম যে, এক্ষেত্রে একটা সমান মানদন্ড প্রয়োগ করা হয় যাতে তাদের অধিকার সেই অনুযায়ী থাকে। কিন্তু বাস্তবে বিভিন্ন ব্যক্তি প্রকৃতিগতভাবেই অসমান। মার্কস মনে করেন, বিভিন্ন অসমান ব্যক্তিদের একটি সমান মানদন্ডে তুলনা করা সম্ভব কেবল এই অর্থে যে, সমান দৃষ্টিকোন থেকে তাদের দেখা হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে তাদের 'শ্রমিক' বা উৎপাদক এই দিকটিকেই বিবেচনা করা হয়। পরিবার, পরিবারের আয়তন ও অন্যান্য ভিন্নতাকে এখানে বিবেচনা করা হয় না। তিনি এই বিমূর্ত বুর্জোয়া সমতার নীতিকেও সমালোচনা করেন। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজের গর্ভ থেকে যেহেতু সমাজতন্ত্রের অভ্যুদয় ঘটে সে কারণে পুঁজিবাদী কিছু বৈশিষ্ট্য তখনো সমাজতন্ত্রের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে বলে মার্কস মনে করেন।

মার্কসের মতে, সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ে একই শ্রম সম্পন্ন করে এবং তার ফলে সামাজিক ভোগ্যভান্ডারের সমান অংশ লাভ করেও এক্ষেত্রে কার্যত একজন আরেকজনের চেয়ে বেশি পেয়ে যাবে, একজন আরেকজনের চেয়ে বিত্তবান হয়ে উঠবে। কেননা সব লোক সমান নয়, কেউ বলবান, কেউ দুর্বল, কারও পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি তারও কম। মার্কস সমতার মানদন্ডের এই ত্রুটি নিরসনের উপায় হিসেবে অসমতার মানদন্ড হিসেবে প্রয়োজন নীতির প্রস্তাব করেন। সমাজতান্ত্রিক পর্যায়ের বুর্জোয়া সমতার ত্রুটি নিরসন প্রসঙ্গে মার্কস বলেন, "এই সব ত্রুটি দূর করতে হলে অধিকারকে সমান নয়, অসমানই হতে হবে।"[৯] এ থেকে বলা যায়, শোষণ বিরোধী বন্টন নীতি হিসেবে কমিউনিজমের প্রথম পর্যায়ে বিমূর্ত বুর্জোয়া সমতার নীতিটিকে মার্কস প্রস্তাব করেন। কিন্তু সমতার নীতি বাস্তব বিশেষের অসাম্যকে বিবেচনা করে না বলেই তা ত্রুটিযুক্ত।

৪. মানবিক স্বাধীনতার ধারণা প্রতিষ্ঠা

মার্কসের বিভিন্ন রচনার মধ্যে মানুষের স্বাধীনতা বিষয়ক মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজের উপর পুঁজির নিয়ন্ত্রনকারী ভূমিকা মানুষকে পুঁজির দাসে পরিনত করে। মার্কস পুঁজির এই সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রনকারী ভূমিকার বিরুদ্ধে মানবিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথা বলেন এবং স্বাধীনতার নৈতিক অবস্থান থেকে পুঁজিবাদকে প্রত্যাখ্যান করেন। মার্কসের মতে, প্রকৃতি জগতে যেসব আবশ্যিক নিয়মাবলী রয়েছে তাকে যতক্ষণ আমরা আয়ত্ব করতে না পারি ততক্ষণ তার উপর

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮

Dhaka University Institutional Repository

আমরা নিয়ন্ত্রন বা স্বাধীনতা অর্জন করতে পারি না। প্রকৃতির বিধান সমূহের জ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের মাধ্যমে এই বিধানসমূহকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনে সুশৃংখলভাবে নিযুক্ত করার যে সম্ভাবনা আমরা লাভ করি তার মধ্যেই আমাদের স্বাধীনতা নিহিত। অর্থাৎ প্রকৃতির বিধান বা বাস্তব জগতের অমোঘ নিয়মাবলীকে জানার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়েই প্রাকৃতিক আমোঘতার উপর মানবিক স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। বাস্তব জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞানতার কারণেই আমরা অনিশ্চয়তা ও স্বাধীনতাহীন অবস্থার মধ্যে থাকি। কাজেই স্বাধীনতার অর্থ হচ্ছে প্রকৃতির অনিবার্যতার জ্ঞানের ভিত্তিতে বহির্জগত এবং আমাদের নিজেদের উপর আমাদের নিয়ন্ত্রন। মার্কস মনে করেন, প্রকৃতির অনিবার্যতাকে আমরা যতটা জানি ততটাই স্বাধীন হয়ে উঠি। তিনি বিজ্ঞানের আবিস্কারের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি সম্পর্কে জানাকে মানবিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রক্রিয়া হিসেবেও দেখেন। মানুষের এই স্বাধীনতা অর্জনকে তিনি একটা ঐতিহাসিক বিকাশের ফসল বলে মনে করেন। তার মতে, বিজ্ঞান ও সামাজিক অগ্রগতি এমন একটা পর্যায়ে উপনীত হবে যেখানে স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব হবে। মার্কস কেবল প্রকৃতির অন্ধশক্তির উপর মানুষের নিয়ন্ত্রন বা স্বাধীনতা অর্জনের দিকটিকেই দেখেননি। তিনি বিষয়গত সামাজিক শক্তির উপরও মানুষের নিয়ন্ত্রন প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন, পুঁজির শৃংখল থেকে তিনি মানবিক স্বাধীনতা অর্জনের কথা বলেন।

মার্কস কর্তৃক পুঁজিবাদের সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর মধ্যে স্বাধীনতার নৈতিক মূল্যবোধ ক্রিয়াশীল ছিল বলে মনে হয়। তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজের উপর পুঁজির সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ, মানুষের উপর পরকশক্তির কর্তৃত্ব, শ্রম বিভাজন, ব্যক্তির আত্ন-রুপায়নের প্রতিবন্ধকতা, স্বাধীনতাহীনতা ও জবরদস্তিমূলক শ্রম ইত্যাদি কারনে স্বাধীনতার মূল্যবোধ থেকে পুঁজিবাদের সমালোচনা করেন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে মার্কসের সমালোচনা স্বাধীনতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবিক স্বাধীনতাকে মূল্যবোধের দিক থেকে দেখলে এটা বলা যায় যে, পুঁজিবাদী সমাজে ব্যক্তির স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার জন্য মার্কস মানবিক স্বাধীনতার আদর্শ থেকে পুঁজিবাদকে সমালোচনা ও প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু মার্কস মানবিক স্বাধীনতার দিকটিকে নীতিসর্বস্ব ভাববাদী কায়দায় দেখেননি, স্বাধীনতাকে তিনি বাস্তব ইতহিাস ও সমাজ নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করেননি। মার্কস বাস্তব সমাজ ইতিহাসে স্বাধীনতার সামাজিক বাস্তবতা অর্জনের মধ্য দিয়ে মানবিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবেন। বাস্তব আভিজ্ঞতার জগতে বাস্তব ইতিহাসের ভেতর দিয়ে মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের বিষয়টিকে ভাবেন। বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণাকে মার্কস আইনগত ধারণা, হেঁয়ালী ও স্বাধীনতা

Dhaka University Institutional Repository

সম্পর্কে মোহ প্রভৃতি হিসেবে প্রত্যাখ্যান করেন,[১০] যা বস্তুগত প্রকৃত সম্পর্ক ও পার্থক্যকে বিবেচনা করে না। বুর্জোয়া স্বাধীনতার ধারণাকে তিনি একটা আকারগত স্বাধীনতা হিসেবে দেখেন, যা বাস্তব নয়।

রলস ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়টিকে একটি নৈতিক বিষয় হিসেবে দেখেন। স্বাধীনতার ধারণাটিকে তিনি দুটি ভাগে ভাগ করে দেখান। প্রথম ভাগে স্বাধীনতা বলতে তিনি সমাজে ব্যক্তির অবস্থানের স্বাধীনতাকে বুঝিয়েছেন। আর দ্বিতীয় ভাগে স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন সামাজিক সুবিধা ভোগের দিকটিকে।[১১] রলস মনে করেন, ব্যক্তি যখন তার নিজ উদ্দেশ্যকে নির্বিঘ্নে অর্জন করতে পারবে বা তার নিজকে প্রতিবন্ধকতাহীনভাবে রূপায়িত করতে পারবে তখন সে অবস্থাটাই হবে স্বাধীনতার অবস্থা। রলস স্বাধীনতা প্রত্যয়টিকে বিশেষভাবে মৌলিক স্বাধীনতা অর্থে ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, মৌলিক স্বাধীনতার অবস্থান ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং আইনগত যেকোন ধারণার উর্দ্ধে। ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে গণতান্ত্রিক অধিকার দরকার হয় তার উপরে মৌলিক স্বাধীনতার ধারণা বিরাজ করে। রলস মনে করেন, সমাজে যথার্থ অর্থে ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সমাজের সদস্যদের সব ক্ষেত্রে সমান স্বাধীনতা ভোগ করা উচিত এবং মৌলিক স্বাধীনতার মতো বিষয়গুলো সমানভাবে বন্টন করা উচিত।

৫. পুঁজিবাদের অবস্থান

পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে মার্কস পণ্য বিনিময়ের নিয়মকে ব্যাখ্যা করাকেই প্রারম্ভিক কাজ হিসেবে দেখেন। পুঁজিবাদী বিনিময় ব্যবস্থার বিশ্লেষণ থেকে শ্রম ও পুঁজির অসম বিনিময় এবং উৎপাদনের পর্যায়ে শোষণের রূপকে বোঝা যায়। মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতিতে ধন-সম্পদ পণ্যের বিপুল সমারোহ আকারে বিরাজ করে। তিনি যেকোন পণ্যের দুটি গুণের কথা বলেন। একটি হলো পণ্যের ব্যবহারিক মূল্য অর্থাৎ পণ্যটির ব্যবহারিক উপযোগিতা, অপরটি হলো পণ্যের বিনিময় মূল্য। মার্কস পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় দুটি পণ্যের মধ্যেকার বিনিময়কে সমানুপাতিক ভাবেন। তিনি বলেন,"--- কোন পণ্যের সঠিক বিনিময় মূল্য দ্বারা সমান সমান কোন কিছু প্রকাশিত

---

[১০] Marx, *The Holy Family*, MECW, Vol. 4, P. 113 এবং Marx, "On the Jewish Question" MSW, PP. 52-53

[১১] Tom Campbell, *Justice*, (Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1988), P. 75

Dhaka University Institutional Repository

হয়---।"[১২] পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় উৎপাদিত দ্রব্য, বিনিময়ের জন্য পণ্যের রূপ পরিগ্রহ করে। পণ্য আকারে বিনিময় রূপ গ্রহণের জন্য পণ্যের গুণগত বা প্রাকৃতিক দিকটিকে বাদ দিয়ে পণ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় শ্রম-সময়ের পরিমাণগত দিকটিকেই বিবেচনা করা হয় অর্থাৎ বিনিময়ের জন্য উৎপাদিত দ্রব্যের একটা বিমূর্তকরণ বা পণ্য রূপ দরকার হয়। এই বিমূর্তকরণের মধ্যে দিয়েই পুঁজিবাদী বিনিময় সম্ভব হয় এবং পণ্য তার বিনিময় মূল্যের রূপ পায়। মার্কস বলেন, একটি পণ্য উৎপাদনে সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয় শ্রম সময় দিয়ে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয়।[১৩]

মার্কসের মতে, বাজারে শ্রমশক্তি বিনিময়ের পর তার ব্যবহারিক মূল্যটা ক্রেতার হাতে চলে যায়। কিন্তু শ্রমশক্তি নামক পণ্যটির বিশেষত্ব এখানে যে, শ্রমশক্তির ব্যবহার মানে একই সাথে পণ্য ও উদ্বৃত্ত মূল্যের উৎপাদন। অন্য যে কোন পণ্যের মতোই শ্রমশক্তির ব্যবহার সম্পন্ন হয় বাজারের সীমানার বাইরে। শ্রমশক্তি ব্যতীত অন্য কোন পণ্য উদ্বৃত্ত-মূল্য তৈরী করে না। শ্রমশক্তির ব্যবহারটা যেহেতু বাজারের সীমানার বাইরে উৎপাদনের পর্যায়ে সংঘটিত হয়, তাই উদ্বৃত্ত মূল্যটা বাজারে নয়, উৎপাদনের স্তরেই সৃষ্টি হয়। মার্কস মনে করেন, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শ্রমশক্তি ব্যবহারের দুটি বৈশিষ্ট্যসূচক পরিণতি দেখা যায়। প্রথমত, পুঁজিপতির নিয়ন্ত্রণাধীনে শ্রমিক কাজ করে এবং শ্রম হয় পুঁজিপতির সম্পত্তি। দ্বিতীয়ত, উৎপন্ন দ্রব্যটি প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদকের না হয়ে তা হয় পুঁজিপতির সম্পত্তি। এভাবে শ্রম এবং উৎপন্ন সমুদয় দ্রব্য পুঁজিপতির অধিকারে চলে যায়।

মার্কস উদ্বৃত্ত আহরণকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে বর্ণনামূলক ও নৈতিক-এ দুইভাবেই দেখেন। পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎকে মার্কস যে ভাষায় ব্যক্ত করেন তার বিশ্লেষণ থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একটা শোষণ বিরোধী নৈতিক অবস্থান থেকে পুঁজিবাদের নৈতিক প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাঁর বিভিন্ন রচনায় পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত আত্মসাৎকে শোষণ, লুণ্ঠন, চুরি, প্রতারণা ও মজুরি বঞ্চিত শ্রম ইত্যাদি যে সব ভাষা ব্যবহার করেন তা থেকে মনে হয় তাঁর মধ্যে পুঁজিবাদ বিরোধী একটা নৈতিক মূল্যবোধ বিদ্যমান ছিল। মার্কসের ব্যবহৃত ভাষা থেকে দেখা যাবে যে, তিনি মানবাহক ভাষা ব্যবহার করেছেন যার বিশ্লেষণ থেকে এটা বলা যায় যে, তাঁর মধ্যে একটা নৈতিক মূল্যবোধ অবশ্যই ক্রিয়াশীল ছিল। শোষণ নিজেই একটি মূল্যবোধক প্রত্যয়। শোষণ শব্দটি থেকে এমন একটি ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয় যা থেকে মনে হয় কাউকে তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে

[১২] মার্কস, *পুঁজি*, খন্ড-১, অংশ-১, পৃ ৫৯
[১৩] *প্রাগুক্ত* পৃ. ৬২

Dhaka University Institutional Repository

অর্থাৎ অন্যকে তার অধিকারের ক্ষেত্রে বঞ্চনা করা হয়েছে। মার্কস পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত আত্মসাৎকে যখন শোষণ হিসেবে চিহ্নিত করেন তখন শব্দটি নিজেই মার্কসের শোষণ বিরোধী নৈতিক অবস্থানকে ব্যক্ত করে। মার্কস পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে যে অবস্থান গ্রহণ করেন সেটা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে একটা নৈতিক সমালোচনা রূপে হাজির হয়।

রলস পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে যৌক্তিক মনে করেন। তিনি যে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন তার যেকোন সীমাবদ্ধতাকে তিনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মানদন্ড দ্বারাই বিচার করার কথা বলেন। রলস ন্যায়ভিত্তিক সমাজের যে মডেলের কথা বলেন তা হলো একটি সাংবিধানিক গনতন্ত্র, যেখানে সরকার একটি নির্দিষ্ট উপায়ে মুক্তবাজার অর্থনীতি পরিচালনা করেন। তিনি মনে করেন বাজারকে প্রতিযোগিতামূলক রাখার জন্য যদি আইন এবং সরকার যথাযথভাবে কাজ করে, উৎপাদনের উৎসকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা হয়, সম্পদ এবং উৎপাদিত দ্রব্য যদি সময়ে সময়ে সঠিকভাবে বন্টিত হয়, সামাজিক সম্পর্ক ন্যূনতম সন্তোষজনক অবস্থানে থাকে এবং সুযোগের সমতা বিরাজ করে তাহলে সেখানে গৃহীত বন্টন ব্যবস্থাকে বলা হয় ন্যায়ভিত্তিক বন্টন। রলস মনে করেন, যেকোন পুঁজিবাদী সমাজ অবশ্যই শ্রেণীভিত্তিক সমাজ হবে এবং এরূপ সমাজে আয়ের অসমতা একটি অনিবার্য বিষয়। কাজেই এরূপ সমাজে সমতা বিধানের জন্য ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।[১৪] ক্ষতিপূরণ বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, সমাজের কম উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন লোকেরাও যাতে সর্বাধিক সুবিধা পেতে পারে, রাষ্ট্রীয়ভাবে সে ব্যবস্থা করতে হবে। তবে তিনি মনে করেন, কল্যানমুখী সমাজে ক্ষতিপূরণের এ ব্যবস্থা অবশ্যই স্বল্প পরিমানে বাস্তবায়নের জন্য সমাজের সকলকে সচেষ্ট হতে হবে। কেননা, ক্ষতিপূরণের এ ব্যবস্থা প্রতিযোগিতার মনোভাবকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে। কিন্তু এ ব্যবস্থার হাত থেকে আমাদের রেহাই নেই, কেননা যারা প্রাকৃতিকভাবে দুর্বল বা শারীরিকভাবে অক্ষম তারা বন্টনের সময় কম পেলে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারে। রলসের মতে, তারপরও সেখানকার অবস্থাটা এমন হবে যে, সমাজের একটি শ্রেণী নিশ্চিতভাবেই অন্যদের তুলনায় এগিয়ে থাকবে বা ভাল অবস্থানে থাকবে।

সমকালীন রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম প্রধান চিন্তাবিদ কার্ল মার্কসের মতবাদে পরোক্ষভাবে হলেও বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণা পরিলক্ষিত হয়। তিনি তাঁর *Critique of the Gotha Programme*

---

[১৪] Tom Campbell, *Justice*, (Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1988), P.80

Dhaka University Institutional Repository

এ সমাজতান্ত্রিক সমাজের যে রূপরেখা প্রণয়ন করেন তার মধ্যেই বন্টনমূলক ন্যায়ের ধারণা নিহিত রয়েছে। মার্কস অবশ্য বন্টমূলক ন্যায় সম্পর্কে আলাদা কোন তত্ত্ব দেননি। ন্যায়ের মতো কোন বিমূর্ত আদর্শ দিয়ে তিনি সমাজকে বিশ্লেষণ করেননি। সমাজকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বস্তুগত ধারণার ভিত্তিতে। তিনি পুঁজিপতি কর্তৃক উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎকে ন্যায় বা অন্যায় কোনটিই বলেননি। পুঁজিবাদী সমাজের বিশ্লেষণ করে তিনি দেখান যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটাই বৈষম্যমূলক ও শোষণমূলক। এর মূল কারন হচ্ছে সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানা। মার্কসের মতে, এই বৈষম্য দূর করা সম্ভব সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে অর্থাৎ সম্পত্তিতে ব্যক্তিমালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়ে সামাজিক মালিকানাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। তাঁর মতে সমাজ পরিচালিত হতে হবে বন্টনের এমন নীতি অনুযায়ী যা আয় ও সমবন্টনকে নিশ্চিত করবে।

আবার বন্টনমূলক ন্যায় সম্পর্কিত রলসের মতবাদটি সাম্প্রতিককালে একটি যুগান্তকারী মতবাদ হিসেবে পরিগনিত হয়। রলস উপযোগবাদী মতবাদকে খন্ডন করে একটি বিকল্প নৈতিক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি মনে করেন, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান সদগুন হলো ন্যায় এবং এর মুখ্য কাজ হলো দ্রব্যসামগ্রীর বন্টন। রলসের ন্যায়ের ধারণা স্বাধীনতা ও সমতার নীতির উপর প্রতিষ্টিত। রলস মনে করেন, মূখ্য দ্রব্যসামগ্রী যেহেতু সীমিত, সেহেতু যোগ্যতা অনুযায়ী সেগুলো বন্টনের ব্যবস্থা করতে হবে। তাঁর মতে, উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক সমাজই যথার্থ সমাজ যেখানে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সমকালীন রাষ্ট্রদর্শনের এই দুই চিন্তাবিদ সামাজিক বৈষম্য বা অসমতাকে সামাজিক সংকটের মূল কারন হিসেবে চিহ্নিত করতে সক্ষম হয় এবং উভয়েই সামাজিক সংকট নিরসনে আয় ও সম্পদের সমতাভিত্তিক বন্টনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাদের উভয়ের চিন্তাতেই স্বাধীনতা, মানবিকতা ও মানবিক মুক্তির নৈতিকতার ধারণা নিহিত রয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও উভয়ের চিন্তার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। মার্কস একজন বিপ্লবী। তাই তিনি সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে সমতাভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি তাঁর আলোচনায় নৈতিক পদের ব্যবহার করলেও কোন নৈতিক আদর্শের কথা বলেননি। অন্যদিকে রলস একজন উদারতাবাদী এবং তিনি উদারনৈতিক গনতান্ত্রিক সমাজে সংস্কারের মাধ্যমে আয় এবং সম্পদের সমবন্টনে বিশ্বাসী। রলস যে সমতার কথা বলেছেন তা নৈতিক সমতার ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তবে তিনি যেভাবে সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করার কথা বলেছেন তা পুরোপুরি নৈতিক। কিন্তু মার্কস যে অনিবার্যতার কথা বলেছেন

Dhaka University Institutional Repository

তা অবশ্যই বৈজ্ঞানিক। এজন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোন থেকে মার্কসের তত্ত্বকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। কিন্তু রলস আবার তাঁর তত্ত্বে ব্যক্তি মানুষের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এদিক থেকে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বন্টনমূলক ন্যায়তত্ত্বকে যুগোপযোগী ও অধিক প্রায়োগিক বলে মনে হয়। তবে মার্কস ও রলস উভয়ের লক্ষ্য একই। তাঁরা উভয়েই সামাজিক সমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং উভয়েরই লক্ষ্য মানবকল্যান।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

Aeon J. Skoble & Tibor R. Machan	*Political Philosophy Essential Selections* (Delhi: Pearson Education: 2007)
Aiken, Henry D. (ed),	*Hume's Moral and Political Philosophy,* (New York: Hafner Publishing company, 1984).
Althusser, Louis,	*For Marx,* English Trans. Ben Brewster (Harmondsworth: Penguin Books Ltd., 1969).
Aristotle,	*Nicomachean Ethics,* Trans. Terrence Irwing (Indiana: Hackett Publishing Company Inc., 1985).
Arthur, John & Shaw, William H.,	*Justice and Economic Distribution,* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall Inc., 1978).
Avieneri, Shlome	*The Social and Political Thought of Karl Marx,*(New York: Cambridge University Press, 1993).
Begum, Hasna,	*Moore's Ethics: Theory and Practice* (Dacca: The University of Dacca, 1982).
Bottomore, Tom (ed.),	*A Dictionary of Marxist Thought,* (England: Basil Blackwell Publisher Limited, 1983).
Brewer, Anthony,	*A Guide to Marx's Capital,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1984).
Broad, C.D.,	*Ethics,* (Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985).
Callinicos, Allex,	*Marxist Theory,* (New York: Oxford University Press, 1989).
Campbell, Tom,	*Justice,* (Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1988).
Caver, Terrell,	*A Marx Dictionary* (Oxford: Polity Press, 1987).
Christenson, Reo M.et. al. (eds),	*Ideologies and Modern Politics,* (New York: Harper and Row Publishers, 1981).
Cohen, G.A.,	*Karl marx's Theory of History,* (Oxford: Clarendon Press, 1982).
Cohen, G.A.,	*History, Labour, and Freedom,* (Oxford: Clarendon Press, 1988).
Cohen, Marshall et.al.	*Marx, Justice, and History,* (Princeton: Princeton

Dhaka University Institutional Repository

(eds.), University Press, 1980).

Colletti, Lucio, *From Rousseau to Lenin*, Eenglish Trans. John. Merrington & Judith White, (New York: Monthly Review Press, 1974).

Croce, Benedetto, Historical Materialism and the Economics of Karl Marx, English Trans. C.M. Meredith, (London: Frank Cass & Co. Ltd., 1966).

Crossman, R.H.S., *Plato Today*, 2nd ed. (London: George Allen & Unwin Ltd. 1963).

Cutler, Anthony, et. al. (eds.), *Marx's Capital and Capitalism Today*, vol. 2, (London: Routledge & Kegan Paul, 1977).

Edwards, Paul (ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, Complete and Unabridged, 1972 ed. (Macmillan Publishing Co., Inc. & The Free Press, 1972).

Elster, Jon, *Making Sense of Marx*, (London: Cambridge University Press, 1985).

Engels, F., "Speeches in Elberfeld", *Karl Marx & Frederick Engels Collected Works*, (Moscow: Progress Publishers, 1975), vol. 4

Engels, F. *Anti-Duhring*, (Peking: Foreign Languages Press, 1976).

Engels, F., *The Condition of the Working Class in England, Karl Marx & Frederick Engels Collected Works*, (Moscow: Progress Publishers, 1975), vol. 4

Engels, F., "Bruno Bauer and Early Christianity", *Karl Marx & Frederick Engels Collected Works*, (Moscow: Progress Publishers, 1989), vol. 24

Engels, F., *Dialectics of Nature*, (Moscow: Progress Publishers, 1976).

Ethel Albert M. (ed.), *Great Tradition in Ethics*, 5th ed. (Belmont: Wardsworth Publishing Company, 1984).

Frankena, William K., *Ethics*, 2nd (Englewood Cliffs: Prentice – Hall, Inc., 1973).

Fried, Albert & Sanders, *A Documentary History of Socialist Thought*,

Dhaka University Institutional Repository

Ronald (eds.),	(Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964).
Rashid, Haroon,	*Normative Marxism,* (Dhaka: Jatiya Shahittaya Praksh, 2006)
Fromm Erich (ed.),	*Socialist Humanism,*(London: The Penguin Press, 1967).
Giddens, Anthony,	*Central Problems in Social Theory,* (Houndmills: Macmillan Education Ltd., 1990).
Hare, R.M.,	*Freedom and Reason* (London: Oxford University Press 1967).
Hare, R.M.,	*Moral Thinking,* (Oxford: Clarendon Press, 1981).
Hegel, G.W.F.,	*The Philosophy of Right,* (Chicago: William Benton Publishers, Encyclopaedia Britannica Inc., 1952) vol. 46
Hegel, G.W.F.,	*The Philosophy of History,* (Chicago: William Benton Publishers, Encyclopaedia Britannica, Inc., 1952). Vol 46
Hospers, John,	*Human Conduct,* (New York: Harcurt, Brace & World, Inc., 1961).
Hudson, W.D.,	*Modern Moral Philosophy,* (London: The Macmillan Press Ltd., 1981).
Hume, David,	*A Treatise of Human Nature, L.A. Selby-Bigge, (ed.) (London: Oxford University Press, 1967).*
Kolakowski, Leszek,	*Marxism and Beyond,* (London: Paladin, 1971).
Kolakowski, Leszek,	*Main Currents of Marxism,* vol. 2, (Oxford: Oxford University Press, 1988).
Korsch Karl,	*Marxism and Philosophy,* English Trans. Fred Halliday (New York: Monthly Review Press, 1970).
Larrain, Jorge,	*Marxism and Ideology* (Houndmill: Macmillan Publishers Ltd., 1984).
Liden, Harry Van Der,	*Kantian Ethics and Socialism,* (Indianapolis: Hacket Publishing Co., 1988).
Locke, John,	*Two Treatise of Government,* Revised ed. Peter Laslett (ed.), (New York: A Mentor Book, 1963).
Lukacs, Georg,	*Marx's Basic Ontological Principles,* (London:

Dhaka University Institutional Repository

Merlin Press, 1982).

Lukes, Steven — *Marxism and Morality,* (Oxford: Oxford University Press, 1985).

Mandel, Ernest, — *From Class Society to Communism,*(London: Ink Links Ltd., 1977).

Mappes, Thomas A. & Zembaty, Jane S. (ed.), — *Social Ethics,* (New York: Mc Graw-Hill Book Company, 1997).

Marx, Karl & Engels F., — *The German Ideology,* (Moscow: Progress Publishers, 1976).

Marx, Karl & Engels, F., — *The Holy Family, Karl Marx & Frederick Engels Collected Eorks,* (Moscow: Progress Publishers, 1975), vol.4

Marx, Karl, — "Moralizing Criticism and Critical Morality", *Karl Marx Selected Writings,* (London: Oxford University Press, 1977).

Marx, Karl, — "Towards a Critique of Hegel's Philosophy of Right", *Karl Marx Selected Writings,* David McLellan (ed.) (London: Oxford University Press 1977).

Marx, Karl, — *Capital,* Vols. I, II, (Moscow: Progress Publishers, 1974).

Marx, Karl, — *Capital,* Vols. 3, (Moscow: Progress Publishers, 1966).

Marx, Karl, — *Economic and Philosophic Manuscripts of 1844,* (Moscow: Progress Publishers, 1977).

Marx, Karl, — *Grundrisse, Trans. Martin Nicolaus,* (London: Penguin Books Ltd., 1993).

Marx, Karl, — *The Poverty of Philosophy,* (Moscow: Progress Publishers, 1973).

Mayo, Henry B., — *Introduction to Marxist Theory,* (New York: Oxford University Press, 1960).

McLellan, David & Sayers, Sean (eds.), — *Socialism and Morality,* (Houdmills: Macmillan Press Ltd., 1990).

Neilsen, Kai, — *Marxism and Moral Point of view,* (London: Westview Press, 1989).

Parekh, Bhikhu, *Marx's Theory of Ideology,* (London: Croom Helm Ltd., 1982).

Pashukanis, Evgeny B., *Law and Marxism, Trans. & eds. Barbara Einhorn & Chris Arthur, (London: Ink Links Ltd., 1978).*

Peffer, R.G., *Marxism, Morality, and Social Justice* (Princeton: Princeton University Press, 1980).

Plekhanov, Georgi, *The Development of the Monist View of History,* (Moscow: Progres Publishers, 1980).

Popper, K.R., *The Open Society and its Enemies* vol. I, II., (London: Routledge and Kegan Paul Ltd., 1977).

Raphael, D.D., *Problems of Political Philosophy* (London: Macmillan and Co. Ltd., 1970).

Raphael, D.D., *Moral Philosophy* 2nd ed. (Oxford University Press, 1994).

Reid, Charles L. (ed.), *Choice and Action,* (New York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1981).

Richard, B. Brandt et.al. (eds.), *Social Justice* (Englwood Cliffs: A spectrum Book, Prentice-Hall, Inc. 1962).

Roemer, John, (ed.), *Analytical Marxism* (Cambridge: Cambridge University Press, 1986).

Roemer, John, E., *Analytical Foundation of Marxian Economic Theory,* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981).

Rosenberg. Alexander, *Philosophy of Social Science,* (Oxford: Clarendon Press, 1988).

Sen Amartya, *On Ethics and Economics,* (Delhi: Oxford University Press, 1990).

Singer, Peter, (ed.) *A Companion to Ethics,* (Oxford: Basil Blackwell Ltd., 1994).

Smith, Adam, *The Wealth of Nations,* (Chicago: The Great Books Foundation, 1964).

Torrence, John, *Karl Marx's Theory of Ideas,* (Cambridge: Cambridge UnviersityPress, 1995).

Tucker, Robert C., *The Marxian Revolutionary Idea,* (London: George

Dhaka University Institutional Repository

Allen & Unwin Ltd., 1970).

Volkov, F.M. (ed.), *Ethics,* (Moscow: Progress Publishers, 1989).

Volpe, Valvano Della, *Rousseau and Marx,* (London: Lawrence and Wishart, 1987).

Waldron, Jeremy, *The Right of Private Property,* (Oxford: Clarendon Press, 1988).

Warnock, G.J., *Contemporary Moral Philosophy,* (London: Lawrence and Wishart, 1967).

Watson, Gray (ed.), *Free Will,* (London: Oxford University Press, 1982).

Wood, Allen W., *Karl Marx,* (London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1982).

খান, আখতার সোবহান, *মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা,* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৮)

এঙ্গেলস, এফ., *বাস-সংস্থান সমস্যা, মাএরস, প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশে ।*

কবীর, হারুন, *মার্কসীয় দর্শন,* (ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৬)

মার্কস, কার্ল *পুঁজি,* খন্ড-১, অংশ-১ ও খন্ড ১, অংশ-২, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৮)।

মার্কস, কার্ল *কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার , মাএরস ,* প্রথম খন্ড, প্রথম অংশে।

মার্কস, কার্ল, *মজুরি শ্রম ও পুঁজি, মাএরস,* প্রথম খন্ড, প্রথম অংশে।

মার্কস, কার্ল *মজুরি দাম মুনাফা, মাএরস,* প্রথম খন্ড, দ্বিতীয় অংশে।

মার্কস, কার্ল *"গোথা কর্মসূচির সমালোচনা" মাএরস,* দ্বিতীয় খন্ড, প্রথম অংশে।

মার্কস, কার্ল *পুঁজি* খন্ড-২, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৯)।

শেখ আবদুল, ওয়াহাব *বিংশ শতাব্দীর নীতিদর্শন (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৬)।*

এঙ্গেলস-এর এ্যান্টি-ডুরিং, সরদার ফজলুল করিম অনূদিত, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫)।

এ্যারিস্টটল- এর পলিটিকস, সরদার ফজলুল করিম অনূদিত, (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩)

কান্টের নীতি দর্শন, শেখ আবদুল ওয়াহাব অনূদিত, (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ১৯৮২)।

কার্ল মার্কস ফ্রিডরিক এঙ্গেলস নির্বাচিত রচনাবলি, বারো খন্ড, (মস্কো প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭৯)।

কার্ল মার্কস ফ্রিডরিক এঙ্গেলস রচনা-সংকলন, দুই খন্ডে সম্পূর্ণ, (মস্কো : প্রগতি প্রকাশন, ১৯৭২)।

কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিক এঙ্গেলস ধর্ম প্রসঙ্গে, (মস্কো: প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮১)।

Dhaka University Institutional Repository

প্লেটোর রিপাবলিক, সরদার ফজলুল করিম অনূদিত, (ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৮)।

স্পিনোজার নীতিবিদ্যা, মহিউদ্দিন অনূদিত, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯০)।

৫৫৪৪৭২

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধসমূহ

Allen, Derek P.H. "Marx and Engels on the Distributive Justice of capitalism", *Canadian Journal of Philosophy Suppliementary vol. VII, 1981,* (Calgary: University of Calgary Press).

Brenkert, George G. " Freedom and Private Property in Marx", *Marx, Justice, And History,* (Princeton: Princeton University Press, 1980).

Buchanan, Allen "The Marxian Critique of Justice and Right", *Canadian Journal of Philosophy,* Supplementary vol. Vii, 1981

Carling, Alan, "Liberty, Equility, Community", *New left Review,* No. 171, September- October, 1988 (London: New left Review Ltd.).

Coben, G.A. "The Labor Theory of value and the Concept of Exploitation", Marx, Justice, and History, (Princeton: Princeton University Press, 1980).

Edgely, Roy "Marxism, Morality and Mr. Lukes", *Socialism and Morality,* David Mclellan & Sean Sayers (eds.), (Houndmill: the Macmillan Press Ltd., 1990)

Geras, Norma, "The Controversy about Marx and Justice", *Marxist Theory,* Allen Callinicos (ed.)(New York : Oxford University Press, 1989).

Hodges, Donald Clark, "Marx's Ethics and Ethical Theory", *The Socialist Register,* (London: Merlin Press Ltd., 1974).

Husami, Ziyad I. "Marx on Distributive Justice", *Marx, Justice, and History.* (Princeton: University Press, 1980).

Keita, L.D. "Neoclassical Economics and the Last Dogma of Positivesm: Is the Normative-Positive Distinction Justified?", *Metaphilosophy,* vol. 28, NO. ½, January-April 1997 (Oxford: Blackwell Publishers)

Keyes, Thomas W. "Does Marx Have a Concept of Justice", *Philosophical*

Dhaka University Institutional Repository

Topics, Vol. 13, NO. 2, Spring 1985, (Arakansas: Arakansas University).

Liden, Harry Van Deer, "Marx And Morality: An Impossible Synthesis ?" *Theory and Society* vol. 13, No.1, January,1984 , (Netherlands Elsevier Science Publishers, 1984).

McConnell, Frederick W. "A Critique of Marxist Ehics", *Dialogues on the Philosophy of Marxism,* John Somerville & Howard L. Parsons (eds.) (Westport : Greenwood Press, 1974).

Nielsen, Kai "Arguing About Justice: Maxist Immoralism and Marxist Moralism ", *Philosophy and Public Affairs,* vol. 17, no.3, Summer 1988, (Trenton : Princeton University Press 1988).

Reiman, Jeffery H. "The Possibility of a Marxian Theory justice", *Canadian Journal of Philosophy,* Supplementary vol. Vii, 1981.

Ryan, Alan, "Jusftice, Exploitation and the End of Morality", *Moral Philophy and Contemporary Problems,* (Journal) S.D.G. Evens (ed.)

Schedler, George "Rawls, Marx, And the Injustice of Capitalism", *Revolutionary World*, Vol.33, 1979, (Amsterdam: B.R. Gruner Publishing Co. 1979).

Soper, Kate, "Marxism and Morality" vol. 163, *New Left Review,* (London: New Left Review Ltd.).

Wood, Allen W. "Marx on Right and Justice :A Reply to Husami" , *Marx, Justice, and History,* Cohen, Marshalll et, al. (eds.), (Princeton: Princeton University Press, 1980)

Wood, Allen. W. "The Marxian critique of Justice", *Marx, Justice, and History,* (Princeton: Princeton University Press, 1980).

Wood, Allen, "Marx Against Morality" *A companion to Ethics,* Peter Singer (ed.) (Oxford: Blackwell Publishers, 1994).

Young, Gray "Doing Marx Justice", *Canadian Journal of Philosophy,* Supplementary vol. vii, 1981.